হেযবুত তওহীদ

স্বরূপ বিশ্লেষণ

শায়খ মুশাহিদ আলী চমকপুরী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বায়াজীদ খান পন্নী রচিত গ্রন্থাবলীর আলোকে

হেযবুত তওহীদ

স্বরূপ বিশ্লেষণ

রচনা
শায়খ মুশাহিদ আলী চমকপুরী
তাখাস্‌সুস ফিদ দাওয়াহ ওয়া মুকারানাতিল আদইয়ান, ঢাকা

নিরীক্ষক
মুফতী যাকারিয়া বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব
তাখাস্‌সুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা
তাখাস্‌সুস ফী উলূমিল হাদীসিশ শরীফ
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া, ঢাকা

সম্পাদক
হাসান বিন মুখতার

ANWAR LIBRARY
আনোয়ার লাইব্রেরী
[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৯১৩৬৮০০১০, ০১৮৩০৭৩৪১৯৫
anwarlibrarybd@gmail.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রথম প্রকাশ | ডিসেম্বর ২০১৫ ইং
দ্বিতীয় মুদ্রণ | মার্চ ২০২০ ইং

হেজবুত তাওহীদ স্বরূপ বিশ্লেষণ

সম্পাদক | হাসান বিন মুখতার

প্রকাশক | মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
আনোয়ার লাইব্রেরী,
১১/১ ইসলামী টাওয়ার,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব | প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য | ১৮০.০০ টাকা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নযরানা

শ্রদ্ধেয় আব্বা ও আম্মা

যাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা, চোখের পানি ও অক্লান্ত শ্রমের বদৌলতে আজ আল্লাহ তাআলা আমাকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আমার সব খেদমতে তাঁদের নামে সমপরিমাণ সওয়াব পৌঁছতে থাকবে। কারণ, আমার দ্বারা যে খেদমতই হোক, সেটা তো তাঁদেরই উসীলায়।

আল্লাহ তাআলা সুস্থতা ও নেক আমলের সঙ্গে তাঁদেরকে দীর্ঘ হায়াত দান করবন। আমীন।

—মুশাহিদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিষয়-সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
	ভূমিকা	৭
	বিভ্রান্তির ক্রমধারা	১১
	হেযবুত তওহীদ : সংক্ষিপ্ত পরিচয়	১১
	হেযবুত তওহীদের আকীদা-বিশ্বাস	১২
১.	আল্লাহ, ব্রহ্মা ও গড কী একই সত্তা?	১২
	কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তাআলা ব্রহ্মা বা গড নন	১২
	হিন্দুদের ব্রহ্মা	১৩
	খৃস্ট ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত গড/ঈশ্বর	১৩
	কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তাআলা	১৫
	জান্নাতে যাওয়ার পূর্বশর্ত ঈমান	১৬
২.	বেদ, বাইবেল ত্রিপিটক আসমানী কিতাব?	১৭
	বাইবেল ও বেদ মানব রচিত গ্রন্থ	১৮
৩.	শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রমুখ কি নবী ছিল?	২১
	কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির কোনোভাবেই নবী হতে পারে না	২২
	একমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ এর অনুসরণ করতে হবে	২৩
৪.	দাজ্জাল সম্পর্কে বিভ্রান্তি	২৫
	বায়াজীদ খান পন্নীর অপব্যাখ্যা	২৬
	হাদীসের ভাষায় দাজ্জাল শারীরিক প্রাণী	২৬
৫.	প্রকৃত ইসলামে বর্তমানে কেউ নেই	২৮
৬.	হেযবুত তওহীদ নতুন ধর্ম	৩০
৭.	নবী হওয়ার ভ্রান্ত দাবী	৩৪
	আয়াত ও মুজিযা	৩৫
৮.	মহানবী 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' হননি	৩৭
৯.	বিশ্বনবীর কাজ মাত্র একটি	৩৯
	চোখে-মুখে মুর্খের প্রলাপ	৩৯
১০.	নামায, রোযা আনুষঙ্গিক	৪০
১১.	সালাতের মনগড়া অপব্যাখ্যা	৪১
	ইসলামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের নাম সালাত	৪২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

১২. ইসলাম অর্থ শান্তি ৪৪
অপব্যাখ্যার অপনোদন.. ৪৪
১৩. জান্নাতে যাওয়ার পূর্বশর্ত ৪৬
১৪. প্রকৃতি, ফিরিশতা ও দেবদেবী একই! ৪৬
ফিরিশতা ও দেবদেবী একই সত্ত্বা নয় ৪৭
১৫. জান্নাত লাভের জন্য আমল শর্ত নয়.. ৫০
জান্নাত লাভের জন্য বিশ্বাস অনুযায়ী কর্ম করা আবশ্যক ৫০
১৬. মহানবী দাড়ি রাখতে নিষেধ করেছেন!..৫১
দাড়ি রাখা ওয়াজিব..৫১
১৭. পর্দাপ্রথা নারীদেরকে বন্দী করে রেখেছে.. ৫৩
পর্দা ও ইসলাম ৫৪
ইসলামী শরীয়তে পর্দার স্বরূপ.. ৫৪
১৮. কুরআনের কপি সম্পর্কে বিভ্রান্তি.. ৫৯
মহানবীর সময় কুরআনের লিখিত কপি ছিল.. ৫৯
আবু বকর সিদ্দীক ও উমর রাযি.-এর সময় কুরআনের কপি ৬১
১৯. আল্লাহ তাআলা যা করতে পারেন, মানুষও তা করতে পারে..........৬১
আল্লাহ তাআলার মত বা সমতূল্য কেউ নেই.. ৬২
২০. ব্যক্তিগত জীবনে তাওহীদ মানা শিরক.. ৬৩
একনিষ্ঠভাবে তাওহীদ মানা আবশ্যক.. ৬৩
২১. আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা অনাবশ্যক?.. ৬৪
আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করাই উদ্দেশ্য.. ৬৪
২২. ঈসা (আ.) ইহুদী ছিলেন?.. ৬৫
ঈসা আ. ও তাঁর অনুসারীরা মুসলমান ছিলেন ৬৬
২৩. নবীকে তাবলীগের আদেশ দেয়া হয়নি ৬৬
দাওয়াত ও তাবলীগ ছিল মহানবীর অন্যতম একটি কাজ.. ৬৬
২৪. কালিমাতুত তাওহীদের বিকৃত অর্থ ৬৭
'ইলাহ' শব্দের অর্থ 'মাবুদ' ৬৮
মূল উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের উপকরণ ৭১
২৫. ছদ্মবেশী জঙ্গী সংগঠন.. ৭২
২৬. বিনীত নিবেদন ৭৪
তথ্যনির্দেশ ৭৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ মাদরাসার সিনিয়র মুহাদ্দিস, মাওলানা সাইয়েদ আসআদ মাদানী রহ.-এর বিশিষ্ট খলিফা, শায়খুল হাদীস **মুফতী হাফীজুদ্দীন** সাহেব (হাফি.)-এর

দুআ ও বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

حامدا ومصليا ومسلما . أما بعد .

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাদের জন্য তাঁর একমাত্র মনোনীত ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামকে ধর্ম হিসেবে নির্বাচন করেছেন। দুরূদ ও সালাম হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যিনি তাঁর মেহনতের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতকে ব্যাপক করেছেন।

ইসলামের শুরু থেকেই বিভিন্ন সময়ে ভ্রান্তপথের লোকেরা বিভিন্ন মুখরোচক স্লোগানের ছদ্মাবরণে মানুষকে জাহান্নামী বানানোর অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সর্বযুগেই তাদের স্বরূপ উন্মোচনের জন্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উত্তরাধিকারী উলামায়ে কেরামকে দাঁড় করিয়ে দেন। যারা সেই সব দুষ্টচক্রের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করে হক ও সত্য ধর্মকে উম্মতের সামনে তুলে ধরেন। এমনই একটি বই আমার অত্যন্ত আস্থাভাজন, বিশিষ্ট দাঈ হযরত মাওলানা মুশাহিদ আলী চমকপুরী সাহেব উম্মতকে উপহার দিলেন। আল্লাহ তাআলা তার এই খেদমতকে কবুল করুন, এই পথে আরো বলিষ্ট ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করুন এবং বায়াজীদ খান পন্নি ও তার ‘হেযবুত তওহীদ’সহ সকল ভুলপথের অভিযাত্রীদের বিভ্রান্তি থেকে উম্মতকে হেফাযত করুন। আমীন।

হফীজুদ্দীন
১১/১১/১৮ ইং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভূমিকা

জনাব বায়াজীদ খান পন্নী ১৯৯৫ খৃস্টাব্দে 'হেযবুত তওহীদ' প্রতিষ্ঠা করেন। হাজার বছর ধরে চলে আসা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও বিধি-বিধানের ব্যাখ্যার এক নবতর ধারার সূচনা করেন তিনি। শুধু এতটুকুতেই তার দাবি থেমে থাকেনি; তিনি আরো কয়েক কদম এগিয়ে বলে ফেললেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পরই তার সমস্ত উম্মাত একেবারে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেউই আর সঠিক পথে থাকতে পারেনি। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও বিধি-বিধানের হাকিকত তাদের একজনও মনে রাখেনি। আর আজ–এই চৌদ্দশত বছর পর এসে আমাকেই আল্লাহ ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা বোলে দিয়েছেন। আমি তাঁর মনোনীত এমাম। আমিই এই যামানার একক নেতা–*এমামুযযামান*। আল্লাহর ইশারায় আমি এসলামের যে ব্যাখ্যা দিচ্ছি তা-ই ঠিক। বাকি সব ভুল।...

ভালো কথা। তিনি তার 'এসলামে'র ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষায় 'শিক্ষিত' এই 'পণ্ডিত' সম্পূর্ণ নিজের বুঝ-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে আমাদের সামনে একের পর এক যেসব ব্যাখ্যা পেশ করতে থাকলেন, তা দেখে অবাক হতে হতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। কুরআনের আয়াত ও হাদীসে নববীর এমনসব ব্যাখ্যা তিনি করতে শুরু করলেন যা স্বয়ং 'মুহা ইলাইহি' –যার উপর ওহী নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ, নবীজী)–এর ব্যাখ্যারই স্পষ্ট বিপরীত। এমনকি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছ থেকে যারা কুরআন-হাদীস তথা ইসলাম শিক্ষা লাভ করেছেন সেসব সাহাবী এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের অর্থাৎ, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী ও উলামায়ে মুতাকাদ্দিমীনের কারো সঙ্গেই তার সেই 'নবব্যাখ্যা'র কোনো সাদৃশ্য থাকল না।

তার সেসব 'ব্যাখ্যা'র কিছু দৃষ্টান্ত: বর্তমান পৃথিবীতে প্রকৃত এসলামে কেউই নেই, সবাই গোমরাহ হয়ে গেছে; বাইবেল, বেদ, ত্রিপিটক ইত্যাদি সকল ধর্মগ্রন্থই আল্লাহপ্রদত্ত আসমানী কিতাব; মহর্ষী মনু, রাজা রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবীর জৈন, গৌতম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বুদ্ধ–এরা সবাই আল্লাহর প্রেরিত নবী ছিলেন; গড, ঈশ্বর, ভগবান ও আল্লাহ সব একই সত্তা; উসমান রা.-এর শাসনামলের আগে কুরআনের কোনো লিখিত কপি ছিল না ইত্যাদি।

তার এই 'নবউদ্ভাবিত' কথাবার্তার হাবভাব দেখে আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেই বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে পড়ল–

«سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم، ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم» صحيح مسلم، باب النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالِاحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا

"আমার উম্মতের শেষাংশে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হবে, যারা তোমাদেরকে (দীনের নামে) এমনসব কথা শোনাবে, যা তোমরা ইতোপূর্বে কোনোদিন শোননি, এমনকি তোমাদের পূর্বসূরী (আলেম-উলামা)গণও কোনোদিন শোনেনি। তখন তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকবে, তাদেরকেও তোমাদের থেকে দূরে রাখবে।"[১]

ফলে আমরা–যাদেরকে জনসাধারণ আলেম বলে মনে করে থাকে–নিজেদের যোগ্যতার স্বল্পতা এবং ইলমের কমতি সত্ত্বেও জনসাধারণের উপর্যুপরি দাবীর প্রেক্ষিতে হেযবুত তওহীদ এবং তার প্রতিষ্ঠাতা জনাব বায়াজীদ খান পন্নীর চিন্তাধারা সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলাম। সময়ের অভাবে আমরা ইচ্ছা থাকলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে পারলাম না এবং বহুক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনার দাবী থাকলেও সংক্ষেপিত করতে বাধ্য হলাম। আল্লাহ তাআলার তাওফীক হলে ভবিষ্যতে আমাদের বাকী দায়িত্বটুকু পূর্ণ করবো। ইনশা আল্লাহ।

জনাব পন্নীর বক্তব্যগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে কখনো কখনো আমাদের হাত কেঁপে উঠেছে, মনে হয়েছে, এসব কথায় সাধারণ পাঠকেরা আবার আক্রান্ত হয়ে যায় কি না। কিন্তু আমরা দায়িত্ব পালনার্থে সেগুলো উদ্ধৃত করতে বাধ্য হয়েছি। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। সকল অনিষ্ট থেকে আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।

---

১. সহীহ মুসলিম : হাদীস-১৫; মুসনাদে আহমাদ : হাদীস-৮২৫০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পাঠকগণ সেসব পড়ার সময় অবশ্যই নাউযুবিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ বলে হৃদয়কে পবিত্র করবেন।

পুস্তকটি রচনায় হেযবুত তওহীদের যে সকল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছি, সেগুলোর লেখক, প্রকাশকালসহ 'তথ্যনির্দেশ' শিরোনামে বইয়ের শেষে উল্লেখ করেছি। গ্রন্থগুলো আমাদের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। আমাদের সংগ্রহে নেই-এমন কোনো বইয়ের উদ্ধৃতি উল্লেখ করিনি। হাদীসের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে 'আল-মাকতাবাতুশ শামিলা'র সহায়তাও গ্রহণ করেছি। বইটি আমাদের সাধ্যমত নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হয়, আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে আমরা ঠিক করে দেব। ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর হাবীব রাহমাতুল্লিল আলামীন এবং তাঁর একমাত্র পছন্দনীয় ধর্ম ইসলাম এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কুরআনুল কারীমের বিরুদ্ধে অশোভন নিন্দামূলক (blasphemous) অপপ্রচারের প্রতিরোধে এ সামান্য প্রচেষ্টাকে মহান আল্লাহ আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী, সকল পাঠক ও দীনের সকল প্রচারকের বিশেষ করে যারা পুস্তিকাটির ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন-সবার নাজাতের ওসীলা হিসেবে কবুল করুন। আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর দীনের ওপর কায়িম রাখুন এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু নসীব করুন। আমীন।

-মুশাহিদ আলী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিভ্রান্তির ক্রমধারা

অনেক আগে থেকেই কিছু মানুষ ছিল, যারা কুরআন-সুন্নাহর বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনসহ (যারা ছিলেন ইসলামের সর্বোত্তম যুগের সেরা মানব) ইমামগণের সর্বসম্মত ও স্বীকৃত বিষয়সমূহের বিপরীত মতাদর্শ পোষণ করে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, মানুষকেও সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করেছে। শেষ যামানায় আবির্ভূত ভ্রান্ত চিন্তার কিছু মানুষ, যাদের মনগড়া ব্যাখ্যা ও মিথ্যা হাদীস বর্ণনা সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে সতর্ক করে বলেছেন–

«سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم، ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم» صحيح مسلم، بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالِاحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا.

শেষ যামানায় আমার উম্মতের মধ্যে এরূপ কিছু লোকের আবির্ভাব হবে, যারা তোমাদেরকে এমন হাদীস শুনাবে যা তোমরা বা তোমাদের পূর্বপুরুষ (উলামায়ে কেরাম)গণও কখনো শোননি। সুতরাং তোমরা এরকম লোকদের সংশ্রব থেকে সাবধান থাকবে এবং তাদেরকেও তোমাদের নিকট থেকে দূরে রাখবে।[২]

হেযবুত তওহীদ : সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা বায়াজীদ খান পন্নী ১১ মার্চ ১৯২৫ করটিয়ার পন্নী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রামের স্কুলে পাঠ শেষে এইচ.এম. ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশান তারপর বগুড়া সরকারী কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার ১ম বর্ষ এবং কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে ২য় বর্ষ সমাপ্ত করে। পেশায় একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। ১৯৬৩ খৃ. তিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

বায়াজীদ খান পন্নী নিজেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত, মুজিযাপ্রাপ্ত ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্ভট দাবী করতে শুরু করেন। নিজের রচিত কিছু বইয়ে তার আকীদা-বিশ্বাস তুলে ধরেন। ১৯৯৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী, তিনি দাউদ মহল, করটিয়া, টাঙ্গাইলে 'হেযবুত তওহীদ' প্রতিষ্ঠা করে। নিজ গ্রামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে তার দলীয় কার্যক্রম চালিয়ে যান। একপর্যায়ে তার উদ্ভট আকীদা-

---

২. মুসলিম : হাদীস-১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিশ্বাস ও বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা জনগণের সামনে প্রকাশিত হলে সাধারণ জনতার চাপে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়। প্রথমে সশস্ত্র সংগ্রাম, রাষ্ট্র দখল–এরূপ উগ্রপন্থায় সোচ্চার ছিল– যা তার রচিত গ্রন্থাবলীতে বিদ্যমান। কিন্তু পরবর্তীতে দেশের পরিবেশ সুবিধাজনক না দেখে সুর পরিবর্তন করে জঙ্গিবাদ বিরোধী স্লোগান দিতে শুরু করে। বায়াজীদ খান পন্নী ২০১২ সালে মারা যায়।

হেযবুত তওহীদের আকীদা-বিশ্বাস

'হেযবুত তওহীদের আকীদা-বিশ্বাস' শিরোনামে আলোচনা করতে হলে আবশ্যকভাবেই বইয়ের কলেবর বিরাট আকার ধারণ করবে। আলোচনা-পর্যালোচনার সেই বিস্তৃত পরিসরে প্রবেশের অবকাশ আমাদের নেই। তাই আমরা কয়েকটি বিষয়ে খুব সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ। প্রথমে আমরা তাদের আকীদা-বিশ্বাস উল্লেখ করব তাদের রচিত এবং নিজস্ব প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে। তারপর সংক্ষেপে জবাব দেয়ার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সঠিক ও সহীহ বুঝার এবং মানার তাওফীক দান করুন। আমীন।

১. আল্লাহ, ব্রহ্মা ও গড কী একই সত্তা?

"সকলের আদিতে যিনি তিনিই স্রষ্টা, সবকিছুর শেষেও তিনি। তিনিই আলফা, তিনিই ওমেগা। কারও কাছে তিনি আল্লাহ, কারো কাছে ব্রহ্মা, কারো কাছে গড। সে যে নামেই ডাকুক সেই মহান স্রষ্টার প্রশ্নহীন আনুগত্যই সকল দর্শনের ভিত্তি।"[৩]

পন্নীর বক্তব্যে দু'টি বিষয় উল্লেখযোগ্য–.

(ক) ব্রহ্মা, গড, ঈশ্বর ও আল্লাহ তাআলা একই সত্তা (নাউযুবিল্লাহ)।

(খ) হিন্দু, খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মালম্বীরা প্রশ্নহীনভাবে আল্লাহ তাআলারই আনুগত্য করছে।

কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তাআলা ব্রহ্মা বা গড নন

বায়াজীদ খান পন্নীর মতে ব্রহ্মা, গড, ঈশ্বর ও আল্লাহ একই সত্তা। অথচ আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে মুসলমানদের বিশ্বাস, ব্রহ্মা সম্পর্কে হিন্দুদের বিশ্বাস ও গড বা ঈশ্বর সম্পর্কে খৃস্টানদের বিশ্বাসের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। অর্থাৎ, হিন্দুরা যাকে ব্রহ্মা মনে করে আমরা তাকে কখনো আল্লাহ বলি না এবং

৩. সকল ধর্মের মর্মকথা সবার উর্ধ্বে মানবতা : পৃষ্ঠা-৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

খৃস্টানরা যাকে ঈশ্বর বা গড বলে আমরা তাকে কখনো আল্লাহ বলি না। কয়েকটি উদাহরণ দেখুন–

হিন্দুদের ব্রহ্মা

হিন্দুধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী ব্রহ্মা বা স্রষ্টার পরিচয় : ব্রহ্মা চতুর্ভুজ, চতুরানন ও রক্তবর্ণ। বিষ্ণু ব্রহ্মার স্রষ্টা। সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী। দেবসেনা ও দৈত্যসেনা তার দুই কন্যা।[৪] ব্রহ্মার পাঁচটি মাথা ছিল, একবার শিবকে তাচ্ছিল্য করে কথা বলায় শিব ব্রহ্মার একটি মস্তক কর্তন করেন। তাই ব্রহ্মা চতুর্মুখ।[৫] বক্ষা কমণ্ডুধর, তিনি কদাচ রক্তকমলে অধিষ্ঠিত, কদাচ হংসপৃষ্ঠে সমারূঢ়। বামকরে কমণ্ডলু, দক্ষিণ ঊর্ধ্বকরে ও বাম অধঃকরে স্রুব, দক্ষিণ অধঃকরে জপমালা, তার বামপাশে আজ্যস্থালী, সম্মুখে বেদ সকল ও ঋষিগণ। বামপাশে সাবিত্রী এবং সরস্বতী দক্ষিণ পাশে।[৬]

সমুদ্র মন্থনের সময় সমুদ্র থেকে ভয়ঙ্কর বিষ উত্থিত হওয়ায় ভীত দেব ও অসুরগণ সৃষ্টিকর্তার ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা অনন্যোপায় হয়ে শিবের স্তব করেন। স্তবে তুষ্ট হলে জগতের কল্যাণার্থে ব্রহ্মা শিবকে বিষ পান করতে বলেন। শিব সম্মত হয়ে বিষ পান করেন।[৭] অন্য গল্পে : মধু ও কৈটব ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন বিষ্ণু ঘুমে ছিলেন। তাই ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিদ্রা ভঙ্গের জন্যে একাগ্রহৃদয়ে মহামায়ার তপস্যা করেন। বিষ্ণুর নিদ্রা ভঙ্গের পর তিনি ব্রহ্মাকে রক্ষা করেন।[৮]

ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী ব্রহ্মা সৃষ্ট, তার স্ত্রী ও সন্তানাদি আছে। তিনি পরাজিত ও ভীত হন। পক্ষান্তরে ইসলামের আল্লাহ তাআলা এসব থেকে মহাপবিত্র।

খৃস্ট ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত গড/ঈশ্বর

খৃস্টধর্মে যিনি গড বা ঈশ্বর তিনি অনেক কিছু দেখেন না।[৯] না বুঝে কাজ করে পরে অনুশোচনা করেন।[১০] মানুষের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে (কুস্তিতে) পরাজিত হয়েছেন।[১১] সাতটি বৃহৎ জাতিকে গণহত্যার মাধ্যমে নির্দয়ভাবে নির্মূল করতে

---

৪. শ্রী শ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ১/১-৪, পৌরাণিক অভিধান ৩৭৮।
৫. পৌরাণিক অভিধান ৪১৯-৪২০ পৃ.
৬. দেবদেবীর পরিচয় ও বাহন রহস্য : পৃষ্ঠা-৩৩।
৭. শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ, সপ্তম অধ্যায়, অষ্টম স্কন্ধ, শ্রীশুক উবাচ, ১-৪৬ মন্ত্র।
৮. মার্কণ্ডেয়পুরাণম্, একাশীতিতম অধ্যায়
৯. পয়দায়েশ ৩:৯, ১১:১১, ১৮:২০-২১।
১০. পয়দায়েশ ৬:৬-৭, ১ শামূয়েল ১৫:১১, ৩৫।
১১. পয়দায়েশ ৩২:২২-২৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বলেন এবং ক্ষমা করতে নিষেধ করেন।[১২] শিশুদেরকে আছড়ে টুকরা টুকরা করতে নির্দেশ দেন।[১৩] কোনো কারণ ছাড়াই ঘৃণা করেন।[১৪] তিনি মন্দ আত্মা প্রেরণ করে অশান্তির আগুন জ্বেলে দেন এবং অমঙ্গলময় বিধান দেন।[১৫] উলঙ্গতা পছন্দ করেন।[১৬] ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বরকে কুম্ভকার, ক্ষৌরকার, কীট, সিংহ, চিতা, ভল্লুক ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১৭]

ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে বলা হয়েছে, ঈশ্বর মানুষরূপে অবরাহামের সাক্ষাত দিলেন এবং তাঁর সাথে দুধ, গোশত ইত্যাদি পানাহার করলেন![১৮] তিনি ব্যভিচারের ব্যবস্থা করেন।[১৯] মানুষদেরকে তাঁর কথা শুনতে বাধা দেন।[২০] নিজেই মানুষকে প্ররোচনা দেন।[২১] তিনি অমঙ্গল ও অনিষ্ট সৃষ্টির জন্যও গৌরব করেন, যেমন মঙ্গল সৃষ্টির জন্য গৌরব করেন।[২২] শয়তানের সাথে বিতর্কে জিততে বা নিজের কথার সত্যতা প্রমাণ করতে তাঁর একজন পবিত্র সিদ্ধ ও সরল মানুষকে পরীক্ষার জন্য পরিবারসহ শয়তানের হাতে সমর্পন করেন।[২৩] বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বরের খাজনার বর্ণনায় এসেছে– "ঈশ্বরের পাওনা কর হল ছ'শো পঁচাত্তরটা ভেড়া ও ছাগল, বাহাত্তরটা গরু, একষট্টিটা গাধা এবং বত্রিশজন কুমারী মেয়ে![২৪]

এককথায়, খৃস্টানরা গড/ঈশ্বর বলতে এমন এক সত্ত্বাকে বুঝে, যিনি দেখেন না ও বোঝেন না, মানুষের সঙ্গে কুস্তিতে পরাজিত হন, কোনো কারণ ছাড়াই ঘৃণা করেন, উলঙ্গতা পছন্দ করেন। যাকে কুম্ভকার, ক্ষৌরকার, কীট, সিংহ, চিতা, ভল্লুক ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যিনি খাওয়া-দাওয়া করেন, ব্যভিচারের ব্যবস্থা করেন ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ইসলামধর্মে বর্ণিত আল্লাহ তাআলা এসব কিছু থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি পূত-পবিত্র, সুবহানাহু ওয়াতাআলা।

---

১২. দ্বিতীয় বিবরণ ৭:২-১৬।
১৩. হোশেয় ১৩:১৬।
১৪. যিহিষ্কেল ১৮:২৫।
১৫. ইহিষ্কেল ২০:২৫, বিচারকর্তৃকগণ ৯:২৩।
১৬. যিশাইয় ৩:১৭, ৪৭:১-৩।
১৭. যিশাইয় ৬৪:৮, যিশাইয় ৭:২০, হোশেয় ৫:১২, হোশেয় ১৩:৭, বিলাপ ৩:১০, আইউব ৩৭:১০।
১৮. পয়দায়েশ ১৮:১-৮।
১৯. ২ শমূয়েল ১২:১১-১২।
২০. যিশাইয় ৬:১০; মথি ১৩:১৩-১৪; রোমীয় ৯:১৮।
২১. যিরমিয় ২০:৭।
২২. যিশাইয় ৪৫:৭।
২৩. আইউব ২:৬।
২৪. শুমারী ৩১:৩৬-৪০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কুরআনের আলোকে আল্লাহর পরিচয়

কুরআনুল কারীমে বর্ণিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনেক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য আছে। কয়েকটি হলো; আমরা যা কিছু দেখি বা না দেখি, সবকিছুরই স্রষ্টা মহান আল্লাহ।[২৫] তিনি অনন্তকাল থেকে আছেন এবং থাকবেন। তাঁর কোনো শুরু বা শেষ নেই। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।[২৬] সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই।[২৭] তাঁর অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই। তাঁর ছেলেমেয়ে বা স্ত্রী নেই।[২৮] তিনি কখনো আহার বা পান করেন না এবং এসব তাঁর প্রয়োজন নেই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন।[২৯] তিনি সকল দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে, সব ধরনের অন্যায় থেকে পবিত্র।[৩০] তিনি সম্পদ দেয়ার মালিক, তিনি ভিক্ষুক বানানোর অধিকারী, তিনি ইজ্জতদাতা এবং তিনি যাকে ইচ্ছা বে-ইজ্জত করেন।[৩১] তিনি সকল জীব-জন্তুকে রিযিক দান করেন।[৩২] তিনি অভাবমুক্ত, তাঁর কোনো কিছুর অভাব নেই।[৩৩] তিনি মুমিনদের (বিশ্বাসীদের) অভিভাবক।[৩৪] পবিত্র কুরআন তাঁর পক্ষ থেকে পাঠানো আসমানী কিতাব।[৩৫]

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরন্তন। তাঁকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশে এবং দুনিয়াতে যা আছে সবই তাঁর।[৩৬] তাঁর (আল্লাহর) সত্তা ব্যতিত সবকিছুই ধ্বংসশীল।[৩৭] তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।[৩৮] আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ কোনো কিছুই তাঁর (আল্লাহর) অগোচর নয়।[৩৯] তিনি পানি ও স্থলভাগে যা আছে সে

---

২৫. সূরা সিজদাহ ৪।
২৬. সূরা আল ইমরান ৬৮।
২৭. সূরা বনি ইসরাঈল ১১১।
২৮. সূরা ইখলাস।
২৯. সূরা কাসাস ৬৮।
৩০. সূরা আম্বিয়া ২২।
৩১. সূরা আল ইমরান ২৬।
৩২. সূরা আনকাবুত ৬০।
৩৩. সূরা ইউনুস ৬৮।
৩৪. সূরা বাকারা ২৫৭।
৩৫. হা-মীম সিজদাহ ২, ইউনুস ৩৭, বাকারা ২৩, ইবরাহিম ২, যুমার ১, গাফির ২, জাসিয়া ২, আহকাফ ২।
৩৬. সূরা বাকারা ২৫৫।
৩৭. সূরা কাসাস ৮৮।
৩৮. সূরা হাদীদ ৩।
৩৯. সূরা সাবা ৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সম্বন্ধে অবগত। বৃক্ষের একটা পাতা পতিত হলেও, মাটির অন্ধাকরে কোনো দানা (গজাতে) থাকলেও এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ যা কিছুই আছে সবকিছু সম্বন্ধে তিনি অবগত।[৪০] মনের গহীনে লুকিয়ে রাখা কোনো ভাবনা কিংবা প্রকাশ করা কোনো কথা–সবই তাঁর গোচরীভূত। আসমান ও যমীনের কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়।[৪১]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে পাঠক স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন যে, ব্রহ্মা বলতে হিন্দুরা যে সত্তাকে বুঝে এবং গড/ঈশ্বর বলতে খৃস্টানরা যে সত্তাকে বুঝে এমন সত্তাকে মুসলমানরা আল্লাহ তাআলা মনে করেন না। পন্নী ঈশ্বর ও ব্রহ্মার সঙ্গে আল্লাহ তাআলাকে মিশিয়ে ফেলেছে– একথা বুঝানোর জন্য যে, হিন্দু/খৃস্টানরাও আল্লাহর আনুগত্য করে, তারা জান্নাতে যাবে– যা কুরআনের সরাসরি বিপরীত।

জান্নাতে যাওয়ার পূর্বশর্ত ঈমান

পন্নী লিখেছে, "কারও কাছে তিনি আল্লাহ, কারো কাছে ব্রহ্মা, কারো কাছে গড। সে যে নামেই ডাকুক সেই মহান স্রষ্টার প্রশ্নহীন আনুগত্যই সকল দর্শনের ভিত্তি।" পন্নী বক্তব্য হলো, সকল ধর্মালম্বীরা প্রশ্নহীনভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে। ফলাফল দাঁড়াল, সকলেই জান্নাতে যাবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে হিন্দু, খৃস্টান ও অন্যান্য ধর্মালম্বীরা কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না- যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। যেমন– সূরা বাকারা ৬২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "ইহুদী, খৃস্টান বা সাবেয়ী যে কেউ ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তারা আল্লাহর নিকট নিজ প্রতিদানের উপযুক্ত হবে এবং তাদের কোনো ভয় থাকবে না আর কোনো দুঃখেও পতিত হবে না।" আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, ঈমান গ্রহণ না করলে সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে। বেঈমানকে কখনো জাহান্নাম থেকে উঠানো হবে না। ইরশাদ হচ্ছে, "যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং জুলুম করেছে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করার নন এবং তাদের কোনো পথ প্রদর্শকও নেই, জাহান্নামের পথ ছাড়া, যেখানে তারা চিরদিন অবস্থান করবে।"[৪২]

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ কাফিরদেরকে তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত করেছেন

৪০. সূরা আনআম ৫৯।

৪১. সূরা আল ইমরান ২৯।

৪২. সূরা নিসা : আয়াত-১৬৮-১৬৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন। তাতে তারা সর্বদা এভাবে থাকবে যে, তারা কোনো অভিভাবক পাবে না এবং সাহায্যকারীও না।"[৪৩]

"কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করলে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যাতে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে।"[৪৪]

মহানবী ﷺ বলেছেন–

لا يدخل الجنة إلا مؤمن صحيح صحيح البخاري، كتاب القدر، باب العمل بالخواتيم

"মুমিন ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৪৫]

সহীহ মুসলিম-এর ২৫৬৯ নং হাদীসে এসেছে, "মুমিন ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না।" আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, প্রকৃত ঈমান ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[৪৬]

কুরআন-হাদীস অনুযায়ী মুমিন/মুসলিম ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। কেননা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সূরা আলে ইমরান ৮৫ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করা হবে না। কারণ, তাঁর কাছে পছন্দনীয় ও মনোনীত ধর্ম কেবল ইসলাম। "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দীন [ধর্ম] কেবল ইসলামই।"[৪৭]

পন্নী ও তার অনুসারীদের বিশ্বাস- সবাই স্রষ্টার আনুগত্য করে জান্নাতে যাবে– কুরআন-হাদীসের বিপরীত। পাশাপাশি এটা নিঃসন্দেহে কুরআন-হাদীসের বিকৃতিও। সুতরাং কোনো ব্যক্তি কুরআন-হাদীসের বিপরীত বক্তব্য প্রদান করলে বা কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিকৃতির সাধন করলে, তার ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াতের যে বিধান– পন্নী ও তার অনুসারীদের ক্ষেত্রে একই বিধান।

২. বেদ-বাইবেল-ত্রিপিটক আসমানী কিতাব?

পন্নীর বক্তব্য: "**স্রষ্টার দেওয়া সম্ভবত প্রাচীনতম গ্রন্থ হচ্ছে বেদ**। আমাদের বিশ্বাস মতে, মহর্ষী মনু, রাজা রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবীর জৈন, মহামতি বুদ্ধ এঁরা সবাই ছিলেন ভারতবর্ষে আগত আল্লাহর নবী। অনেক গবেষক মনে করেন বৈবস্বতঃ মনুই হচ্ছেন বৈদিক ধর্মের মূল প্রবর্তন, যাঁকে কোরানে ও বাইবেলে বলা হয়েছে নূহ আ., ভবিষ্যপুরাণে বলা হয়েছে রাজা ন্যূহ। তাঁর উপরই নাযেল হয় বেদের মূল অংশ। ... এভাবে সকল যুগে, সকল

৪৩. সূরা আহযাব : আয়াত-৬৫
৪৪. সূরা জিন : আয়াত-২৩
৪৫. সহীহ বুখারী হাদীস: ৬২৩২
৪৬. মুসলিম হাদীস : ২০৯
৪৭. সূরা আল ইমরান ১৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জাতি গোষ্ঠীর কাছে তাদের মাতৃভাষায় আল্লাহ নবী-রসুল, ও গ্রন্থ পাঠিয়েছেন।"[৪৮]

"সামাজিক দণ্ডবিধি দিয়ে যাদেরকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন, তাদের মধ্যে আদম আ., নূহ আ. (মনু), বিভিন্ন **বেদ** যাদের ওপর অবতীর্ণ হোয়েছিলো, মুসা আ. ও মোহম্মাদ সা.। আর আইন-কানুন বাদে শুধু আধ্যাত্মিক দিকটাকে পুনরুদ্ধার কোরে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান হোলেন, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, মহাবীর, ইসা আ.।"[৪৯]

পন্নীর বক্তব্যে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়। এক. বাইবেল ও বেদ আল্লাহর কিতাব। দুই. কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও অন্যান্যরা আল্লাহর নবী। তিন. পন্নী ও তার অনুসারীরা বুদ্ধ, কৃষ্ণ, ঈসা ও মুহাম্মাদ ﷺ এর অনুসারী। বিষয়গুলো নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করছি।

বাইবেল ও বেদ মানব রচিত গ্রন্থ

বায়াজীদ খান পন্নী ও তাঁর অনুসারীদের বিশ্বাস হলো, বাইবেল ও বেদ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত গ্রন্থ (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ দুনিয়ার সকল মানুষ জানেন যে, বাইবেল ও বেদ নামে কোনো পুস্তক আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেননি। পবিত্র কুরআনে ধর্মের পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।[৫০]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা অমুসলিমদের দুইভাগে ভাগ করেছেন। এক. আহলে কিতাব তথা আসমানী কিতাবের অনুসারী। দুই. মুশরিক বা পৌত্তলিক।

'আহলে কিতাব' বা আসমানী কিতাবের অনুসারীরা আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত। আল্লাহ তাআলা অপর আয়াতে বলেছেন–

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী, খৃস্টান ও অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক হয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ সব কিছুর সম্যক প্রত্যক্ষকারী।[৫১]

---

৪৮. সকল ধর্মের মর্মকথা সবার উর্ধ্বে মানবতা : পৃষ্ঠা-৫

৪৯. এ ইসলাম ইসলামই নয় : পৃষ্ঠা-১৩৯-১৪০

৫০. সূরা বায়্যিনাহ : আয়াত-৬

৫১. সূরা হজ্জ্ব : আয়াত-১৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা 'আহলে কিতাব'-এর তিন প্রকার উল্লেখ করেছেন। ১. ইহুদী, ২. সাবিয়ী, ৩. খৃস্টান।

আল্লাহ তাআলা অমুসলিমদের আরেকটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন, যারা কোনো ধর্মেই বিশ্বাস করে না। তাদেরকে 'প্রকৃতিবাদী বা নাস্তিক' বলা যায়।

قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ.

তারা বলে, একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি আর কালই আমাদের ধ্বংস করে। বস্তুত এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা তো মনগড়া কথা বলে।[৫২]

উপরিউক্ত তিন আয়াত মিলে আমরা ছয় প্রকার অমুসলিমের পরিচয় লাভ করতে পারি–১. ইহুদী, ২. সাবিয়ী, ৩. খৃস্টান, ৪. অগ্নিপূজক, ৫. মুশরিক বা পৌত্তলিক, ৬. প্রকৃতিবাদী বা নাস্তিক।

কুরআনে বর্ণিত আহলে কিতাবদের ধর্মগ্রন্থকে যাচাই করে দেখা যেতে পারে- তাদের ধর্মগ্রন্থ খোদাপ্রদত্ত নাকি মানব রচিত; খোদাপ্রদত্ত হলে বিকৃত নাকি অবিকৃত। আর 'বেদ' কোনোভাবেই খোদাপ্রদত্ত গ্রন্থ হতে পারে না। তাছাড়া বাইবেল ও বেদের লেখকগণ কখনো দাবী করেননি যে, তাদের লেখা গ্রন্থ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত; বরং এটা খুবই স্পষ্ট যে, বাইবেল ও বেদ মানব রচিত। যেমন– বাইবেল লেখক ইউহোন্না/যোহন লিখেছেন, "ঈসা আরও অনেক কিছু করেছিলেন। যদি সেগুলো এক এক করে লেখা হত তবে এত কিতাব হত যে, আমার মনে হয় সেগুলো এই দুনিয়াতে ধরত না।"[৫৩] এ থেকে স্পষ্ট যে, ঈসা সম্পর্কে তিনি অনেক কিছু জানেন, তার মধ্য থেকে কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন।

বাইবেল লেখক লূক লিখেছেন, "মাননীয় থিয়ফিল, আমাদের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা যারা প্রথম থেকে নিজের চোখে দেখেছেন ও আল্লাহর সুসংবাদ তবলিগ করেছেন, তারা আমাদের কাছে সব কিছু জানিয়েছেন আর তাদের কথামতই অনেকে সেই সব বিষয়গুলো পরপর লিখেছেন। সেই সব বিষয় সম্বন্ধে প্রথম থেকে ভালভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে আপনার জন্য তা একটা একটা করে লেখা আমিও ভাল মনে করলাম।"[৫৪]

"মাননীয় থিয়ফিল, ঈসাকে বেহেশতে তুলে নেবার আগে পর্যন্ত তিনি যা

---

৫২. সূরা জাসিয়া : আয়াত-২৪

৫৩. বাইবেল, নতুন নিয়ম, ইউহোন্না/যোহন ২১:২৫

৫৪. লূক ১:১-৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করেছিলেন ও শিক্ষা দিয়েছিলেন তার সমস্তই আমি আমার আগের কিতাবে (অর্থাৎ বাইবেল, নতুন নিয়ম-তৃতীয় পুস্তক 'লূক'।) লিখেছি।[৫৫]

বাইবেল লেখক পৌল লিখেছেন, "আমি পৌল নিজের হাতে এই শুভেচ্ছা [বাইবেলের অংশ] বাণী লিখছি।"[৫৬]

এখানে পৌল এবং লূক উভয়ের কথাই স্পষ্ট যে, তারা কোনো কারণে ঈসা মসীহ সম্পর্কে যা জানেন, তা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তারা স্পষ্ট বলেছেন যে, শুধু মাত্র তারাই লেখেননি অনেকেই লিখেছেন সে ধারাবাহিকাতায় তারাও লিখেছেন।

বাইবেল মানব রচিত হওয়ার আরো সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো, মুসার কথিত তাওরাতে মুসার মৃত্যু ও তার পরবর্তী ঘটনা বিদ্যমান।[৫৭] অনুরূপ ঈসার কথিত ইনজিলে ঈসার মৃত্যু ও তার পরবর্তী ঘটনা বিদ্যমান।[৫৮]

কোনো নবীর মৃত্যুর পরের কাহিনী তাঁর উপর নাযিল হওয়া কিতাবে কীভাবে থাকতে পারে?! বোঝা গেল, এগুলো তাঁদের উপর নাযিল হওয়া সেই আসমানী কিতাব নয়; তাঁদের মৃত্যুর পর কোনো ব্যক্তির লেখা জীবনীগ্রন্থ মাত্র। যার প্রমাণ আমরা তাদের প্রকাশিত 'ইঞ্জিল শরীফ'র সূচীপত্রে দেখতে পাই। সেখানে 'ইঞ্জিলে'র শুরুতেই লেখা আছে– "খোদাবন্দ্‌ ঈসা মসীহের জীবনী"।

পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইহুদী-খৃস্টানরা নিজের হাতে কিতাব লেখে, তারপর বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। অথচ এটা আদৌ আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। (সূরা বাকারা ৭৯, সূরা আল ইমরান ৭৮) পন্নী সাহেবের বক্তব্য কুরআনের সরাসরি বিপরীত।

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক-২০১৩ (অষ্টম শ্রেণি)-এর হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের ১০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "বেদ আমাদের আদি ও প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বেদ চিরন্তন ও শাশ্বত। বেদ মানে জ্ঞান। প্রাচীন ঋষিদের ধ্যানে পাওয়া পবিত্র জ্ঞান।" ষষ্ঠ শ্রেণির বইয়ে বলা হয়েছে, "বেদ ঋষিদের ধ্যানলব্ধ পবিত্র জ্ঞান। ধ্যানের মাধ্যমে ঋষিগণ সেই সত্য দর্শন করে তাকে ভাবের আবেগে প্রকাশ করেছেন। এ জন্যই বলা হয়, বেদ সৃষ্ট নয়, দৃষ্ট। বেদ কেউ সৃষ্টি করেননি, উপলব্ধি করেছেন মাত্র।[৫৯]

---

৫৫. প্রেরিত ১:১-২

৫৬. কলসীয় ৪:১৮, আরো দেখুন, ২ তীমথিয় ২:৮, কলসীয় ১:২৩-২৬, রোমীয় ১:১-৩, ১ করিন্থীয় ১৫:১-১১, গালাতীয় ১:১-২০, থিষলনীকীয় ৫:১

৫৭. দেখুন, দ্বিতীয় বিবরণ ৩১-৩৪ অধ্যায়

৫৮. মথি ২৮:২-৭, লূক ২৪:৩৬-৪৪, যোহন ২১:৪-১২

৫৯. হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ১০ পৃ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

"বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার বর্ণনা আছে। অনেকের মতে বেদ ব্রহ্মার নিশ্বাস হতে নিঃসৃত। বেদের সূত্রগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষীর মনীষায় আবির্ভূত হয়েছিল। এই সব মনীষী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নামে খ্যাত। তারা মনসনেত্রে মন্ত্রদর্শন এবং স্বরসংযোগে গান করে প্রকাশ করতেন। ঋষি পরিবারের লোকেরা তা শুনে স্মরণ করে রাখতেন বলে বেদের অপর এক নাম 'শ্রুতি'।"[৬০]

"বেদের মন্ত্রপ্রাপ্ত ঋষির সংখ্যা প্রায় ৪২ জন। তন্মধ্যে মহিলা ঋষি আছেন ৭ জন। বেদের জ্ঞান ঋষিদের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন বলে বেদকে অপৌরুষেয় বলে।"[৬১]

যাদের ধর্মপুস্তক তাদের বক্তব্য হলো, সেগুলো আল্লাহ তাআলা কর্তৃক অবতীর্ণ নয় আর পন্নী বলেছেন, সেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পুস্তক! হিন্দু ও খৃস্টানদের ঈশ্বর যদি তাদের ধর্মপুস্তক পাঠিয়েও থাকেন, তারপরও তো এগুলো কোনোভাবেই আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ নয়; কখনো হতে পারে না। বায়জীদ খান পন্নী বেদ ও বাইবেলকে আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ বলে সেগুলোর অনুসরীদেরকে তার কাছে নিতে চাচ্ছেন। অর্থাৎ সকল ধর্ম মিলে জগাখিচুরী মার্কা এক ধর্ম বানানো অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন– সম্রাট আকবরের মত তিনিও নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার আগেই তার যবনিকাপাত ঘটিয়েছেন। আমাদের উচিৎ মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার আগেই তাওবা করে আল্লাহর একমাত্র পছন্দনীয় ধর্ম মানা তাঁর একমাত্র অবিকৃত গ্রন্থ কুরআন মানা এবং মুহাম্মাদ সা. এর অনুসরণ করা।

৩. শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রমুখ কি নবী ছিল?

হেযবুত তওহীদের এমাম বায়াজীদ খান পন্নীর ধারণায় কুরআন-হাদীসের আলোকে শ্রীকৃষ্ণ নবী। পন্নী বলেছে, "আমাদের বিশ্বাস মতে, মহর্ষী মনু, রাজা রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাবীর জৈন, মহামতি বুদ্ধ এঁরা সবাই ছিলেন ভারতবর্ষে আগত আল্লাহর নবী। ... ধর্মকে পুনস্থাপন করে মানুষের কল্যাণ সাধনে জন্যই ভারতবর্ষে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণ রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, মধ্য এশিয়ায় এসেছেন এব্রাহীম (আ.), ঈসা (আ.), ইয়াহিয়া (আ.), ইয়াকুব (আ.) এমনই আরও বহু নবী-রসুল। এভাবে সকল যুগে, সকল জাতি গোষ্ঠীর কাছে তাদের মাতৃভাষায় আল্লাহ নবী-রসুল ও গ্রন্থ পাঠিয়েছেন।"[৬২]

---

৬০. পৌরাণিক অভিধান, পৃষ্ঠা ৩৬৯-৩৭০

৬১. জ্ঞান মঞ্জরী, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা

৬২. সকল ধর্মের মর্মকথা সবার উর্ধ্বে মানবতা : পৃষ্ঠা-৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

"স্রষ্টা বোলে দিয়েছেন কোন পথে চোললে, কেমন জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ কোরলে ঐ অভিষ্ট শান্তি, ইসলাম আসবে। বোলে দিয়েছেন তার নবীদের মাধ্যমে। মনুর আ., কৃষ্ণের আ., যুধিষ্ঠিরের আ., ইব্রাহীমের আ., মুসার আ., ঈসার আ. এবং আরো অনেক অনেক নবীদের মাধ্যমে এবং সর্বশেষে মোহাম্মদের সা. মাধ্যমে। কৃষ্ণ আ. যুধিষ্ঠির (ইদরীস আ:) এরা যে নবী ছিলেন তা আমার গবেষণার ফল।)"[৬৩]

কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির কোনোভাবেই নবী হতে পারে না

আমরা জানি, শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপরাণম্, পদ্মপুরাণম্ ইত্যাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের যে চরিত্র বর্ণিত হয়েছে– এমন চরিত্রে ব্যক্তি কখনো নবী হতে পারে না। যেমনঃ শ্রীশ্রীবৈষ্ণবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ঠজন্মখণ্ড, ৪৭৭-৪৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে, "কুমারী ও পরম সুন্দরী কতগুলো মেয়ে অগ্রহায়ণ মাসে খুব সকালে একসঙ্গে যমুনায় স্নান করতে যেত। একদিন তারা অন্যান্য দিনের মতই নদীতে এসে নিজেদের অঙ্গবস্ত্রগুলো খুলে তীরে রেখে আনন্দের সাথে জলক্রীড়া করতে লাগল। তখন শ্রীকষ্ণ তাদের সকলের জামাগুলো নিয়ে একটি কদমবৃক্ষে আরোহণ করলেন এবং বলেন ওহে অবলাগণ! এই যে দেখো, তোমাদের বস্তুগুলো এখানে, আমার কাছে রয়েছে, তোমরা ইচ্ছামতো এখানে এসে নিজের জামা নিয়ে যাও। তোমাদের একজন করে অথবা সকলে একসঙ্গে এসে তোমাদের কপড়গুলো নিয়ে যাও। তারা বলল, আমরা তোমার দাসী, তুমি যা বলবে আমরা তাই করবো। ধর্মতত্ত্ব তোমার চেয়ে ভালো আর কে জানে? সুতরাং হে ধর্মজ্ঞ! আমাদের কষ্ট দিও না, কাপড় দিয়ে দাও; অন্যথায় আমরা গিয়ে নন্দকে সব বলে দিতে বাধ্য হবো।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, কুমারীগণ, তোমাদের হাসিটি বড় পবিত্র। তোমরা যখন নিজেদেরকে আমার দাসী বলেই স্বীকার করছ আর আমি যা বলবো তাই করবে বলেও অঙ্গীকার করছ, তাই এখানে এসে কাপড় নিয়ে যাও। নিরুপায় হয়ে মেয়েরা দু'হাতে লজ্জাস্থান আবৃত করে জল থেকে উঠে এলো। তখন শ্রীকৃষ্ণ কাপড়গুলো নিজের কাঁধে নিয়ে প্রীতিস্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে বললেন, ... তোমরা উভয় হাত মাথায় উঠিয়ে প্রণাম কর এবং তোমাদের কাপড় নিয়ে যাও। তার কথানুযায়ী সিক্ত কম্পান্বিত ও বিবস্ত্র দেহে শুদ্ধহৃদয়া কুমারীদের প্রণাম করতে দেখে কৃষ্ণের হৃদয় করুণায় ভরে গেল, তিনি পরম সন্তুষ্টচিত্তে তাদের কাপড়গুলো ফিরিয়ে দিলেন। ..."

---

৬৩. এ ইসলাম ইসলামই নয় : পৃষ্ঠা-৩২, ১৩৯-১৪০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যুধিষ্ঠির : পরাশর ঋষি মৎসগন্ধা (সত্যবতী)র সঙ্গে ব্যভিচারের ফলে (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন) বেদব্যাসের জন্ম হয়।[৬৪] পরে সত্যবতীর বিবাহ হয় রাজা শান্তনুর সঙ্গে। তার দু'ছেলে হয়, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য। বিচিত্রবীর্য্য অম্বিকা ও অম্বালিকা দু'জন স্ত্রীকে রেখে মারা যায়। বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর মাতা সৎসগন্ধা/সত্যবতীর নির্দেশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে অজাচারে লিপ্ত হয়। ফলে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয়।[৬৫] পাণ্ডুর স্ত্রীর কুন্তি। কুন্তি ধর্মদেবের সঙ্গে অজাচারের ফল স্বরূপ যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়।[৬৬]

পরাশর ঋষির মাধ্যমে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মাধ্যমে পাণ্ডু, আর ধর্মদেবের মাধ্যমে যুধিষ্ঠির অবৈধ সন্তান। সে কিভাবে নবী হতে পারে?

একমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ এর অনুসরণ করতে হবে

পন্নী বলেছে, "আমরা যাদের অনুসারী- সেই বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, ঈসা (আ), মোহাম্মদ (দ)"[৬৭] অর্থাৎ তারা মুহাম্মাদ ﷺ এর অনুসরণের পাশাপাশি বুদ্ধ, কৃষ্ণ ও অন্যান্যদের অনুসরণ করে। কুরআনুল কারীমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়েছেন, মুহাম্মাদ ﷺ ছাড়া বা তাঁর সাথে অন্য কারো অনুসরণ করলে সে কোনোভাবে নাজাত পাবে না। ইরশাদ হচ্ছে–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

(হে নবী) বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। বলে দিন, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। তারপরও যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না।[৬৮]

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা ও তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা পেতে হলে একমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ এর অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে।

সূরা আনফাল ১ আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

৬৪. মহাভারত, আদিপর্ব্ব, পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়, ১৩০ পৃষ্ঠা
৬৫. মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ষড়ধিকশততম অধ্যায়, ১৩২-১৩৩ পৃষ্ঠা
৬৬. মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়, ১৪৭ পৃষ্ঠা
৬৭. সকল ধর্মের মর্মকথা সবার উর্ধ্বে মানবতা, পৃষ্ঠা ৬
৬৮. সূরা আল ইমরান : আয়াত-৩১-৩২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুমিন হও।" এছাড়াও সুরা বাকারা ১৪৩, সূরা আল ইমরান ৫৩, ৬৮, ১৩২, সূরা নিসা ৫৯, ৮০, সূরা মায়িদা ৯২, সূরা আনফাল ১, ২০, ৪৬, ৬৪, সূরা আরাফ ১৫৭, ১৫৮, সূরা তাওবাহ ১১৭, সূরা ইউসুফ ১০৮, সূরা ইবরাহিম ৪৪, সূরা নূর ৫৪, ৫৬, সূরা আহযাব ২১, সূরা হাদীদ ৫৭, সূরা মুহাম্মাদ ৩৩, সূরা মুজাদালাহ ১৩, সূরা হাশর ৭, সূরা মুমতাহিনা ৬, সূরা তাগাবুন ১২, ১৬ আয়াতে মুহাম্মাদ সা.-এর অনুসরণ করা কথা বলা হয়েছে। পন্নী কুরআনের এতগুলো আয়াতের বিপরীতে বলছে, "আমরা বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, ঈসা আ. এর অনুসারী।". আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর।"[৬৯]

সূরা নিসা ৬৫ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থ: না, (হে নবী) আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক মানে, তারপর আপনি যে রায় দিবেন, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ না করে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেয়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُلُّ أُمَّتي يَدْخُلُونَ الجنَّةَ إلا مَنْ أَبَى قَالُوا: يَا رَسولُ الله! وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَني دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.
صحيح البخاري، كتابُ الاعْتِصَام بالكتابِ والسُّنَّةِ، باب الاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ الله

আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে সে ব্যতিত। তারা বলল, কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সেই অস্বীকার করবে।[৭০]

বুদ্ধ, কৃষ্ণ তো অনেক অনেক দূরের কথা, যদি মুসা আ. জীবিত থাকতেন আর মানুষেরা মুসার অনুসরণ করত; তবে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যেত। মহানবী ﷺ বলেছেন–

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسَى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِيْ

---

৬৯. -সূরা বাকারা : আয়াত-২০৮

৭০. বুখারী : হাদীস-৭২৮০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

لَاتَّبَعَنِي. سنن الدارمي، باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقول غيره عند قوله صلى الله عليه وسلم. مُصنف ابن أبي شيبة كِتاب الْفَضَائِلِ ما جاء فِي أسامة وأبِيهِ.

'যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, তাঁর কসম, যদি আজ মুসা তোমাদের নিকট থাকতেন। আর তোমরা তার অনুসরণ করতে এবং আমাকে পরিত্যাগ করতে, তাহলে অবশ্যই তোমরা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হতে। যদি মুসা বেঁচে থাকতেন ও আমার নবুয়াতকাল পেতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি আমার অনুসরণ করতেন।[৭১]

৪. দাজ্জাল সম্পর্কে বিভ্রান্তি

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের যে পরিচয় ও কর্ম বর্ণনা করেছেন, তার কয়েকটি নিম্নরূপ–

(১) দাজ্জাল মানুষ হবে, তার দু'চোখের মধ্যস্থলে 'কাফ, ফা, র' 'ك ف ر' (কাফির) লেখা থাকবে, মুমিনগণ তা দেখে চিনে ফেলবেন। (২) দাজ্জাল কানা হবে।[৭২] তার ডান চক্ষু অন্ধ হবে। সেটা দেখতে ফুলে ওঠা আঙ্গুরের মতো।[৭৩] (৩) দাজ্জাল কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট যুবক, তার চোখ ওপরে উঠানো থাকবে। (৪) সে বের হবে শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে। (৫) সে ডানে ও বামে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। (৬) চল্লিশ দিন পৃথিবীতে থাকবে। প্রথমদিন এক বছর সমান, পরের একদিন এক মাসের সমান, পরের একদিন এক সপ্তাহের সমান ও অন্যান্য দিনগুলো সাধারণ দিনের ন্যায়। (৭) মেঘের মত দ্রুত গতিতে চলবে। (৮) সে আসমানকে নির্দেশ করবে আসমান বৃষ্টিপাত করবে, যমীনকে নির্দেশ করবে যমীন শস্য জন্মাবে। (৯) তার কাছে রিযিকের ভাণ্ডার থাকবে। (১০) মাটির নিচের সম্পদ বের করবে এবং সে সম্পদ তার অনুসরণ করবে। (১১) সে পূর্ণ এক যুবককে ডাকবে ও তলোয়ারের আঘাতে দু'টুকরো করে টিলার দূরত্ব পরিমাণ দুই ধারে নিক্ষেপ করবে, অতঃপর তাকে ডাকবে, সে এগিয়ে আসবে এবং হাসিতে তার চেহারা উজ্জ্বল থাকবে। (১২) ঈসা আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবেন।[৭৪] (১৩) দাজ্জালে সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের মত কিছু থাকবে। যাকে সে জান্নাত বলবে, বাস্তবে সেটাই জাহান্নাম হবে।[৭৫] (১৪) দাজ্জাল নিঃসন্তান হবে, তার কোনো সন্তান থাকবে না। (১৫) দাজ্জাল মক্কা-মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।[৭৬]

---

৭১. দারেমী : ৪৪৯, মিশকাত : ১৯৪, কানযুল উম্মাল : ৩২৯৭৩, মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ : ৩২৯৭৩

৭২. মুসলিম : ২৯৩৪. صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه. صحيح البخاري، كتاب الحج، باب التلبية إذا انحدر في الوادي

৭৩. মুসলিম ১৩৯ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح ابن مريم، والمسيح الدجال

৭৪. মুসলিম ২৯৩৩-২৯৩৭ صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه

৭৫. বুখারী : ১৪২৪ صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى {إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل}

৭৬. মুসলিম ২৯২৭ صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার দুআ

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ- صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر

হে আল্লাহ! আমি আপনার সমীপে পানাহ চাচ্ছি কবরের শাস্তি থেকে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে, জীবন ও মরণের ফেতনা থেকে এবং দাজ্জালের ফেতনা থেকে।[৭৭]

বায়াজীদ খান পন্নীর অপব্যাখ্যা

উপরিউক্ত হাদীসগুলোতে দাজ্জালের আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণিত হয়েছে। পন্নী বলেছে, দাজ্জাল শরীরী বা বস্তুগত কোনো দানব নয়। "সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে দাজ্জাল কোন শরীরী বা বস্তুগত দানব নয়, এটি একটি বিরাট শক্তির রূপক বর্ণনা; সেই সাথে এ কথাতেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে ঐ বিরাট শক্তিটিই হোচ্ছে বর্ত্তমান দুনিয়ার ইহুদী খ্রীস্টান বস্তুবাদী যান্ত্রিক সভ্যতা।"[৭৮]

'দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা!' নামে গ্রন্থে বায়াজীদ খান পন্নী প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হাদীসে বর্ণিত দাজ্জাল ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা। ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতাকেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল বলেছেন। "মহাশক্তিধর পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতাই হোচ্ছে আল্লাহর রসুল বর্ণিত সেই নির্দিষ্ট দাজ্জাল।"[৭৯]

"পাশ্চাত্য বস্তুবাদী ইহুদি খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই হচ্ছে বিশ্বনবী বর্ণিত সেই দাজ্জাল, যে দানব ৪৭৫ বছর আগেই জন্ম নিয়ে তার শৈশব, কৈশোর পার হয়ে বর্তমানে যৌবনে উপনীত হয়েছে এবং দোর্দণ্ড প্রতাপে সারা পৃথিবীকে পদদলিত করে চলছে; আজ মুসলিমসহ সমস্ত পৃথিবী অর্থাৎ মানবজাতি তাকে প্রভু বলে মেনে নিয়ে তার পায়ে সাজদায় পোড়ে আছে।"[৮০]

হাদীসের ভাষায় দাজ্জাল শারীরিক প্রাণী

পন্নীর মতে দাজ্জাল মানব বা দানব নয়। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী দাজ্জাল মানুষ। এ বিষয়ে কিছু হাদীস আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আরো কয়েকটি হাদীস দেখুন–

ইবনু উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন–

وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً أَحْمَرَ جَعْدَ الرَّأْسِ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنٍ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ.

---

৭৭. বুখারী : হাদীস-৬৬০

৭৮. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা! পৃষ্ঠা ৬০

৭৯. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা! পৃষ্ঠা ৭

৮০. মহাসত্যের আহ্বান, পৃষ্ঠা ১৭-১৮, দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা! ৫, ২৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমি এমন ব্যক্তিকেও দেখেছি, যে রক্তবর্ণের, স্থূলদেহী, মাথার চুল কোঁকড়ানো, ডান চোখ কানা, আকৃতিতে আমার দেখা ইবনু কাতানের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। আমি জানতে চাইলাম, এ লোকটি কে? তারা বললেন, এ হলো 'দাজ্জাল'।[৮১]

দাজ্জাল মানুষ হবে, তার দু'চোখের মধ্যস্থলে 'কাফির' লেখা থাকবে, মুমিনগণ তা দেখে চিনে ফেলবেন। মুসলিমের বর্ণনাটি নিম্নরূপ–

الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ. ثُمَّ تَهَجَّاهَا يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ.

আনাস ইবনু মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দাজ্জালের চোখ ফোলা হবে। তার উভয় চোখের মধ্যস্থলে কাফির লেখা থাকবে। অতঃপর তিনি অক্ষরগুলো উচ্চারণ করে বললেন, প্রত্যেক মুসলিমই এ লেখা পাঠ করতে পারবে।[৮২]

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসের কিয়দাংশ নিম্নরূপ;

রাসূল ﷺ বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হয় তবে আমি নিজেই তাকে প্রতিহত করব। আর যদি আমার অনুপস্থিতিতে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হয়, তবে প্রত্যেক মুমিন নিজের পক্ষ থেকে তাকে প্রতিহত করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আল্লাহ তাআলাই হলেন আমার পক্ষ থেকে তত্ত্বধানকারী। **দাজ্জাল যুবক এবং ঘন চুল বিশিষ্ট হবে** (إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ), চোখ আঙ্গুরের ন্যায় হবে। সে আবদুল উযযা ইবনু কাতানের মত।[৮৩]

মহানবী ﷺ এর অন্যতম সাহাবী হযরত তামীম দারী রাযি. দাজ্জালকে দেখেছেন এবং পরে প্রিয় নবীর কাছে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনাটি এরূপ; সামুদ্রিক ঝড়ের কারণে আমরা একটি দ্বীপে যাই। দ্বীপে নেমে দীর্ঘাকৃতির এক লোককে দেখতে পেলাম। ইতোপূর্বে এমন আমরা আর কখনো দেখিনি। লোহাড় শিকলে বাঁধা অবস্থায় দু'হাটুর মধ্য দিয়ে তার উভয় হাত ঘাড়ের সাথে মিলানো। আমরা তাকে বললাম, তোর সর্বনাশ হোক, তুই কে? সে বলল, তোমরা আমার সন্ধান কিছু না কিছু পেয়েই গেছ। ... আমি দাজ্জাল। অতি সত্তরই আমি বাহিরে যাওয়ার অনুমতি পাব। বাহিরে যেয়ে আমি সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ প্রদক্ষিণ করব। চল্লিশ দিনের ভিতর এমন কোনো জনপদ থাকবে না, যেখানে আমি প্রবেশ না করব। তবে মক্কা ও তয়্যিবায় আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। যখন আমি

---

৮১. বুখারী (কিতাবুল ফিতান) : হাদীস-৬৭০৯, মুসলিম (কিতাবুল ঈমান) : হাদীস-৩১৬, ৩২৪

৮২. মুসলিম ২৯৩৪ صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب التلبية إذا انحدر في الوادي

৮৩. মুসলিম : হাদীস-২৯৩৭ صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এ দু'টির কোনো স্থানে প্রবেশের ইচ্ছা করব, তখন এক ফিরিশতা উন্মুক্ত তরবারি হাতে সম্মুখে এসে আমাকে বাধা দিবে। এই দু'টি স্থানের সকল রাস্তায় ফিরিশতাদের পাহারা থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূল সা. তাঁর ছড়ি দ্বারা মিম্বারে আঘাত করে বললেন, এ হচ্ছে তয়্যিবাহ, এ হচ্ছে তয়্যিবাহ, এ হচ্ছে তয়্যিবাহ। অর্থাৎ মদীনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, তামীম দারীর কথাগুলো আমার খুবই ভালো লেগেছে।[৮৪]

আল্লাহর নবী ও তাঁর বিশিষ্ট সাহাবী দাজ্জালকে দেখেছেন। দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণিত শত শত হাদীস রয়েছে। যে কারণে বিষয়টি ইসলামী পরিভাষায় 'মুতাওয়াতির'। কোনো বিষয়ে যখন এই পরিমাণ সহীহ দলীল পাওয়া যায়, যার ফলে বিষয়টি সুনিশ্চিত ও অকাট্যভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়, এই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়াকে বলা হয়: মুতাওয়াতির। এ ধরণের অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করা নিঃসন্দেহে কুফর ও ইলহাদ। সুতরাং দাজ্জালকে শারীরিক প্রাণী না মানার পরিণতি কতটা ভয়ানক ও ঈমানবিধ্বংসী তা সহজেই বোঝা যায়।

৫. প্রকৃত ইসলামে বর্তমানে কেউ নেই

পন্নীর বক্তব্য : "মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক ৬০/৭০ বছর যখন উম্মতে মোহাম্মদীর জাতি হিসাবে মৃত্যু হোলো তখন কি রইলো?"[৮৫]

"পৃথিবীর কর্তৃত্ব গত কয়েক শতাব্দী ধরেই ইহুদি-খ্রিষ্টানদের হাতে আছে। কর্তৃত্বের কথা দূরে থাক, এ জাতি আজ ফুটবলের মতো অন্যান্য সব জাতির লাথি খাচ্ছে। তাহলে এ জাতি মো'মেন বা ঈমানদার হলে আল্লাহ মিথ্যা ওয়াদা করেছেন (নাউযুবিল্লাহ), আর আল্লাহ যদি মিথ্যা না বলে থাকেন তবে এই জাতি তার সমস্ত নামাজ, যাকাত, হজ্ব রোযা সব সুদ্ধ বেঈমান অর্থাৎ কাফের, মোশরেক।"[৮৬]

"১৩০০ বছর ধরে বহুভাবে বিকৃত হওয়া ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মগুলোও মানুষকে কেবল সুখস্বপ্নে বিভোর করে প্রতারিতই করে এবং করবে। সেগুলো আর মানুষের ধর্ম নয়, কল্যাণের ধর্ম নয়, সেগুলো পুরোহিত-আলেম, পীর, রাজনীতিক স্বার্থান্বেষী, ডানপন্থী, রক্ষণশীল আর উগ্রপন্থী জঙ্গিদের ধর্ম।"[৮৭]

"ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা কোনো স্কুলেও নাই, মাদ্রাসায়ও নাই, আছে একমাত্র হেযবুত তওহীদের কাছে।"[৮৮]

---

৮৪. মুসলিম : হাদীস-৭৫৭৩ (مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قصة الجساسة)
৮৫. এ ইসলাম ইসলামই নয় : পৃষ্ঠা-১২৪
৮৬. মহাসত্যের আহ্বান : পৃষ্ঠা-১৫
৮৭. চলমান সংকট নিরসনে আদর্শিক লড়াই : পৃষ্ঠা-৫
৮৮. চলমান সংকট নিরসনে আদর্শিক লড়াই, পৃষ্ঠা ১৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পন্নীর মতে বর্তমান পৃথিবীর দেড় শতাধিক মুসলিমের মধ্যে বিদ্যমান সকল নামাযী, রোযাদার, হাজী, পরহেজগার, উলামায়ে কেরাম এবং ওলীআল্লাহ-বুযুর্গদের কেউই প্রকৃত ইসলামের উপর নেই! সবাই পথভ্রষ্ট-গোমরাহ হয়ে গেছে! (নাউযুবিল্লাহ!) অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

«لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس». صحيح مسلم كتاب الإمارة. باب قوله صلى الله عليه وسلم - «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» وصحيح البخاري كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق). وهم أهل العلم

আমার উম্মাতের একদল লোক সর্বদাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে বা বিরোধিতা করে কেউ তাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। এমন কি এভাবে আল্লাহর আদেশ (অর্থাৎ কিয়ামত) এসে পড়বে আর তারা যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকবে।[৮৯]

ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন, "নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) -এর বাণী 'আমার উম্মাতের মধ্যে একদল সর্বদাই হকের উপর বিজয়ী থাকবে'-বলে যাদের বুঝানো হয়েছে, তাঁরা হলেন উলামায়ে কেরাম।"

"উম্মতে মোহাম্মাদীর সকল সদস্য কখনোই গোমরাহ হয়ে যাবে না, দীনে হকের উপর কমপক্ষে একদল লোক সর্বদাই অটল-অবিচল থাকবে"-এই মর্মে চারজন খোলাফায়ে রাশেদীনসহ চল্লিশের বেশি সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত শতাধিক হাদীস রয়েছে। এই বিরাট সংখ্যক হাদীসে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত একদল মানুষ হকের উপর থাকবে, সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে না, সেখানে পন্নী বলছে, সবাই গোমরাহ, পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। যারা 'সবাই খারাপ, শুধুমাত্র আমরা ভালো' বলে, তাদের সম্পর্কেও মহানবী ﷺ আমাদের নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

"إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم" قال أبو إسحاق: لا أدري، أهلكهم بالنصب، أو أهلكهم بالرفع. صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن قول هلك الناس

"যদি কোনো লোক বলে 'মানুষ বরবাদ হয়ে গেছে' তাহলে সে সব মানুষের চেয়ে বেশি বরবাদ, বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত।" (হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী আবু ইসহাক রহ. বলেন, আমি জানি না যে, তিনি 'সে-ই তাদের বরবাদ করেছে-বলেছেন, 'না সে তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত' একথা বলেছেন।[৯০]

---

৮৯. মুসলিম ১০৩৭, বুখারী ২৭১০
৯০. মুসলিম ২৬২৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৬. হেযবুত তওহীদ নতুন ধর্ম

(১) ঐক্যবদ্ধ হও। (২) (নেতার আদেশ) শোন। (৩) (নেতার ঐ আদেশ) পালন করো। (৪) হেজরত করো। (৫) (এই দীনুল হক কে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করো।[৯১]

পন্নী নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে পাঁচটি কর্মসূচীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে।

কর্মসূচী	অর্থ
(ক) আল্লাহ ও রসুলের ওপর ঈমান- (তওহীদ)	(ক) ঐক্য
(খ) সালাত (নামাজ)	(খ) (নেতার আদেশ)- শোনা
(গ) যাকাত	(গ) (ঐ আদেশ)- পালন করা
(ঘ) হজ্ব	(ঘ) হেজরত করা
(ঙ) সওম (রোজা)	(ঙ) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা

বিস্তারিত, এসলামের প্রকৃত রূপরেখা, পৃষ্ঠা ৪৬-৬৫, ৬১-৬২, আরো দেখুন, এসলাম শুধু নাম থাকবে, পৃষ্ঠা ২৫, জঙ্গিবাদ সঙ্কট সমাধানের উপায়, পৃষ্ঠা ৬৪, এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব, পৃষ্ঠা ১৮-১৯

বায়াজীদ খান পন্নীর এসলাম হলো: ঐক্য (ঈমান), নেতার আদেশ শোনার প্রশিক্ষণ (নামায), নেতার আদেশ মানা (যাকাত), হিজরত (হজ্ব), জিহাদ সশস্ত্র সংগ্রাম (সওম)। অর্থাৎ পন্নীর এসলাম এবং আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কয়েকটি লক্ষ করুন:

পার্থক্য-১ : পন্নীর এসলামে ঈমান মানে ঐক্য। আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামে ঈমান মানে ঐক্য নয়; إِيْمَان (ঈমান)-এর শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করা, সত্যায়ন করা ইত্যাদি। পরিভাষায়: নবীজী ﷺ দীনের অত্যাবশ্যকীয় বিস্তারিত এবং সংক্ষিপ্ত যে বিধানাবলী নিয়ে এসেছেন সেগুলোসহ চূড়ান্তভাবে তাকে সত্যায়ন করাকেই ঈমান বলে।[৯২]

ঈমান সম্পর্কে মহানবীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ঈমান হলো, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত নবীগণ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখবে এবং তুমি তাকদীর ও তার ভালো ও মন্দের প্রতিও ঈমান রাখবে।[৯৩]

---

৯১. এসলামের প্রকৃত রূপরেখা, পৃষ্ঠা ৬১-৬২, আরো দেখুন, এসলাম শুধু নাম থাকবে, পৃষ্ঠা ২৫, জঙ্গিবাদ সঙ্কট সমাধানের উপায়, পৃষ্ঠা ৬৪, এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব : পৃষ্ঠা-১৮-১৯

৯২. বুখারী ৯, মুসলিম ৩৫

৯৩. বুখারী ৫০, মুসলিম ৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পার্থক্য-২: পন্নীর এসলামে নামায মানে ট্রেনিং। আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামে নামায মানে প্রশিক্ষণ নয়; নামায হলো, নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করা হয় এমন একটি ইবাদত।

পার্থক্য-৩ : পন্নীর এসলামে যাকাত মানে নেতার আদেশ মানা। আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামে নেতার আদেশ মানাকে যাকাত বলা হয় না। যাকাত হলো, আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পন্থায় সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে আদায় করা আল্লাহর একটি ইবাদত।

পার্থক্য-৪ : হেযবুত তওহীদ ধর্মের স্রষ্টা/আল্লাহ যা করতে পারেন এ ধর্মের অনুসারী/মানুষও তাই করতে পারে।[৯৪]

ইসলাম ধর্মে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি, **তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।**"[৯৫] তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা এবং সবকিছুর কর্মবিধায়ক।[৯৬] আর মানুষ হলো তাঁর একটি দুর্বল সৃষ্টিমাত্র।[৯৭]

পার্থক্য-৫ : হেযবুত তওহীদ ধর্মে সালাত/নামায, রোযা ইত্যাদি হাজারো কাজ সব আনুষঙ্গিক, গৌণ। জনাব পন্নী বলছেন: "দীনের আর বাকি যেটুকু আছে, **নামায, রোযা ইত্যাদি হাজারো কাজ, সব আনুষঙ্গিক, গৌণ।**"[৯৮]

পক্ষান্তরে আল্লাহর প্রদত্ত ধর্মে নামায-রোজা হচ্ছে এই ধর্মের ভিত্তি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত: এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই, সালাত কায়িম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের সাওম পালন করা ও বাইতুল্লাহ্‌র হজ্জ করা।"[৯৯]

পার্থক্য-৬ : হেযবুত তওহীদ ধর্মে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা অনাবশ্যক। "প্রথম হলো পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত কোরে শান্তি প্রতিষ্ঠা কোরে, তারপর আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা। প্রথমটা ফরজ, দ্বিতীয়টা নফল।"[১০০]

পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা আবশ্যক। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "তোমরা যথারীতি আমল করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ কর।"[১০১]

---

৯৪. তাকওয়া ও হেদায়াহ, পৃষ্ঠা ২, দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা! পৃষ্ঠা ১০, এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃষ্ঠা ১৮
৯৫. সূরা ইখলাস
৯৬. সূরা যুমার : ৬২
৯৭. সূরা নিসা : ২৮
৯৮. এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃষ্ঠা ২১
৯৯. মুসলিম হাদীস-১২৩, বুখারী : হাদীস-৪২৪৩
১০০. এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃষ্ঠা ১১০
১০১. বুখারী : হাদীস-৬০৯৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পার্থক্য-৭ : হেযবুত তওহীদ ধর্মে বেদ-বাইবেল আসমানী কিতাব।[১০২] ইসলাম ধর্মে বাইবেল কোনো আসমানী কিতাব নয়; মানব রচিত গ্রন্থ। বেদকে খোদ তার অনুসারীরাই আসমানী কিতাব বলে দাবী করে না।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

আর তাদের (ইহুদী-নাসারা) মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তারা কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয় এবং বলে যে, এসব কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে এসব আল্লাহর কথা অথচ এসব আল্লাহর কথা নয়। আর তারা জেনে শুনেই আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে।[১০৩]

পার্থক্য-৮ : হেযবুত তওহীদ ধর্মে ফিরিশতা, দেবদেবী ও প্রকৃতি একই জিনিস। "মানুষকে বিজ্ঞান শেখাবার পর তিনি [আল্লাহ] তার মালায়েকদের ডেকে সব জিনিষের নাম জিজ্ঞাসা কোরলেন- তারা বোলতে পারলেন না। কারণ আগেই বোলেছি, মালায়েকরা প্রাকৃতিক শক্তিমাত্র।"[১০৪]

কিন্তু ইসলামধর্মে ফিরিশতা আল্লাহর মাখলুক। তারা কখনো আল্লাহর নাফরমানী করে না, আল্লাহ তাআলা যা বলেন শুধু তাই করে।[১০৫] প্রকৃতি (চাঁদ, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র) আল্লাহর সৃষ্টি।[১০৬] আর কিছু মানুষ দেবদেবীর নাম রেখেছে এবং আকৃতি মানুষের সৃষ্টি জড়বস্তু।[১০৭]

পার্থক্য-৯ : হেযবুত তওহীদ ধর্মে জান্নাত লাভের জন্য আমল শর্ত নয়। "বিশ্বনবী এ কথাটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দার চুক্তি এই যে, বান্দা তাঁর পক্ষ থেকে যদি এই শর্ত পালন করে যে, সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইলাহ অর্থাৎ বিধাতা বলে স্বীকার করবে না- তবে আল্লাহও

১০২. এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪০, সকল ধর্মের মর্মকথা সবার উর্ধ্বে মানবতা : পৃষ্ঠা-৫
১০৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৭৮
১০৪. এ ইসলাম ইসলামই নয় : পৃষ্ঠা-১৬, ১৯
১০৫. সূরা তাহরীম : আয়াত-৬
১০৬. সূরা ফুরকান : আয়াত-৫৯, আলিফ লাম মীম সিজদাহ : আয়াত-৪
১০৭. সূরা আরাফ ১৯৪, সূরা ইউসুফ ৪০, সূরা আনকাবুত ১৭, সূরা ফুরক্বান ৩, সূরা হজ্জ্ব : আয়াত-৭৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাঁর পক্ষ থেকে এই শর্ত পালন করবেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এখানে অন্য কোনো কাজের শর্ত নেই। এই একটি কাজের শর্ত পালন করলে আর কোনো গোনাহই তাকে জান্নাত থেকে ফেরাতে পারবে না; এমনকি চুরির মত কবিরা গোনাহও না।[১০৮]

ইসলামে ঈমানের পরিপূরক হলো আমল। আল্লাহকে বিশ্বাস করার দাবীই হলো, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলা এবং তাঁর নাফরমানী না করা। যে ব্যক্তি এই দাবী পূরণ করল না, কুরআন ও হাদীসের শত শত দলীলের আলোকে এই অবাধ্যতার দায়ে সে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য। এত সুস্পষ্ট বিষয়েও যে বা যারা ভিন্নমত পোষণ করে, তাদের চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাস দীন-ঈমানের জন্যে কতটুকু ক্ষতিকর তা বুঝতে বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের সুস্থতাই যথেষ্ট বৈ কী!

পার্থক্য-১০ : পন্নী সাহেবের বক্তব্য পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি নিজেকে 'সংস্কারক' দাবী করার ছদ্মাবরণে প্রকারান্তরে নবী হওয়ারই দাবী করতে চান। তার বক্তব্য দেখুন: "হেযবুত তওহীদ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ স্বয়ং, তিনিই একে গত ১৯ বছর ধরে পরিচালনা করে আসছেন। এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠার জন্য **আল্লাহ মানবজাতির মধ্য থেকে মাননীয় এমামুযযামানকে এ যুগের নেতা হিসাবে মনোনীত করেছেন।**"[১০৯]

"হেযবুত তওহীদের জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটে ২০০৮ সনের ২ ফেব্রুয়ারি। এ দিন আল্লাহ হেযবুত তওহীদকে সত্যায়ন করার জন্য ১৪০০০ বছর পরে আবার মো'জেজা সংঘটন করেন।"[১১০]

"হেযবুত তওহীদ আল্লাহর মনোনীত দল, হেযবুত তাওহীদের এমাম মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী আল্লাহর মনোনীত এমাম। **আমরা এমামুযযামানের অনুসারী।**"[১১১]

পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা আল্লাহ তাআলা আর তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা (মুসলিম) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী।

---

১০৮. মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর আকীদা : পৃষ্ঠা-৭
১০৯. চলমান সংকট নিরসনে আদর্শিক লড়াই : পৃষ্ঠা-১৫
১১০. জঙ্গিবাদ সঙ্কট সমাধানের উপায় : পৃষ্ঠা-৬৪
১১১. সকল ধর্মের মর্মকথা সবার ঊর্ধ্বে মানবতা : পৃষ্ঠা-১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিষয়টি সহজে বুঝার জন্য আমরা নিচের ছকটি লক্ষ করি;

পন্নীর এসলাম	আল্লাহ্ প্রদত্ত ইসলাম
১. ঈমান : ঐক্য	ঈমানঃ বিশ্বাস।
২. সালাত : নেতার আদেশ শোনার ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ	সালাতঃ নির্দিষ্ট ইবাদত।
৩. যাকাত : নেতার আদেশ পালন করা	যাকাত : সম্পদের নির্দিষ্ট পরিমান আল্লাহর রাহে দান করা।
৪. হজ্ব : হেজরত করা	হজ্ব : বায়তুল্লাহ যিয়ারত ও অন্যান্য আমলের সামষ্টিক একটি ইবাদত।
৫. সওম : আল্লাহর রাস্তায় ৬. জেহাদ করা	সওম : নির্দিষ্ট সময় খাবার, পানীয় ও খাহেশাত থেকে বিরত থাকা।
৭. নামায, রোযা ইত্যাদি হাজারো কাজ, সব আনুষঙ্গিক, গৌণ।	আল্লাহর প্রদত্ত ধর্মে নামায রোজা ধর্মের ভিত্তি।
৮. বাইবেল, বেদ ঐশী গ্রন্থ।	মানবরচিত গ্রন্থ।
৯. হেযবুত তওহীদ ধর্মে ফিরিশতা, দেবদেবী ও প্রকৃতি একই জিনিস।	ফিরিশতা আল্লাহর মাখলুক। প্রকৃতি (চাঁদ, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র) কিছু মানুষ দেবদেবীর নাম রেখেছে এবং আকৃতি মানুষের সৃষ্টি জড়বস্তু।
১০. বায়াজীদ খান পন্নী আল্লাহর মনোনীত এমাম। আমরা এমামুযযামানের অনুসারী।	আল্লাহ তাআলার তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ। আমরা (মুসলিমরা) মুহাম্মাদ ﷺ এর অনুসারী।

৭. নবী হওয়ার ভ্রান্ত দাবী

“হেযবুত তওহীদ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ স্বয়ং, তিনিই একে গত ১৯ বছর ধরে পরিচলনা করে আসছে। এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠার জন্য **আল্লাহ মানবজাতির মধ্য থেকে মাননীয় এমামুযযামানকে এ যুগের নেতা হিসাবে মনোনীত করেছেন**। তার মহাপ্রয়াণের পর আন্দোলনের এমাম হিসাবে দায়িত্বপালন করে আসছে নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থানাস্থ পোরকরা গ্রামের নুরুল হকের জ্যেষ্ঠ সন্তান, যামানার এমামের আদর্শের উত্তরাধিকার হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম।[১১২]

‘আল্লাহর মো’জেজা; হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা’ নামে তাদের একটি

১১২. চলমান সংকট নিরসনে আদর্শিক লড়াই, পৃষ্ঠা ১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বই আছে। সে বইয়ে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা হেযবুত তওহীদের এমামের দ্বারা মুযিজা প্রকাশ করেছেন। একই ঘটনায় আটটি মুযিজা প্রকাশ হয়েছে। মুজিযাগুলোর মধ্যে রয়েছে; বাচ্চারা চুপ থাকা, লাউড স্পিকারের শব্দ ভালো শোনা যাওয়া, বাহিরের কোনো শব্দ শোনা না যাওয়া, বাতাস বন্ধ হয়ে যাওয়া, কারোর মোবাইলে কোনো ফোন না আসা ইত্যাদি। বিস্তারিত জানতে পড়ুন, 'আল্লাহর মো'জেজা হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা' ৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা ৩য় মুদ্রণ মে ২০১২ ঈসায়ী।

"হেযবুত তওহীদের জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটে ২০০৮ সনের ২ ফেব্রুয়ারি। এ দিন আল্লাহ হেযবুত তওহীদকে সত্যায়ন করার জন্য ১৪০০ বছর পরে আবার মো'জেজা সংঘটন করেন।"[১১৩]

আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মনোনীত ও মুজিযা প্রাপ্ত বলে দাবী করা আর নবুয়তের দাবী করার মাঝে কোনো তফাত নেই। এভাবেই শব্দের মারপ্যাঁচে তারা পন্নীকে নবী দাবী করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। অথচ আমরা সবাই জানি, নবী-রাসূলগণ আল্লাহ তাআলার মনোনীত। শুধুমাত্র নবীগণের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলার মুজিযা প্রদর্শন করে থাকেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী তার পরে আর কোনো নবী আসবেন না। সূরা আহযাব ৪০ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, মুহাম্মাদ ﷺ সর্বশেষ নবী। প্রচুরসংখ্যক হাদীসে এসেছে, মহানবী ﷺ বলেছেন- "আমিই সর্বশেষ নবী আমার পরে আর কোনো নবী নেই।"[১১৪]

আয়াত ও মুজিযা

সকল নবী-রাসূল আয়াত বা মুজিযা প্রাপ্ত ছিলেন। মুজিযা (المعجزة) শব্দটি আরবী 'ইজায' (إعجاز) শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থ 'অক্ষম করা'। মুজিযা অর্থ: 'মানুষ যা করতে অক্ষম এমন কোনো অলৌকিক কাজ বা নিদর্শন"। নবীগণ তাঁদের নবুওয়াতের দাবি প্রমাণ করতে যে সকল অলৌকিক কর্ম বা নিদর্শন প্রদর্শন করতেন সেগুলোকে মুজিযা বলা হয়।[১১৫]

মুজিযা শব্দটি কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত হয়নি। কুরআন ও হাদীসে মুজিযা বুঝাতে 'আয়াত' (الآية) অর্থাৎ 'চিহ্ন' বলা হয়েছে। 'মুজিযা' বুঝাতে ইমাম আবু হানীফা 'আয়াত' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন-

---

১১৩. জঙ্গিবাদ সঙ্কট সমাধানের উপায়, পৃষ্ঠা ৬৪

১১৪. বিস্তারিত দেখুন, বুখারী ৩৫৩৫, মুসলিম ২২৮৬, ৬১০১, ৩২৬৭, আবু দাউদ : হাদীস-৪২৫২, ৪৩২১, আহমদ ১৭১৬৩, তারগীব ১১৭৫, নাসায়ী ৬৯৪, ইবনে মাজাহ ৯০৬, ৪০৭৭, মিশকাত ৬০৪৪।

১১৫ মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৩০; জুরজানী, আত-তা'রীফাত, পৃ. ২৮২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

والآيات ثابتة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والكرامات للأولياء حق. وأما التي تكون لأعدائه مثل إبليس وفرعون والدجال مِمَّا رُوِيَ في الأخبار أنه كان ويكون لهم لا نسميها آيات ولا كرامات، ولكن نسميها قضاء حاجات لهم، وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجا لهم وعقوبة لهم فيغترون به ويزدادون طغيانا وكفراً، وذلك كله جائز وممكن.

নবীগণের জন্য 'আয়াত' প্রমাণিত। এবং ওলীগণের কারামত সত্য। আর ইবলীস, ফিরাউন, দাজ্জাল ও তাদের মত আল্লাহর দুশমনদের দ্বারা যে সকল অলৌকিক কর্ম সাধিত হয়, যে সকল অলৌকিক কর্মের বিষয়ে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের দ্বারা তা সংঘটিত হয়েছিল বা হবে, সেগুলোকে আমরা আয়াত বা কারামত বলি না, বরং এগুলোকে আমরা তাদের 'কাযায়ে হাজাত' বা প্রয়োজন মেটানো বলি। কারণ আল্লাহ তাঁর দুশমনদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন 'ইসতিদরাজ' হিসেবে তাদেরকে ক্রমান্বয়ে গোমরাহীর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাদের শাস্তি হিসেবে। এতে তারা ধোঁকাগ্রস্ত হয় এবং আরো বেশি অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসে নিপতিত হয়। এগুলো সবই সম্ভব।"[১১৬]

মুমিনগণ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর নবী-রাসূলগণ আল্লাহর ওহী ও মুজিযা লাভ করেছেন। আল্লাহ নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মুজিযা বা অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করেছেন অবিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাসের পথে আহবান করার জন্য। মোটকথা, নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুজিযা প্রকাশ করেন। আর হেযবুত তওহীদের এমাম পন্নী ও তার অনুসারীরা বলেছে, তার মাধ্যমে নাকি আল্লাহ মুজিযা প্রকাশ করেছেন। 'যামানার এমামের পত্রবলী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "এই অলৌকিক সংখ্যাজাল এটাই প্রমাণ করে যে সেদিন **এমামুযযামান যা বোলেছেন সেগুলো আল্লাহর কথা যা তিনি এমামের মুখ দিয়ে বোলিয়েছেন।**"[১১৭]

আজ পর্যন্ত যারাই দাবী করেছে যে, আমরাই হক, বাকি সব মুসলমান পথভ্রষ্ট গোমরাহ, যারাই কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যার নামে অপব্যাখ্যা করে মানুষকে সঠিক দীন থেকে সরিয়ে ফেলার চক্রান্ত করেছে, তাদের সবাই এই ধরণের অলৌকিকত্বের দাবীদার ছিল। নিজেদের 'নবদর্শনের' পক্ষে কুরআন-হাদীসের কোনো স্পষ্ট ও চাক্ষুস প্রমাণ দেখাতে না পেরে তারা এই ধোঁয়াশাপূর্ণ ও গায়েবী 'বাতেনী তরীকা'র আশ্রয় গ্রহণ করত। তাদের নতুন অনুসারীদের মনে আশার সঞ্চার করার জন্যে এবং এসব অপকৌশলের জালে আটকে নতুনদের দলে ভেড়াবার উদ্দেশ্যে এটা ছিল এক মোক্ষম হাতিয়ার। আমাদের মুক্তির দিশারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এমন

১১৬. মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১৩০-১৩৪
১১৭. যামানার এমামের পত্রবালী, পৃষ্ঠা ৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কোনো অস্পষ্ট ও কুয়াশাচ্ছন্ন দীনের ওপর রেখে বিদায় নেননি যে, কোনো বিভ্রান্ত 'সংস্কারকে'র নতুন দাবীকে প্রমাণ করার জন্যে এসব অলৌকিক গল্পের জাল পাতলেই আমরা তাতে পা দেবো। কারো হক হওয়া বা বাতিল হওয়ার জন্যে নবুয়তের দরজা বন্ধ হবার পর আর কোনো অলৌকিক কাহিনীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করার কোনো বৈধতা নেই, সুযোগও নেই। কুরআন ও হাদীসের দলীলই ফয়সালা করবে– কে হক, আর কে বাতিল। রাসূলুল্লাহ আমাদের বলে গিয়েছেন–

«قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ...» –سنن ابن ماجة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين،

"আমি তোমাদেরকে একটি পরিষ্কার পথের ওপর রেখে যাচ্ছি–যা রাতের অন্ধকারেও দিনের আলোর মতো সমুজ্জ্বল। আমার (ইন্তেকালের) পর যে-ই (এই পরিষ্কার রাস্তা) থেকে সরে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। বেঁচে থাকলে তোমরা ভবিষ্যতে অনেক মতভিন্নতা দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার যে আদর্শের শিক্ষা গ্রহণ করেছ (যা তোমাদের পরিচিত) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, যেমনভাবে কেউ তার মাড়ির দাঁত দিয়ে কোনো কিছুকে কামড়ে ধরে থাকে।"[১১৮]

কাজেই শরীয়তের সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণের বিরুদ্ধে গিয়ে যে যতই অলৌকিকত্বের দাবী করুক, তা একবাক্যে পরিত্যাজ্য, বর্জনীয়। হ্যাঁ, কেউ যদি শরীয়তমতো চলে এবং তার সঙ্গে কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটে তাহলে তাকে ইসলামী আকীদার ভাষায় বলা হয় 'কারামত'– যা কোনো ব্যক্তির বা দলের সত্যপন্থী হওয়ার দলীল না।

৮. মহানবী 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' হননি

"বিশ্বনবীর উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বকে যারা মাঝপথে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন, তারা আল্লাহর দেওয়া বিশ্বনবীর উপাধি, 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' কেও পূর্ণ হতে দেননি; অর্থাৎ তিনি এখনও 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' হননি।"[১১৯]

সূরা আম্বিয়া ১০৭ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

(হে নবী!) আমি আপনাকে বিশ্ব জগতের জন্য কেবল রহমত করেই পাঠিয়েছি।

---

১১৮. সুনানে ইবনে মাজা হাদীস : ৪৩; মুসনাদে আহমাদ হাদীস : ১৭১৮২।

১১৯. মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর আকীদা : পৃষ্ঠা-১৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জনাব পন্নী ভেবেছেন, ইসলাম মূলত একটি রাজনীতিসর্বস্ব ধর্ম। ইসলামের মূল উদ্দেশ্যই হলো রাষ্ট্রক্ষমতায় আরোহণ করা। তাই তিনি ইসলামের সবগুলো বিধানকেই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করেছেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর "রাহমাতুল্লিল আলামীন" (সমগ্র বিশ্বের জন্যে রহমতস্বরূপ) হওয়ার ব্যাখ্যাও তিনি রাজনৈতিকভাবেই করেছেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন: নবীজী "রাহমাতুল্লিল আলামীন" হওয়ার মানে হলো, সারা বিশ্বে তাঁর আনীত দীনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ব্যস্ এতটুকুই। তাঁর "রাহমাতুল্লিল আলামীন" হওয়ার আর কোনো অর্থই নেই।

কুরআনের এই আয়াতসহ অন্যসব আয়াতের ব্যাখ্যা বোঝার ক্ষেত্রে যদি তিনি নিজের বুঝ-বুদ্ধির ওপর শতভাগ নির্ভর না-করে কুরআন যার উপর নাযিল হয়েছে সেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর করা ব্যাখ্যাকে জানার চেষ্টা করতেন এবং চূড়ান্ত বলে মেনে নিতেন, যদি তিনি নবীজীর কাছে যারা কুরআনের তথা ইসলামের সকল বিধানের ব্যাখ্যা ও পালন-পদ্ধতি শিখেছেন, সেই সাহাবায়ে কেরামের এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম—তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী ও উলামায়ে কেরামের রেখে যাওয়া অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করতেন তা হলে তিনি আর এই ভুল (বলুন : মহাভুল) পথে নিজেও চলতেন না, অন্যদেরও পরিচালিত করতেন না।

কুরআনের তাফসীরের কিতাবগুলো খুললেই তিনি দেখতে পেতেন, রাহমাতুল্লিল আলামীন-কথাটির ব্যাখ্যায় স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে: "আল্লাহ তাআলা তাঁকে রাহমাতুল্লিল আলামীন এজন্যই বলেছেন, কারণ, সাইয়েদুল মুরসালীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পাঠানোর মাধ্যমে তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর ওপর রহমত ও দয়া করেছেন। কেননা তিনি (রাসূলুল্লাহ) তো তাদের জন্যে মহাসৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করেছেন, চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্যের পথ থেকে ফিরিয়ে চিরমুক্তির পথ দেখিয়েছেন, ইহ ও পরকালে তাঁরই মাধ্যমে তারা অজস্র-অগণিত কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করেছে। তিনি ইলমে দীনের আলোয় তাদের মূর্খতার অন্ধকার দূর করেছেন, গোমরাহীর অতল গহ্বর থেকে হেদায়াত ও মুক্তির রাজপথে তুলে এনেছেন। এমনকি তাঁর ওসীলায় কাফির-মুশরিকরাও রহমতপ্রাপ্ত হয়েছে! আর তা এভাবে যে, এত নাফরমানী ও পাপাচার সত্ত্বেও তাদেরকে আগেকার উম্মতের মতো শারীরিক বিকৃতি, ভূমিধ্বস কিংবা সর্বব্যাপী তুফানের সয়লাবে ডুবিয়ে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ফেলা হচ্ছে না।[১২০] আল্লাহ

---

১২০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর ব্যাখ্যা, তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৫/৩৯৫-৩৯৭; সফওয়াতুত তাফাসীর : ২/২৬৪; তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন : ৬/২৮১ ই. ফা. বা.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাআলা বলেছেন–

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

আল্লাহ তাআলা এমন নন যে, আপনার উপস্থিতিতে তাদেরকে তিনি আযাবে নিপতিত করবেন।'[১২১]

এছাড়াও সহীহ মুসলিম শরীফে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে আমরা দেখতে পাই: একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে বলা হলো, 'আপনি মুশরিকদের জন্যে বদদোয়া করুন। তখন তিনি বললেন–

إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة

"আমি অভিশাপ দেওয়ার জন্যে প্রেরিত হইনি, আমাকে তো পাঠানো হয়েছে কেবল রহমতরূপে।"[১২২]

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, তাঁর রাহমাতুল্লিল আলামীন হওয়ার কোনো রাজনৈতিক ব্যাখ্যা তিনি করেননি, বরং সর্বকালের সব জাতিগোষ্ঠীর জন্যে তাঁকে আল্লাহ তাআলা দয়া ও করুণার আধার করে পাঠিয়েছেন–এ কথাটিই তিনি বুঝিয়েছেন।

৯. বিশ্বনবীর কাজ মাত্র একটি

"মহানবীর কাজ কী ছিল? তাঁর কাজ তো মাত্র একটা, যে কাজ আল্লাহ তাঁর উপর অর্পণ করেছেন। সেটা হলো সমস্ত রকমের জীবনব্যবস্থা 'দীন' [ধর্ম] পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এই শেষ দীনকে মানব জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।"[১২৩]

চোখে-মুখে মুর্খের প্রলাপ

এই বক্তব্যটি পন্নী সাহেবের অজ্ঞতার প্রমাণ। মহানবী মাত্র একটি কাজের জন্য আসেননি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে অনেক কাজের জন্য পাঠিয়েছেন। যেমন, সুরা বাকারা ১২৯, সুরা আল ইমরান ১৬৪, সুরা জুমআ ২ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, মহানবীকে কুরআন তিলাওয়াত, কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়া এবং মানুষকে পরিশুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়েছেন। সূরা আহযাব ৪৫-৪৬ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে- এবং আল্লাহর নির্দেশে

---

১২১. সূরা আনফাল : আয়াত-৩৩ প্রাগুক্ত

১২২. সহীহ মুসলিম হাদীস : হাদীস-২৫৯৯

১২৩. মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর আকীদা পৃষ্ঠা ৫১৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও আলো বিস্তারকারী প্রদীপরূপে।" সূরা নাহল ৩৬ আয়াতে বলা হয়েছে, সকল নবী-রাসূলগণকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দেয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে।

হাদীস শরীফের বর্ণনানুযায়ী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব কাজের জন্য প্রেরিত হয়েছেন তার কয়েকটি হলো; তিনি 'জাওয়ামিউল কালিম' (ব্যাপক অর্থবহ সংক্ষিপ্ত কথা)[১২৪] জ্ঞান ও হিদায়াতসহ[১২৫] শিক্ষকরূপে[১২৬] প্রেরিত হয়েছেন। মহানবী বলেছেন, আমি মানুষের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সালাত ক্বায়িম করবে এবং যাকাত দিবে।[১২৭]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে যে কয়েকটি কাজের কথা জানা যায় তা হলো; (১) কুরআন তিলাওয়াত, (২) কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়া (৩) মানুষকে পরিশুদ্ধ করা (৪) সাক্ষ্যদাতা (৫) সুসংবাদদাতা (৬) সতর্ককারী (৭) আল্লাহর নির্দেশে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী (৮) আলো বিস্তারকারী প্রদীপরূপে। (৯) একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দেয়া (১০) মানব জাতিকে আল্লাহর কিতাব ও হেকমত শিক্ষা প্রদান করা (১১) সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মানুষের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষণ না মানুষ এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, সালাত ক্বায়িম করবে এবং যাকাত দিবে। এভাবে অনেক দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীবকে পাঠিয়েছিলেন।

১০. নামায-রোযা গৌণ!

"যে জীবন-ব্যবস্থা দীন আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে বার বার পাঠালেন- এর নাম, স্রষ্টা নিজে রাখলেন শান্তি, আরবী ভাষায় ইসলাম। ... তাই আদম থেকে শেষ নবী মোহম্মদ (দঃ) পর্যন্ত যতবার নবীর মাধ্যমে এই জীবন-ব্যবস্থা তিনি পাঠালেন, সবগুলির ঐ একই নাম-ইসলাম-শান্তি। এই হোল সমস্ত ব্যাপারের মূল কথা। দীনের আর বাকি যেটুকু আছে, **নামায, রোযা ইত্যাদি হাজারো কাজ, সব আনুষঙ্গিক, গৌণ।**"[১২৮]

---

১২৪. বুখারী ৭২৭৩

১২৫. বুখারী ৭৯

১২৬. ইবনে মাজাহ (পরিচ্ছেদ: আলিমদের মর্যাদা ও জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করা) হাদীস নং ২২৯

১২৭. মুসলিম ১৩৩, বুখারী ৬৮৫৫

১২৮. এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃষ্ঠা ২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পন্নী বলছে, নামায, রোযা ইত্যাদি হাজারো ইবাদত আনুষঙ্গিক, গৌণ। অথচ কুরআন হাদীসে এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে আল্লাহ তাআলা কুরআনের অনেকগুলো আয়াতে নামাযের নির্দেশ প্রদান করেছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"إِنَّ الإِسْلاَمَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ "- صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত- এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই, সালাত কায়িম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের সাওম পালন করা ও বাইতুল্লাহ্র হজ্জ করা।[১২৯]

এই হাদীসে নামাযকে ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং রোযাকে ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়; মুসলিম শরীফের ৮২ নং হাদীসে এসেছে, নামায ত্যাগকারী সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেছেন–

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة.

"বান্দা এবং কুফর ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায ছেড়ে দেয়া।" নামায ত্যাগকারী যেখানে কাফির হয়ে যায়, সেখানে পন্নী বলে, এটা গৌণ, এর কোনো প্রাধান্যই নেই!

১১. সালাতের মনগড়া অপব্যাখ্যা

ইসলাম ধর্মে ঈমানের পর সর্বোত্তম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের নাম সালাত (নামায)। পন্নীর মতে ইসলামের মূল হলো জিহাদ আর "নামাজ ঐ জেহাদের জন্য চরিত্র গঠনের অনুশীলন। সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে এই জীবন-বিধানকে প্রতিষ্ঠা করতে যে অসাধারণ চরিত্রের মানুষ প্রয়োজন, সেই অসাধারণ মানুষের শারীরিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক গঠনের জন্য প্রশিক্ষণ হলো নামাজ। কিন্তু উদ্দেশ্যে হলো সেই সংগ্রাম।"[১৩০]

"ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও সুশিক্ষিত জাতি ও বাহিনী ছাড়া কোনো সংগ্রাম,

---

১২৯. মুসলিম : হাদীস-১২৩, বুখারী : হাদীস-৪২৪৩

১৩০. এসলামের প্রকৃত রূপরেখা : পৃষ্ঠা-২৯-৩০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সশস্ত্র সংগ্রাম সম্ভব নয়, তাই ঐ ঐক্য ও শৃঙ্খলা শিক্ষার প্রক্রিয়া হলো সালাত (নামায)। কিন্তু নামায উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া মাত্র।"[১৩১]

"যে দীনে, জীবন-ব্যবস্থায় যুদ্ধকে ফরদে আইন, অবশ্য করণীয় করে দেয়া হয়েছে সে দীনে প্রশিক্ষণকেও অবশ্য করণীয়, ফরদে আইন করে দেয়া হবে। আল্লাহ ভুল করেন নি, তিনি সোবহান, তিনি সামান্যতম ভুলও করতে পারেন না, আর এতবড় ভুল তো কথাই নেই। তাহলে সে প্রশিক্ষণ কোথায়? সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ হলো– সালাহ।"[১৩২]

"সালাতের দৃশ্য পৃথিবীতে একটি মাত্র দৃশ্যের সঙ্গে মিলে, আর কিছুর সাথেই মিলে না, আর সেটা হচ্ছে পৃথিবীর যে কোনো সমরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজের সঙ্গে।"[১৩৩]

ইসলামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের নাম সালাত

الصلاة শব্দটির বহু বচন صلوات। অর্থ– প্রার্থনা, তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা, দয়া, অনুগ্রহ।[১৩৪] প্রার্থনা, দুআ, ইবাদত, দুরূদ, অনুগ্রহ, দয়া, রহমত।[১৩৫]

الصلوة: إرتفاع العقل إلى الله لكي نسجد له ونشكره ونطلب معونته، الدعاء، التسبيح، الرحمة و الثناء. المنجد صـ ٤٣٤

الصَّلَاةُ فِي اللُّغَةِ: الدُّعَاءُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أَيِ ادْعُ لَهُمْ، وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ» أَيْ: دَعَتْ لَكُمْ. الاختيار لتعليل المختار، كتاب الصلاة، تعريف الصلاة (١/ ٣٧)

المبسوط للسرخسي (٦/١): والصلاة في اللغة عبارة عن الدعاء والثناء. قال الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} وفي الشريعة عبارة عن أركان مخصوصة كان فيها الدعاء أو لم يكن فالاسم شرعي ليس فيه معنى اللغة فالدلائل من الكتاب والسنة على فرضيتها مشهورة يكثر تعدادها. تعليم الوضوء كتاب المبسوط - الجزء الأول

البناية شرح الهداية (٣/٢): الصلاة في اللغة العامة: الدعاء؛ قال الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أي ادع لهم، وفي حديث إجابة الدعوة: «وإن كان صائما فليصل» أي فليدع بالخير والبركة (كتاب الصلاة، تعريف الصلاة)

---

১৩১. মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর আকীদা ৮, এ ইসলাম ইসলামই নয় ২৪৭, ২৪৯

১৩২. ইসলামের প্রকৃত সালাহ, পৃষ্ঠা ১৯-২০

১৩৩. ইসলামের প্রকৃত সালাহ, পৃষ্ঠা ২১

১৩৪. মিসবাহুল লুগাত, পৃষ্ঠা ৪৮৩

১৩৫. আল মু'জামুল ওয়াফী, পৃষ্ঠা ৬৩২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٧٨/١): الصَّلَاةُ فِي اللُّغَةِ الْعَالِيَةِ الدُّعَاءُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} أَيْ أُدْعُ لَهُمْ. وَفِي الشَّرِيعَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الْأَفْعَالِ الْمَخْصُوصَةِ الْمَعْهُودَةِ وَفِيهَا زِيَادَةٌ مَعَ بَقَاءِ مَعْنَى اللُّغَةِ فَيَكُونُ تَغْيِيرًا لَا نَقْلًا (كِتَابُ الصَّلَاةِ)

المعجم الوسيط (٥٢٢/١) : الصلاة الدعاء يقال صلى صلاة ولا يقال تصلية والعبادة المخصوصة المبينة حدود أوقاتها في الشريعة والرحمة وبيت العبادة لليهود وفي التنزيل العزيز. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا (باب الصاد)

উল্লিখিত আরবি অভিধান ও ফিকহের গ্রন্থাবলীর আলোকে আমরা জানতে পারলাম, সালাতের আভিধানিক অর্থ দুআ। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, "তাদের জন্য দুআ করুন।"[১৩৬] শরিয়তের পরিভাষায় সু-নির্দিষ্ট কর্ম এবং রোকনের সমষ্টিকে সালাত বলে। নির্দিষ্ট কর্ম এবং নির্দিষ্ট রোকনকে এজন্য সালাত বলে যে, এতেও দুআ বিদ্যমান রয়েছে।[১৩৭] ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর প্রদি দুরূদ পাঠান। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দুরূদ পাঠাও এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাও।[১৩৮]

আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি 'সালাত'। আল্লাহর সালাত হলো রহমত বর্ষণ, ফিরিশতাদের সালাত হল: ইসতিগফার আর মুমিনদের সালাত হল: রহমত বর্ষণের দুআ।[১৩৯]

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ, মারিফুল কুরআনে বলা হয়েছে, আরবি ভাষায় সালাত শব্দের অর্থ রহমত, দুআ, প্রশংসাকীর্তন। আল্লাহ তাআলার প্রতি যে সালাত সম্পৃক্ত করা হয়েছে এর অর্থ তিনি রহমত নাযিল করেন। ফিরিশতাগণ সালাত প্রেরণ করেন কথার অর্থ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য রহমতের দুআ করেন। আর সাধারণ মুমিনদের তরফ থেকে সালাতের অর্থ রসূলুল্লাহ ﷺ এর সম্মান ও ফিরিশতাগণের সামনে প্রশংসাকীর্তন করা।

বায়াজীদ খান পন্নী ছাড়া পৃথিবীর অন্য কেউ সম্ভবত 'সালাতে'র এমন অদ্ভুত

১৩৬. সূরা তাওবাহ ১০৩ আয়াত।
১৩৭. আশরাফুল হেদায়া, কিতাবুস সালাহ
১৩৮. সূরা আহযাব ৫৬
১৩৯. তাওযীহুল কুরআন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অর্থ বলেনি। 'প্রশিক্ষণ' বুঝাতে আরবিতে কখনো 'সালাত' শব্দ ব্যবহার হয় না। বায়াজীদ খান 'সালাত'কে প্রশিক্ষণ, কুচকাওয়াচ ইত্যাদি বলেছে। মহান আল্লাহ 'সালাত'কে সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির বলেছেন। পন্নী বলেছে, সালাতের উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্র দখল করার শক্তি অর্জন করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, সালাত আল্লাহ তাআলার জন্য,[১৪০] সকল প্রকার অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে বেঁচে থাকা এবং সার্বক্ষণিক আল্লাহর যিকিরে (স্মরণে) থাকা।[১৪১]

১২. ইসলাম অর্থ শান্তি

"বর্তমান ইসলাম সম্বন্ধে দু'টি ভুল ধারণা প্রচলিত। একটি হলো মুসলিম বোলে পরিচিত জাতিটি যে ধর্মে বিশ্বাস করে এটিকে বলা হয় ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মকে অন্য বিভিন্ন নাম দেয়া হয়েছে। কিন্তু আসলে আল্লাহ আদম আ. থেকে শুরু কোরে শেষ নবী সা.) পর্যন্ত যতবার যতভাবে জীবন-বিধান পাঠিয়েছেন সবগুলোরই ঐ একই নাম ইসলাম, শান্তি অর্থাৎ যে জীবন-বিধান অনুসরণ কোরে চললে মানুষ শান্তিতে সুখে বাস কোরতে পারবে আর অস্বীকার কোরলে তার অবধারিত পরিণতি অশান্তি, রক্তারক্তি, অবিচার। রাজনৈতিক আর্থ-সমাজিক অবিচার- যা মালায়েকরা বোলেছিলেন। দ্বিতীয় হোল এই ধারণা (আকীদা) যে, **আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম। এটা ভুল।**"[১৪২] ইসলাম শব্দের আক্ষরিক অর্থই শান্তি।[১৪৩]

অপব্যাখ্যার অপনোদন

বায়াজীদ খান পন্নী বলছে, ইসলাম অর্থই শান্তি; আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম নয়। ইসলাম মানলে সুখে-শান্তিতে বসবাস করা যাবে। যেখানে সুখ-শান্তি নেই; সেখানে ইসলাম নেই।

'ইসলাম' আরবি শব্দটির অর্থ, আনুগত্ব করা বা আত্মসমর্পণ করা। ইবনে মানযুর রচিত আরবি ভাষায় বিখ্যাত ও নির্ভযোগ্য অভিধান লিসানুল আরবসহ অন্যান্য অভিধান গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইসলাম (الإسلام) শব্দটি 'আল-ইস্তিস্লাম' (الاستسلامُ) শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে, অর্থ হচ্ছে, কারো কাছে মাথা নত করা, আত্মসমর্পণ করা।[১৪৪] 'ইসলাম' শান্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; আল্লাহর কাছে

---

১৪০. সূরা আনআম ১৬২ আয়াত।

১৪১. সূরা আনকাবুত ৪৫, সূরা ত্বহা ১৪, ১৩০

১৪২. এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃষ্ঠা ৩১

১৪৩. মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর আকীদা : পৃষ্ঠা-৫

১৪৪. লিসানুল আবর ১২/২৮৯, আল মু'জামুল ওয়াসিত ১/৪৪৬, আল মুহীত ফিল লুগাহ,২/ ২৬৫, তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরুল কামুস ৩২/৩৭২, তাহযিবুল লুগাহ ৪/২৯৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আত্মসমর্পণের অর্থে তার নাম ইসলাম। আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন কেবল ইসলামই। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তাদের কাছে জ্ঞান আসার পর কেবল পারস্পরিক বিদ্বেষবশত ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। আর যে কেউ আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করবে (তার স্মরণ রাখা উচিত যে,) আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। তারপরও যদি তারা তোমার সাথে বির্তকে লিপ্ত হয়, তবে বলে দাও, আমি তো আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর কিতাবীদেরকে এবং নিরক্ষরদেরকে বলে দাও, তোমরাও কি ইসলাম গ্রহণ করবে [আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে]? যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে হিদায়াত পেয়ে গেল, আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার দায়িত্ব কেবল বার্তা পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ বান্দাদের সম্যক দেখছেন।[১৪৫]

অন্যত্র এসেছে–

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বলেছেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আপনার একান্ত অনুগত বানিয়ে নিন এবং আমাদের বংশধরদের মধ্যেও এমন উম্মত সৃষ্টি করুন, যারা আপনার একান্ত অনুগত হবে।"[১৪৬]

আল্লাহ বলেছেন, "সমস্ত নবী আল্লাহর অনুগত ছিলেন।"[১৪৭]

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি, পত্র বা দূতের মাধ্যমে যখন কাউকে দাওয়াত দিতেন তখন তিনি বলতেন, (أسلم تسلم) আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ কর, (জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে) মুক্তি পাবে।[১৪৮]

---

১৪৫. সূরা আল ইমরান ১৯-২০

১৪৬. সূরা বাকারা ১২৮

১৪৭. সূরা মায়িদা ৪৪

১৪৮. বুখারী ২৭৮২, মুসলিম : হাদীস-১৭৭৩, (صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبى صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة... وصحيح مسلم كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এভাবে আরবি অভিধান, কুরআন ও হাদীসে 'ইসলাম' শব্দটি 'আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৩. জান্নাতে যাওয়ার পূর্বশর্ত

পন্নী বলেছে, সামষ্টিক তাকওয়া হলো জান্নাতে যাওয়ার পূর্বশর্ত। "ব্যক্তি ভালোমানুষি দিয়ে কেউ জান্নাতে যাবে না, কারণ জান্নাত সামষ্টিক। ইসলাম মানে শান্তি, তাই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করলে জান্নাতে ঠাঁই পাওয়া যাবে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা একটি সামষ্টিক কাজ সুতরাং জান্নাতও একটি সামষ্টিক কাজের ফল। ... ব্যক্তি তাকওয়ার কোন মূল্য নেই। সামষ্টিক তাকওয়াই হলো জান্নাতে যাবার পূর্বর্শত।"[১৪৯]

মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী (তাকওয়াওয়ালা)।[১৫০]

কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "নিজেকে রক্ষা কর, জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচাও।" পাশাপাশি অন্যান্যদের বাঁচানোর চেষ্টা করা, মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে মানতে উৎসাহিত করা অবশ্যই পূণ্যের কাজ এবং মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। তাই বলে নিজে তাকওয়া অর্জন করার কোনো গুরুত্ব নেই– বিষয়টি এমন নয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যুলুম করা থেকে নিজেকে বাঁচাও।"[১৫১] বিভিন্ন ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, "নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।"[১৫২]

১৪. প্রকৃতি, ফিরিশতা ও দেবদেবী একই!

"এই বিশাল সৃষ্টিকে তিনি [আল্লাহ] প্রশাসনও পরিচালনা কোরতেন এবং করেন তার অসংখ্য মালায়েকদের দিয়ে যাদের আমরা বলি ফেরেশতা- ফারসি

---

১৪৯. তাকওয়া ও হেদায়াহ, পৃষ্ঠা ৯

১৫০. সূরা হুজুরাত : ১৩

১৫১. মুসলিম ৬৭৪১ (صحيح مسلم، البر والصلة والآدب، باب تحريم الظلم)

১৫২. মুসলিম ৫২২ (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب فى قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভাষায়, ইংরাজীতে Angel। ভারতীয়, রোমান এবং গ্রীকরা যে দেব-দেবী god, goddess বিশ্বাস করে সেগুলো এবং মালায়েক বা ফেরেশতা একই জিনিষ। সংখ্যায় এরা অগণ্য এবং এরা আসলে প্রাকৃতিক শক্তি- যে শক্তি দিয়ে আল্লাহ তার সমস্ত সৃষ্টিকে শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পরিচালনা করেন এবং এদের কোন ইচ্ছাশক্তি নেই। আল্লাহ যাকে যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, যাকে যে কর্তব্য নির্ধারণ কোরে দিয়েছেন সে ফেরেশতা সামান্যতম বিচ্যুতি না কোরে তা যথাযথ কোরে যাচ্ছেন। আসলে কোন বিচ্যুতি হোতে পারে না- কারণ প্রাকৃতিক শক্তিগুলির কোন স্বাধীন ইচ্ছাই নেই। যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একটি মালায়েক। এর উপর স্রষ্টা কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন সমস্ত কিছুকে আকর্ষণ কোরে ধোরে রাখার। সৃষ্টির প্রথম থেকে এই ফেরেশতা তার কর্তব্য কোরে যাচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত কোরে যাবেন। তার এতটুকু ইচ্ছা শক্তি নেই যে, এক মুহূর্তের এক ভগ্নাংশের জন্যও তিনি এই কাজের বিরতি দেন, সে ইচ্ছাশক্তি আল্লাহ তাকে দেননি। এমনি আগুন, বাতাস, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিগুলি– ফেরেশতা, দেব-দেবী, অন্যান্য ধর্মে যেমন দেব-দেবী, রোমানদের বালকান হচ্ছেন আগুনের দেবতা, তেমনি ইসলাম ধর্মেও আগুনের, বাতাসের ইত্যাদির ফেরেশতা আছে।"[১৫৩]

"মানুষকে বিজ্ঞান শেখাবার পর তিনি [আল্লাহ] তার মালায়েকদের ডেকে সব জিনিষের নাম জিজ্ঞাসা কোরলেন- তারা বোলতে পারলেন না। কারণ আগেই বোলেছি, মালায়েকরা প্রাকৃতিক শক্তিমাত্র।"[১৫৪]

ফিরিশতা ও দেবদেবী একই সত্তা নয়

মালাকগণ পূত-পবিত্র। তারা কখনো আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করেন না। আর দেবদেবীরা অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত থাকতেন। তাদের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সবই ছিল– যা হিন্দু ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়।[১৫৫] নবী-রাসূলগণের কাছে ফিরিশতা

---

১৫৩. এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃষ্ঠা ১৬

১৫৪. এ ইসলাম ইসলামই নয় ১৯পৃ.

১৫৫. হিন্দুদের দেবতা; ব্রহ্মা

ব্রহ্মা চতুর্ভুজ, চতুরানন ও রক্তবর্ণ। বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা সৃষ্ট। অর্থাৎ বিষ্ণু তার স্রষ্টা। সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী। দেবসেনা ও দৈত্যসেনা তার দুই কন্যা। –শ্রী শ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ১/১-৪, পৌরাণিক অভিধান ৩৭৮

শতরূপা, প্রথমা নারী। তিনি ব্রহ্মার কন্যা। মৎসপুরাণে আছে, নয়জন মানসপুত্র সৃষ্টি করার পর ব্রহ্মা এক কন্যা সৃষ্টি করেন। এই কন্যাই শতরূপা, সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী, ও ব্রাহ্মণী নামে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ওহী নিয়ে আসেন- তাই প্রকৃতি ফিরিশতা হতে পারে না। কারণ, প্রকৃতি ওহী নিয়ে আসার ক্ষমতাই রাখে না। কুরআন-হাদীসের আলোকে মালাক বা ফিরিশতাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ হলো; "মালাক" শব্দকে ফার্সী ভাষায় ফিরিশতা বলা হয়। বাংলায় এই ফার্সী শব্দই প্রচলিত। আরবী 'মালাক' (مَلَك) শব্দটির অর্থ পত্রবাহক বা দূত। বহুবচনে বলা হয় 'মালাইকা' (ملائكة)। ব্যবহারিক অর্থ: আল্লাহর দূত (angel)।

রাসূল ﷺ বলেছেন, "আমার সামনে বাইতুল মামূর উত্থিত হলো। আমি বললাম, হে জিবরীল, এটি কী? তিনি বললেন: 'এটি বাইতুল মা'মূর। প্রতিদিন এর মধ্যে ৭০ হাজার মালাক প্রবেশ করেন। যারা একবার বেরিয়ে যায় তারা আর কখনোই এখানে ফিরে আসেন না।"[১৫৬]

সকল ফিরিশতাদের নাম আমরা জানি না। একমাত্র আল্লাহ তাআলা

খ্যাতা। শতরূপার রূপে মুগ্ধ হয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তার কন্যা শতরূপাকে গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা তার কন্যার সঙ্গে অজাচারের ফলে প্রথম মনু সায়ম্ভুব-এর জন্ম হয়। -পৌরাণিক অভিধান ৪৯৫ পৃ.

হিন্দুদের দেবতা; বিষ্ণু

বিষ্ণু, কৃষ্ণ, নারায়ণ। তার চার হস্ত- এক হস্তে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, দ্বিতীয় হস্তে সুদর্শন চক্র, তৃতীয় হস্তে কৌমোদকী গদা এবং চতুর্থ হস্তে পদ্ম। তিনি প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে (আদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তার দুই স্ত্রী- লক্ষ্মী ও সরস্বতী। তার পুত্র কামদেব। -পৌরাণিক অভিধান ৩৫৮ পৃ.

কালনেমির কন্যা ও অসুররাজ জলন্ধরের স্ত্রী বৃন্দা প্রতিব্রতা ছিলেন। সে নিয়মিত বিষ্ণুর পূজা করতো। একদিন বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করে বৃন্দার সতীত্ব নষ্ট করে। -পৌরাণিক অভিধানের ৩৬৫-৩৬৬ পদ্মাপুরাণম্, উত্তরখণ্ড, পঞ্চদশোহধ্যায়

হিন্দুদের দেবতা; শিব

শিব, হর, মহাকাল, ত্রিলোচন মহাদেব এর মস্তকে জটাজট, ডমরু প্রিয় বাদ্য, কৈলাস প্রিয় ধাম, প্রধান অস্ত্র ত্রিশূল। বিষ্ণু শিবের স্রষ্টা আর শিব বিষ্ণুর সৃষ্ট। শিবের তিনজন স্ত্রী সতী, পার্বতী ও গঙ্গা। দুই পুত্র কার্তিকেয় ও গণেশ। -পৌরাণিক অভিধান ৪২০-৪২১ পৃ.

মহাপুরাণে 'মোহিনীরূপ দর্শনে মহাদেবের মোহপ্রাপ্তি' শিরোনামে আছে, পালনকর্তা বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করে ফুল বাগানে খেলা করছিল। মহাদেবকে এদিকে আসতে দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে হাসতে হাসতে এক বৃক্ষ থেকে অন্য বৃক্ষে অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে কোথাও স্থির থাকছিলেন না। মোহিনী তখন বিবস্ত্রা ছিলেন। মহাদেব তাকে দেখে স্ববশে থাকলেন না, তিনি কামুক হয়ে হস্তিনীর পশ্চদ্ধাবমান হস্তীর ন্যায় মোহিনীর পশ্চদ্ধাবিত হলেন। মহাদেব তীব্র বেগে ধাবিত হয়ে মোহিনীর কেশাকর্ষণ করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে পিছন থেকে দুহাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। ... কোনো প্রকারে সেই বিপুল-নিতম্বিনী মোহিনী নিজেকে মহাদেবের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে দ্রুত দৌড়তে লাগলেন। মহাদেবও সেই মোহিনী বেশধারী অদ্ভুতকর্মা বিষ্ণুর পশ্চাদ্ধাবিত হলেন।... -শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ, অষ্টম স্কন্ধ, দ্বাদশ অধ্যায়, ১-৩৭ মন্ত্র, মহাভারত, ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা।

এ হলো হিন্দু ধর্মের প্রধান তিন দেবতা। তাদেরকে ত্রিমূর্তি, ত্রিশক্তি বলা হয়। তাদের অবস্থা যদি এরকম হয় তাহলে, অন্যান্য দেবদেবীর অবস্থা কি হবে? তা সহজেই অনুমেয়।

১৫৬. বুখারী ৩/১১৭৩, ১৪১১; মুসলিম ১/১৪৬-১৫০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জানেন।[১৫৭] কয়েকজনের নাম আমরা ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি। জিবরাঈল, মিকাঈল,[১৫৮] মালিক,[১৫৯] ইসরাফিল।[১৬০]

অদৃশ্য জগতের কোনো কিছুর বিষয়ে আল্লাহ আমাদেরকে ততটুকুই জানিয়েছেন, যতটুকু জানলে এবং বিশ্বাস করলে আমরা জাগতিক আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করতে পারব। এজন্য কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর সাথে মালাকগণের সম্পর্ক, সৃষ্টি পরিচালনায় ও আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ বাস্তবায়নে তাঁদের দায়িত্ব এবং মানুষের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে। তাঁদের সৃষ্টি ও আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণত বিশেষ কিছু বলা হয়নি। তবে কুরআন-হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা যা বুঝতে পারি তা নিম্নরূপঃ

মালাকগণ মানুষের পূর্বে সৃষ্ট।[১৬১] আল্লাহর সম্মানিত ও অনুগত বান্দা।[১৬২] তারা নূরের তৈরি।[১৬৩] তাদের পাখা আছে।[১৬৪] তারা আকৃতি পরিবর্তন ও ধারণ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তখন আমি তার (মারইয়ামের) কাছে আমার রুহকে (জিবরাঈল) প্রেরণ করলাম, সে তাঁর নিকট পূর্ণ মানব আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।"[১৬৫] কোনো কোনো সময় জিবরাঈল (আ) মানুষের আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট উপস্থিত হতেন। কখনো মানুষের বেশে ওহী নিয়ে আসতেন।[১৬৬]

ফিরিশতাগণ আল্লাহর সার্বক্ষণিক ইবাদত ও তাসবীহ পাঠ করেন।[১৬৭] দায়িত্বশীল ফিরিশতা ওহী পৌছাতেন।[১৬৮] তারা মানুষের রক্ষণাবেক্ষণের কাজও করেন।[১৬৯] মুমিনদের জন্য দু'আ করেন।[১৭০] মানুষের কর্ম লিপিবদ্ধ করেন[১৭১] ইত্যাদি।

---

১৫৭. সূরা মুদ্দাস্‌সির ৩১ আয়াত।
১৫৮. সূরা বাকারা ৯৮ আয়াত।
১৫৯. সূরা যুখরুফ ৭৭ আয়াত।
১৬০. মুসলিম ১/৫৩৪।
১৬১. সূরা স্বয়াদঃ ৭১-৭৩ আয়াত। আরো দেখুনঃ সূরা বাকারা ৩০, ৩৪; আরাফ ১১; হিজর ২৮, ৩০; বনী ইসরাঈল ৬১; কাহাফ ৫০; সূরা ত্বহাঃ ১১৬ আয়াত।
১৬২. সূরা আম্বিয়া ২৬-২৮ আয়াত।
১৬৩. মুসলিম ৪/২২৯৪।
১৬৪. বুখারী ৩/১১৮১, ৪/১৮৪০, মুসলিম ১/১৫৮।
১৬৫. সূরা মারইয়াম ১৭ আয়াত।
১৬৬. বুখারী ১/২৭, ৪/১৭৯৩; মুসলিম ১/৩৫-৩৯।
১৬৭. সূরা আম্বিয়া ২০ আয়াত। সূরা আরাফ ২০৬ আয়াত।
১৬৮. সূরা বাকারা ৯৭, ৯৮; সূরা তাহরীম ৪; সূরা শুআরা ১৯২-১৯৪ আয়াত।
১৬৯. সূরা বাকারা ৯৭, ৯৮; সূরা তাহরীম ৪; সূরা শুআরা ১৯২-১৯৪ আয়াত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এসব আয়াত ও হাদীসকে সামনে রাখলে কোনো মুমিন বলতেন পারেন না যে, ফিরিশতা, প্রকৃতি ও দেবদেবী একই। ফিরিশতাকে প্রকৃতি বা দেবদেবী বলা কুরআন হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

১৫. জান্নাত লাভের জন্য আমল শর্ত নয়

"বিশ্বনবী এ কথাটি পরিস্কার করে দিয়েছেন যে, আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দার চুক্তি (Contract) এই যে, বান্দা তাঁর পক্ষ থেকে যদি এই শর্ত পালন করে যে, সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইলাহ অর্থাৎ বিধাতা বলে স্বীকার করবে না- তবে আল্লাহও তাঁর পক্ষ থেকে এই শর্ত পালন করবেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। **এখানে অন্য কোনো কাজের শর্ত নেই। এই একটি কাজের শর্ত পালন করলে আর কোনো গোনাহই তাকে জান্নাত থেকে ফেরাতে পারবে না; এমনকি চুরির মত কবিরা গোনাহও না।**[১৭২]

জান্নাত লাভের জন্য বিশ্বাস অনুযায়ী কর্ম করা আবশ্যক

পবিত্র কুরআনে যে সকল স্থানে ঈমান/বিশ্বাসের আলোচনা করা হয়েছে, সে সকল স্থানে ঈমানের পাশাপাশি সৎকাজ তথা আমলে সালেহ্-এর কথাও বলা হয়েছে। যেমন, সূরা বাকারা ২৫, ৮২, ২৭৭, আল ইমরান ৫৭, নিসা ৫৭, ১২২, ১৭৩, মায়িদা ৯, ৯৩, আরাফ ৪২, ইউনুস ৪, ৯, হুদ ২৩, রাদ ২৯, ইবরাহিম ২৩, কাহাফ ৩০, ১০৭, মারইয়াম ৯৬, হজ্জ ১৪, ২৩, ৫০, ৫৬, শুআরা ২২৭, আনকাবুত ৭, ৯, ৫৮, রুম ১৫, ৪৫, লুকমান ৮, আলিফ লাম মীম সিজদাহ ১৯, সাবা ৪, ফাতির ৭, স্বয়াদ ২৪, ২৮, মুমিন ৫৮, হামীম সিজদাহ ৮, শুরা ২২, ২৩, ২৬, জাসিয়াহ ২১, ৩০, মুহাম্মাদ ২, ১২, ফাতহ ২৯, ত্বলাক ১১, ইনশিক্বাক্ব ২৫, বুরূজ ১১, তীন ৬, বায়্যিনাহ ৭ ও সূরা আসর ৩। কুরআনের এতগুলো আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করে পন্নী বলেছে, জান্নাত লাভের জন্য আমল জরুরী নয়।

পন্নী বলেছে, 'আর কোনো গোনাহই তাকে জান্নাত থেকে ফেরাতে পারবে না।' অথচ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, সালাত [নামায] ত্যাগকারী জাহান্নামে যাবে।[১৭৩]

---

১৭০. সূরা মুমিন ৭-৯ আয়াত।
১৭১. সূরা কাফ: ১৭-১৮, সূরা ইনফিতার ১০-১২ আয়াত।
১৭২. মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর আকীদা : পৃষ্ঠা-৭
১৭৩. সূরা মুদ্দাসসির : আয়াত-৪৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সূরা তাহরীম ৬ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো এবং তোমাদের পরিবারবর্গকেও বাঁচাও।" এখানেও স্পষ্ট যে, মুমিনগণ কোনো কারণে অস্থায়ী জাহান্নামে যেতে পারে সে জন্য আল্লাহ তাআলা বাঁচতে বলেছেন।

১৬. মহানবী দাড়ি রাখতে নিষেধ করেছেন!

জনাব পন্নীর বক্তব্য শুনুন–

"যে দাড়ি রাখাকে এরা দীনের অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য বোলে মনে করেন, প্রতি ওয়াজে প্রতি উপদেশে যারা দাড়ির প্রয়োজনীয়তার ওপর অনেক সময় নষ্ট করেন সেই দাড়িকেই ধরুন। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই দাড়িকে তার নিজের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, যেটা বাড়তে বাড়তে সারা বুক ছেয়ে যায়। এই দাড়ি এই দীনের দাড়ি নয়। এ দাড়ি ইহুদীদের দাড়ি এবং এ রকম **দাড়ি রাখা যে মহানবীর নিষেধ** তা তারা জানেন না।

দাড়ি রাখা, বাহ্যিক পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি এই দীনের বুনিয়াদী কোন ব্যাপার নয় এবং বুনিয়াদী নয় বোলেই কোরানে আল্লাহ কোথাও দাড়ি বা কাপড় চোপড় সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দেননি বরং বোলেছেন- আমি মানুষের কাপড় চোপড়, পোশাক-পরিচ্ছদ দেখি না, আমি দেখি মানুষের অন্তর (কোরান)।

মহানবী সা. দাড়ি-মোছ সুন্দর কোরে ছেটে রাখতে বোলেছেন। হাদীস ও ইতিহাসে পাওয়া যায় তা লক্ষ্য কোরলে আমরা পাই একটি মানুষ- অতি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পড়া, তাতে সুগন্ধ, খোশবু, আতর লাগানো, যত্ন নেয়া মাথার চুল, ঠিক মাথার মাঝখান থেকে সিঁথির দু'পাশ দিয়ে নেমে এসেছে কানের নিচে, কাঁধের উপর পর্যন্ত, সুন্দর কোরে **দাড়ি-মোছ ছাটা,** সুন্দর দেখাবার জন্য চোখে সুরমা দেওয়া।"[১৭৪]

দাড়ি রাখা ওয়াজিব

দাড়ি সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের আলোকে লিখিত বিভিন্ন বই-পুস্তক পাওয়া যায়। পাঠক সেখানে দেখতে পারবেন। এখানে আমরা সংক্ষেপে দু'টি কথা বলতে চাই। প্রথমত; একজন মানুষ কতবেশি মূর্খ হলে একথা বলতে পারে যে, মহানবী 'দাড়ি কেটে-ছেটে সুন্দর করে রাখতেন।' আমাদের দেশের ছোট ছোট

১৭৪. বিস্তারিত দেখুন, এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃষ্ঠা ৯২-৯৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ছেলেমেয়েরাও যে বিষয়টি জানে। শামায়েলে তিরমিযি ও মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বার বর্ণনায় এসেছে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখভর্তি দাড়ি যা বুক ছেয়ে ফেলত।"[১৭৫] অন্য হাদীসে আসছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উযু করার সময় হাতে এক অঞ্জলি পানি নিতেন। তারপর ঐ পানি চোয়ালের নিম্নদেশে (থুতনির নীচে) লাগিয়ে দাড়ি খিলাল করতেন এবং বলতেন, আমার মহান প্রতিপালক আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৭৬] যদি বায়াজীদ খান পন্নীর মত দাড়ি হয়, তাহলে তো খিলাল করাই যাবে না। উল্লেখ্য, বইয়ের শেষ পাতায় পন্নীর ছবি দেয়া আছে।

দ্বিতীয়ত: রাসূলুল্লাহ ﷺ দাড়ি রাখতে নিষেধ করেন নি; বরং তিনি বারবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দাড়ির রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন–

এক. আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা মোচ ছেঁটে ও দাড়ি রেখে অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা কর।[১৭৭]

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ رواه مسلم

দুই. আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত মহানবী ﷺ বলেন, দশটি কাজ প্রকৃতিগত আচরণ– এর প্রথম দু'টি, গোঁফ ছেটে ফেলা এবং দাড়ি লম্বা করা।[১৭৮]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى متفقٌ عَلَيْهِ

তিন. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাযি. থেকে বর্ণিত; নবী ﷺ বলেছেন– তোমরা গোঁফ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর।[১৭৯]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا الشَّوَارِبَ وَغَيِّرُوا شَيْبَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

চার. আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা

---

১৭৫. শামায়েলে তিরমিযি ৩১৬, ৩৯২, মুসনাদে আহমাদ ৩৪১০, মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ ৩২৪৬৯

১৭৬. আবু দাউদ ১৪৫

১৭৭. মুসলিম : হাদীস-৬২৬

১৭৮. মুসলিম ৬২৭

১৭৯. বুখারী : হাদীস-৫৮৯৩, মুসলিম : হাদীস-৬২৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দাড়ি বাড়াও, মোচ ছোট কর, পাকা চুলে খেযাব লাগাও এবং ইহুদী ও নাসারার সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।[১৮০]

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى.

পাঁচ. ইবনে ওমর রা. বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর– মোচ ছেঁটে ফেল এবং দাড়ি ছেড়ে দাও।[১৮১]

১৭. পর্দাপ্রথা নারীদেরকে বন্দী করে রেখেছে

"ধর্মব্যবসায়ী মোল্লারা বাস্তবেই মেয়েদেরকে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করে রাখতে চায়, হেযবুত তওহীদের বেলায় এ কথাটি বহুবার বহুভাবে প্রমাণিত হয়েছে। মোল্লারা যখন ফতোয়া দেয়, তাদের কথাগুলি মানুষ আল্লাহ-রসুলের কথা বলেই বিশ্বাস করে। শিক্ষিত শ্রেণির এ এক অন্ধত্ব। তারা যাচাই করে না যে সেগুলি ইসলামের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না। এটা বিবেচনা না করেই মানুষ ইসলামকে বর্বর, পশ্চাৎমুখী বলে অপবাদ দেওয়া হয়। অথচ পর্দা প্রথার নামে যে জগদ্দল পাথর মোল্লারা মেয়েদের উপরে চাপিয়ে রেখেছে সেটা এসলাম সম্মত নয়। আমাদের নারী কর্মীরা যখন সত্য প্রচারে বা পত্রিকা বিক্রি করতে বের হয়, তাদেরকে অনেকেই প্রশ্ন করে, 'তোমরা ঘর থেকে বের হলে কেন? মেয়েদেরকে রাস্তায় বের করে দিয়ে হেযবুত তওহীদ তো এসলামটা ধ্বংস করে দিচ্ছে।' আবার কেউ বলে, 'রাস্তার মধ্যে এসলামের কথা বলে, এটা আবার কোন এসলাম? হকারি করে মেয়েরা, পত্রিকা বিক্রি করে মেয়েরা, এটা তো কোন দিন দেখি নি।' অনেকে সময় তারা সন্দেহ করে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ অফিসারও একই মন্তব্য করেন, 'মেয়ে মানুষ পত্রিকা বিক্রি করে এমন কখনও দেখিনি।'

... রসুলের সময় সবকাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল অবারিত। অথচ আজ মেয়েদের কেবলই ঘরের কাজে আটকে রাখতে চায় ধর্মব্যবসায়ীরা। জাতির অর্ধেক শক্তিকে এভাবে অপচয় করে তারা জাতির ধ্বংস ডেকে এনেছেন এটা বোঝার শক্তিও তাদের নেই।[১৮২]

---

১৮০. মুসনাদে আহমাদ : হাদীস-৮৬৭২

১৮১. বুখারী : হাদীস-৫৮৯২-৫৮৯৩, মুসলিম : হাদীস-৬২৫

১৮২. হেযবুত তওহীদের নিজস্ব ওয়েব সাইট, প্রশ্নোত্তর বিভাগ। (http://www.hezbuttawheed.org/category/faq/page/4/#collapse5)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এভাবেই তারা পর্দার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ শরঈ ফরজ বিধানকে তাচ্ছিল্য ও বিকৃত করার অপপ্রয়াস চালায়। বলতে চায়, পর্দা বা হিজাব বলতে ইসলামে কিছুই নেই, বর্তমান পর্দা হচ্ছে, মোল্লাদের ফাতওয়া।

পর্দা ও ইসলাম

এখন আমরা দেখি ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিম নরীরা কীভাবে পর্দা পালন করতেন–

শায়খুল ইসলাম হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন–

ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الاجانب. فتح الباري

প্রাচীন ও বর্তমান কালের নারীরা সর্বদাই পরপুরুষদের সামনে চেহারা ঢেকে আসছে।[১৮৩]

ইমাম গাযালী রহ. বলেন,

لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات. فتح الباري

যুগ যুগ ধরেই পুরুষেরা তাদের চেহারা খোলা রাখত আর নারীরা মুখে নেকাব পরে বাইরে বের হত।[১৮৪]

ইসলামী শরীয়তে পর্দার স্বরূপ

এক. আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এটাই তাদের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত।[১৮৫]

দৃষ্টি নত রাখার অর্থ হলো, দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে নেয়া, যা দেখা শরিয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। বেগানা নারীর প্রতি তাকানো, গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি, গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উঁকি মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি ব্যবহার করা শরীয়ত নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত।[১৮৬]

দুই. আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

---

১৮৩. ফাতহুল বারী : ৯/৩৩৭
১৮৪. ফাতহুল বারী : ৯/৩৩৭
১৮৫. সূরা নূর : আয়াত-৩০
১৮৬. তাফসীরে জালালাইন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত করে এবং নিজেদের ভূষণ অন্যদের কাছে প্রকাশ না করে, যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ছাড়া। এবং তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল নিজ বক্ষদেশে নামিয়ে দেয় ... ।[১৮৭]

এখানে ভূষণ দ্বারা শরীরের সেই অংশ বোঝানো হয়েছে, যাতে অলংকার বা আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান করা হয়। এভাবে এ আয়াতে নারীদেরকে হুকুম করা হয়েছে, তারা যেন গায়রে মাহরাম বা পরপুরুষের সামনে নিজেদের গোটা শরীর বড় চাদর বা বোরকা দ্বারা ঢেকে রাখে, যাতে তারা তার সাজ-সজ্জার অঙ্গসমূহ দেখতে না পায়। তবে শরীরে এ রকম অংশ যদি কাজকর্ম করার সময় আপনিই খুলে যায় বা বিশেষ প্রয়োজনবশত খোলার দরকার হয়, তাতে গোনাহ হবে না। সে সম্পর্কে বলা হয়েছে 'যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ছাড়া'। ইবনে জারীর তাবারী রহ. তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, নারী যে চাদর দ্বারা শরীর ঢাকে, এ ব্যতিক্রম দ্বারা সেটাই বোঝানো উদ্দেশ্য, যেহেতু তা আবৃত করা সম্ভব নয়।[১৮৮]

প্রসিদ্ধ হাদীসবিশারদ ও তাফসীরকার আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} عَمَّا لَا يَحِلّ لَهُنَّ نَظَره {وَيَحْفَظْنَ فُرُوجهنَّ} عَمَّا لَا يَحِلّ لَهُنَّ فِعْله بِهَا {وَلَا يُبْدِينَ} يُظْهِرْنَ {زِينَتهنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وَهُوَ الْوَجْه وَالْكَفَّانِ فَيَجُوز نَظَره لِأَجْنَبِيٍّ إِنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَة فِي أَحَد وَجْهَيْنِ وَالثَّانِي يَحْرُم لِأَنَّهُ مَظِنَّة الْفِتْنَة وَرُجِّحَ حَسْمًا لِلْبَابِ

আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে (যে দিকে দৃষ্টিপাত করা তাদের জন্য নয়, তা থেকে)। ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে (যে ক্ষেত্রে লজ্জাস্থানের ব্যবহার বৈধ নয়, তা থেকে)। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে। আর তা হলো, মুখমণ্ডল, উভয় হাতের তালু তথা হাতের কব্জি পর্যন্ত অংশ। সুতরাং ... এক বর্ণনা মতে গায়রে মাহরামের (পরপুরুষের) জন্য তা দেখা হারাম। কেননা

---

১৮৭. সূরা নূর : আয়াত-৩১

১৮৮. তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাতে ফিতনায় লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। আর পাপের পথ রুদ্ধ করার জন্য এ মতটিকেই প্রাধান্য দান করা হয়েছে।[১৮৯]

তিন. আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

(হে নারীরা!) নিজ গৃহে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহেলী যুগের মতো (পর পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না।[১৯০]

এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত দু'টি বিষয় জানা গেল। প্রথমত: প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার নিকট নারীদের বাড়ি থেকে বের না হওয়াই কাম্য– গৃহব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে; এতেই তারা পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে। বস্তুত শরিয়তের চাহিদা অনুযায়ী আসল পর্দা হলো গৃহের অভ্যন্তর অনুসৃত পর্দা। দ্বিতীয়ত এ কথা জানা গেছে যে, শরঈ প্রয়োজনের তাকীদের যদি নারীকে বাড়ি থেকে বের হতে হয়, তবে যেন সৌন্দর্য ও দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন না করে বের হয়; বরং বোরকা বা গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে– এমন চাদর ব্যবহার করে বের হবে।[১৯১]

চার. আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

নবীর স্ত্রীগণের কাছে তোমরা কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ পন্থা তোমাদের অন্তর ও তাদের অন্তর অধিকতর পবিত্র রাখার পক্ষে সহায়ক হবে ...।[১৯২]

এটা ইসলামী ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এর মাধ্যমে নারীর জন্য পর্দা ফরয করা হয়েছে। এখানে যদিও উম্মুল মুমিনীনদেরকেই সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু বিধানটি সাধারণ। অর্থাৎ সবার জন্য প্রযোজ্য।[১৯৩]

পাঁচ. আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

---

১৮৯. তাফসীরে জালালাইন

১৯০. সূরা আহযাব : আয়াত-৩৩

১৯১. তাফসীরে জালালাইন

১৯২. সূরা আহযাব : আয়াত-৫৩

১৯৩. তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের, আপনার কন্যাদের ও মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের (মুখের) উপর নামিয়ে দেয়। এ পন্থায় তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৯৪]

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. বলেন, এটা পর্দার আয়াত, যা সকল নারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।[১৯৫]

এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পর্দার বিধান কেবল নবী-পত্নীদের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং সমস্ত মুসলিম নারীদের জন্যই। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যখন কোনো প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যায়, তখন যেন তাদের চাদর মুখের উপর টেনে দেয় এবং এভাবে তাদের চেহারা ঢেকে রাখে।[১৯৬]

একদল মুনাফিক রাস্তাঘাটে মুমিন নারীদেরকে উত্যক্ত করত। এ আয়াতে পর্দার সাথে চলাফেরা করার একটা উপকার এই নির্দেশ করা হয়েছে যে, পর্দার সাথে চলাফেরা করলে সকলেই বুঝতে পরবে তারা শরীফ ও চরিত্রবতী নারী। ফলে মুনাফিকরা তাদেরকে উত্যক্ত করার সাহস করবে না। যারা বেপর্দা চলাফেরা করে ও সেজেগুজে বের হয় তারাই রাস্তাঘাটে বেশি ঝুট-ঝামেলার শিকার হয়। আল্লামা ইবনে হাইয়্যান রহ. আয়াতটির এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।[১৯৭]

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন–

{يَأَيها النَّبِيّ قُلْ لِأَزْوَاجك وَبَنَاتك وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبهنَّ} جَمْع جِلْبَاب وَهِيَ الْمُلَاءَة الَّتِي تَشْتَمِل بِهَا الْمَرْأَة أَيْ يُرْخِينَ بَعْضهَا عَلَى الْوُجُوه إذَا خَرَجْنَ لِحَاجَتِهِنَّ إلَّا عَيْنًا وَاحِدَة

"হে নবী! আপনি আপনার পত্নীদেরকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন তারা যেন তাদের জিলবাব নিজেদের উপর টেনে নেয়।" অর্থাৎ, চাদরের কিয়দাংশ মাথার নিচে ঝুলিয়ে দেয়। জালাবীব শব্দটি জিলবাব এর বহুবচন। যা দ্বারা মহিলারা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে এবং কেবল এক চোখ খোলা রাখবে।[১৯৮]

ছয়. সুনানে আবু দাউদ শরীফে এসেছে–

---

১৯৪. সূরা আহযাব : আয়াত-৫৯

১৯৫. তাফসীরে জালালাইন, সূরা আহযাব : আয়াত-৫৯

১৯৬. তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

১৯৭. আল বাহরুল মুহীত

১৯৮. তাফসীরে জালালাইন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

عن أمِّ سلمة، قالت: لما نزلت {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: ٥٩]، خرج نِسَاءُ الأنصارِ كأن على رؤوسِهِنَّ الغِرْبانَ مِنَ الأكْسِيَةِ - سنن أبي داود ت الأرنؤوط، كتاب اللّباس: باب في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}.

যখন সূরা আহযাব ৫৯ আয়াত নাযিল হলো তখন থেকে আনসার মহিলারা তাদের মাথায় এমন চাদর জড়িয়ে বের হতেন, মনে হতো তাতে যেন কাক বসে আছে।[১৯৯]

সাত. হজ্জের সময় মহিলাদের চেহারা খোলা রাখার নির্দেশ রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটেও মহিলা সাহাবীদের পর্দার গুরুত্ব প্রদান সম্পর্কে আম্মাজান আয়িশা রাযি. বলেন–

كان الرُّكبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - مُحرِماتٌ، فإذا حاذَوْا بنا سَدَلتْ إحدانا جلبابها مِن رأسِها على وجهها فإذا جاوزُونا كشفناه- سنن أبي داود ت الأرنؤوط كتاب المناسك، باب في المُحرِمةِ تُغطِّي وجهه .

'অনেক কাফেলা আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলাম। তারা আমাদের সামনা-সামনি আসলে আমাদের নারীরা নিজ মুখাবরণ মাথা থেকে নামিয়ে নিজ মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলতেন। অতপর তারা অতিক্রম করে চলে গেলে আমরা মুখ খুলতাম।'[২০০]

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, নারীরা তাদের শরীরের সবটুকু অংশ ঢেকে রেখে পর্দা করার বিষয়টি কীভাবে গুরুত্বসহ পালন করতেন।

কুরআন ও হাদীসের এসব দলীল আমাদের সামনে সত্যিকারের পর্দা ও হিজাবের আসল রূপ তুলে ধরেছে। আমরা বুঝতে পারি না, এতসব স্পষ্ট দলীল থাকতেও হেযবুত তওহীদের ভাইয়েরা কেন ইতিহাসের কিছু অস্পষ্ট ঘটনার কথা বারবার আওড়াতে থাকেন। অথচ একথা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন যে, নির্ভরযোগ্যতার বিচারে আমাদেরকে শরীয়তের বিধি-বিধান কুরআন-হাদীস থেকেই আহরণ করতে হয়, ইতিহাস ও গল্পের বই থেকে নয়। কারণ, ইতিহাসের বই তো আর কুরআন-হাদীস তথা ইলমে ওহীর মতো সংরক্ষিত নয়, যে তাতে কোনো ধরণের ভিত্তিহীন তথ্য বা জালিয়াতি স্থান পাবে না। ইতিহাসের বইতে ভালো-মন্দ, সহীহ-জাল, গ্রহণযোগ্য-অগ্রহণযোগ্য সব

১৯৯. আবু দাউদ : হাদীস-৪১০১
২০০. আবু দাউদ ১৮৩৩, মুসনাদে আহমদ ২৪০২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কথাই লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। ইতিহাসের যে কোনো ছাত্রও তা বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করবে।

১৮. কুরআনের কপি সম্পর্কে বিভ্রান্তি

খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযিআল্লাহু আনহুর খিলাফতের সময় কুরআনের লিখিত কপি তৈরি করা হয়। এর আগে কুরআনের কোনো লিখিত কপি ছিল না। বায়াজীদ খান পন্নী লিখেছে, “ঐ জাতির কাছে আল্লাহর দেয়া সংবিধান কোর'আনের মাত্র কয়েকটি হাতেলেখা কপি ছিল, তাও খলিফা ওসমান রাযি.-এর সময়ের পরে।”[২০১]

মহানবীর সময় কুরআনের লিখিত কপি ছিল

অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই কুরআনের লিখিত কপি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন সঙ্গে নিয়ে শত্রুদেশে সফর করতে নিষেধ করেছেন।[২০২] ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা কুরআন মাজীদ নিয়ে সফর করবে না, কেননা শত্রু থেকে আমি তা নিরাপদ মনে করি না। বর্ণনাকারী বলেন, শত্রুরা হস্তগত করে তোমাদের সাথে তা নিয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হতে পারে।”[২০৩]

প্রিয় পাঠক! কুরআনের কপি যদি না থাকে তবে তা নিয়ে সফর করতে কেন নিষেধ করা হবে? মহানবীর সময় কুরআনের কপি ছিল, সেজন্য মহানবী লিখিত কুরআন সঙ্গে নিয়ে শত্রুদেশে সফর করতে নিষেধ করেছেন। শুধু তাই নয়; রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে অনেক সাহাবায়ে কিরামের কাছে কুরআনের ব্যক্তিগত কপি ছিল। যেমন, বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, ইউসুফ ইবনু মাহিক রহ. বলেন, আমি আয়িশা রাযি. এর কাছে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে আপনি আপনার কুরআনের কপি দেখান। তিনি বললেন, কেন? লোকটি বলল, এ তারতীবে কুরআনকে বিন্যস্ত করার জন্য।

---

২০১. এ সলামের প্রকৃত রূপরেখা, পৃষ্ঠা ১৪, মহাসত্যের সন্ধানে, পৃষ্ঠা ৫৪, মহাসত্যের আহ্বান, পৃষ্ঠা ১৭-১৮, যুগসন্ধিক্ষণে আমরা, পৃষ্ঠা ৮, এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব, পৃষ্ঠা ৬৪, এসলাম শুধু নামে থাকবে, পৃষ্ঠা ১৩-১৪

২০২. বুখারী ২৮২৮, মুসলিম ১৮৬৯। رواه صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وصحيح مسلم كتاب الإمارة، باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم

২০৩. সহীহ মুসলিম: ১৮৬৯। رواه صحيح مسلم كتاب الإمارة، باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সহীহ বুখারীর (৪৯৯৩) বর্ণনাটি নিম্নরূপ-

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير ؟ قالت ويحك وما يضرك . قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك قالت لم ؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف قالت وما يضرك أيه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه و سلم وإني لجارية ألعب { بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر } . وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السورة. صحيح صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে-

আবু ইউনুস র. বলেন, এক সময়ে আয়িশা রাযি. আমাকে কুরআন মাজীদের একটি কপি লিখে দিতে বলেন। তিনি বলেন, লিখতে লিখতে যখন সূরা বাকারা ২৩৮ আয়াত পর্যন্ত আসবে তখন আমাকে জানাবে। আবু ইউনুস রহ. বলেন, আমি এ আয়াতে পৌঁছে তাঁকে জানালাম। তখন তিনি আমাকে আয়াতটি এভাবে লিখতে বললেন।...[২০৪]

সালেম বিন আবদুল্লাহ বলেন, তিনি মাসলামা বিন আবদুল মালিকের সাথে রোমে ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তির মালপত্রের মধ্যে একটি চোরাই মাল পাওয়া গেল। মাসালামা সালেমকে তার মত জিজ্ঞেস করলেন। সালেম বললেন, উমরের নিকট থেকে আব্দুল্লাহ আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার মালপত্রের মধ্যে কোনো চুরি করা জিনিস পাবে, তা পুড়িয়ে দাও। সালেম বলেন, তারপর মাসলামা তার মাল বাজারে বের করলেন। তাতে এক কপি কুরআন মাজীদ পেলেন। সে সম্পর্কে সালেমকে তার মত জিজ্ঞেস করলেন। সালেম বললেন, কুরআনের কপিটি বিক্রি করে তার মূল্য সদকা করে দিন।[২০৫]

একটি হাদীসে কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত সম্পর্কে এসেছে-

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قِرَاءَةُ الرَّجُلِ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِ الْمُصْحَفِ أَلْفُ دَرَجَةٍ، وَقِرَاءَتُهُ فِي الْمُصْحَفِ يُضَاعَفُ

২০৪. মুসলিম : ১৩১৪
২০৫. মুসনাদে আহমদ ১৪৪, আবু দাউদ ২৭১৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَلْفَيْ دَرَجَةٍ» مشكاة المصابيح كتاب فضائل القرآن - الفصل الثالث كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، في فضائل تلاوة القرآن، المعجم الكبير للطبراني، بَابٌ فِي فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

মহানবী ﷺ বলেছেন, "কোনো ব্যক্তির (কুরআন দেখা ছাড়া) মুখস্থ পড়া এক হাজার গুণ মর্যাদা সম্পন্ন। আর কুরআন খুলে দেখে দেখে পড়া মুখস্থ পড়ার দু' বা দু' হাজার গুণ পর্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন।" কুরআনুল কারীমের লিখিত কপি ছিল বিধায় আল্লাহর নবী দেখে পড়া ও না দেখে পড়ার আলাদা-আলাদা ফযীলত বর্ণনা করেছেন।[২০৬]

আবু বকর সিদ্দীক ও উমর রাযি.-এর সময় কুরআনের কপি

কুরআনের লিখিত কপি (সঙ্কলিত মুসহাফ) আবু বকর রাযি.-এর কাছে রক্ষিত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তা উমর রাযি.-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। অতঃপর তা উমর রাযি.-এর কন্যা হাফসা (রাযি.)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল।[২০৭]

উসমান রাযি.-এর সময় কুরআনের কপিঃ আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, উসমান ইবনু আফফান রাযি. এই কথা বলে হাফসা রাযি.-এর নিকট লোক পাঠান যে, আপনার নিকট রক্ষিত কুরআনের মুসহাফ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আমরা সেটি হতে কপি করার পর তা আপনাকে আবার ফেরত দিব।[২০৮]

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বকর ও উমর রাযি.-এর সময় কুরআনের কপি বিদ্যমান ছিল- যা অনেকগুলো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সেখানে এ দাবী নিতান্তই মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং প্রকারান্তরে কুরআনের নির্ভরযোগ্যতার উপর প্রশ্ন তোলার শামিল যে, উসমান রাযি. এর আগে কুরআনের কোনো লিখিত কপিই ছিল না।

১৯. আল্লাহ তাআলা যা করতে পারেন, মানুষও তা করতে পারে

"আল্লাহ আদম অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি করলেন। আদমের মধ্যে আল্লাহ তাঁর রূহ থেকে ফুঁকে দিলেন। অর্থাৎ আদমের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, যা আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই, তা এবং আল্লাহর অন্যান্য সকল সিফত্ বা গুণ প্রবেশ করিয়ে

---

২০৬. মিশকাত : ২১৬৭, কানযুল উম্মাল : ২৩০৪, তাবারানী : ৬০১
২০৭. বুখারী : ৪৪০২ (صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة التوبة)
২০৮. তিরমিযি : ৩১০৩ (الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله، باب من سورة التوبة)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দিলেন। কাজেই এই নতুন অসাধারণ সৃষ্টির নাম দিলেন আল্লাহর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি।"[২০৯]

"আল্লাহ তাঁর নিজের আত্মা, যেটাকে তিনি বলছেন- আমার আত্মা, সেটা থেকে আদমের মধ্যে ফুঁকে দেওয়ার অর্থ আল্লাহর কাদেরিয়াত অর্থাৎ **যা ইচ্ছা তা করার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসহ আল্লাহর সমস্ত সিফত, গুণ, চরিত্র আদমের মধ্যে চলে আসা**। আল্লাহর রুহ আদমের অর্থাৎ মানুষের ভেতরে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে অন্যান্য সমস্ত সৃষ্ট জিনিসের চেয়ে বহু ঊর্ধ্বে উঠে গেল, কারণ তার মধ্যে তখন **স্বয়ং আল্লাহর সমস্ত সিফত্‌সহ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি এসে গেল** যা আর কোন সৃষ্টির মধ্যে নেই। সে হয়ে গেল আশরাফুল মাখলুকাত, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানিত। স্বাধীন ইচ্ছশক্তিসহ আল্লাহর রূহ্‌ যে তিনি মানবের দেহের ভেতর স্থাপন করলেন এটাই হলো মানুষের কাছে তাঁর আমানত যে আমানত মানুষ ছাড়া আর কারো কাছে নেই।"[২১০]

আল্লাহ তাআলার মত বা সমতূল্য কেউ নেই

পন্নী বলছে, আল্লাহর সকল গুণ মানুষকে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যা করতে পারেন (নাঊযুবিল্লাহ) মানুষও তাই করতে পারবে। পবিত্র কুরআন সূরা শুরা **১১** আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তাঁর মত কোনো কিছু নেই"। ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, প্রজ্ঞা, দেখা-শুনা- কোনো দিক থেকেই কেউ তাঁর মত নয়। তিনি আরো বলেছেন–

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

বলুন, কেবল আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি একাই এমন যে, তাঁর ক্ষমতা সবকিছুতে ব্যাপ্ত।[২১১]

অন্যত্র আছে, "বলুন! আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি এবং **তাঁর সমতুল্য কেউ নেই**।"[২১২]

সূরা (৪১) হামীম সিজদাহ ৯ আয়াতে মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে, "তোমরা কি আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরীক করছ? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক।" 'আল্লাহর কাদেরিয়াত অর্থাৎ যা ইচ্ছা তা করার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসহ আল্লাহর সমস্ত সিফত, গুণ' মানুষের মধ্যে বিদ্যমান– এই বক্তব্য কুরআনের সুস্পষ্ট বিরোধী।

---

২০৯. মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর আকীদা : পৃষ্ঠা-৫

২১০. তাকওয়া ও হেদায়াহ, পৃষ্ঠা ২, দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা! পৃষ্ঠা ১০, এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃষ্ঠা ১৮

২১১. সূরা রাদ : ১৬

২১২. সূরা ইখলাস

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

২০. ব্যক্তিগত জীবনে তাওহীদ মানা শিরক

"আজকের ব্যক্তিগত জীবনের ওয়াহ্দানীয়াত নয়, পূর্ণ জীবনের ওয়াহ্দানীয়াত, ব্যক্তিগত ও জাতীয় উভয় জীবনের ওয়াহ্দানীয়াত। **শুধু ব্যক্তিগত জীবনের ওয়াহ্দানীয়াত হোচ্ছে শেরক।** ... আজ পৃথিবীর অতি মুসলিমরা নামাযে, রোযায়, হজ্বে, তাহাজ্জুদে, তারাবিতে, দাড়িতে, টুপি-পাগড়ীতে, পাজামায়, কোর্তায় নিখুঁত। শুধু একটি মাত্র ব্যাপারে তারা নেই, সেটা হলো তাওহীদ, ওয়াহ্দানীয়াত। যে আংশিক অর্থাৎ **ব্যক্তিগত ওয়াহ্দানীয়াত ঐ অতি মুসলিমদের মধ্যে আছে তা আল্লাহ্ আজও যেমন ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান কোরে রেখেছেন, হাশরের দিনও তেমনি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান কোরবেন।**"[২১৩]

একনিষ্ঠভাবে তাওহীদ মানা আবশ্যক

আল্লাহ তাআলা কী প্রত্যাখ্যান করছেন আর কোনটি করেননি সেটা জানার জন্য ওহী তথা আল্লাহ্ প্রদত্ত সংবাদ জরুরী। বায়াজীদ খান পন্নীর কাছে এই সংবাদ কে দিল যে, "ব্যক্তিগত ওয়াহ্দানিয়্যাত আল্লাহ্ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং হাশরের দিনও প্রত্যাখ্যান করবেন"? এটা কি জালিয়াতি নয়? কোনো কথাকে অহেতুক আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা কি মিথ্যা নয়?

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

যে ব্যক্তিই নিজ চেহারা আল্লাহর সামনে নত করবে এবং সে সৎকর্মশীল হবে, সে নিজ প্রতিপালকের কাছে তার প্রতিদান পাবে। এরূপ লোকদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[২১৪]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে এ সাক্ষ্য দেবে যে, 'আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল'- তার জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।"[২১৫] কুরআন ও হাদীসে বলা হচ্ছে, ব্যক্তিগত জীবনে তাওহীদ মান্য (বচনভঙ্গি লক্ষ্য করুন 'যে ব্যক্তি') করলে নাজাত পাবে। পক্ষান্তরে পন্নী বলছে, এটা শিরক।

---

২১৩. এ ইসলাম ইসলামই নয় : পৃষ্ঠা-১৮৬-১৮৭

২১৪. সূরা বাকারা : আয়াত-১১২

২১৫. বুখারী, হাদীস নং ১২৮, মুসলিম হাদীস নং ১৫৭ (صحيح البخاري، كتَابُ العلم، باب مَن خَصَّ بالعِلمِ لَهُ بِالإِيمَانِ وَهُوَ غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَحَرُمَ عَلَى النَّارِ.)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "নিজেকে রক্ষা কর; জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচাও।" পাশাপাশি অন্যান্যদের বাঁচানোর চেষ্টা করা, মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে মানতে উৎসাহিত করা অবশ্যই পূণ্যের কাজ। তাই বলে নিজে বাঁচার চেষ্টা করা শিরক নয়। নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল শিরক বলেননি; বরং নিজেকে আগে বাঁচাতে বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, "হে মুমিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।"[২১৬] বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যুলুম করা থেকে নিজেকে বাঁচাও।"[২১৭] বিভিন্ন ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, "নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।"[২১৮] এমনকি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজেকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনে পাহাড়ে আশ্রয় নিতে হবে।[২১৯]

২১. আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা অনাবশ্যক?

"প্রশ্ন আসে তবে কি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের প্রয়োজনীয়তা এ দীনে নেই? আছে, আগেই বলেছি এ দীন ভারসাম্যযুক্ত, কাজেই দুটোই আছে। কিন্তু প্রথম হলো পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত কোরে শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা কোরে, তারপর আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা। প্রথমটা ফরজ, দ্বিতীয়টা নফল।" -এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃষ্ঠা ১১০

আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করাই উদ্দেশ্য

বায়াজীদ খান পন্নীর মতে সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করা ফরয আর আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা নফল। অথচ ইসলামের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করা। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর সন্তান এবং স্ত্রীকে মক্কায় জনশূন্য স্থানে রেখে এসেছিলেন এবং তাঁর কলিজার টুকরা একমাত্র সন্তান ইসমাঈল আ. কে কুরবানী করতে গিয়েছিলেন।[২২০]

আবু হুরাইরাহ রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

২১৬. সূরা তাহরীম ৬

২১৭. মুসলিম, হাদীস নং ৬৭৪১ (صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآدب، باب تحريم الظلم.)

২১৮. মুসলিম, হাদীস নং ৫২২ (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب فى قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين)

২১৯. বুখারী, হাদীস নং ১৯ (صحيح البخاري، كتاب الإيمان باب من الدين الفرار من الفتن)

২২০. বিস্তারিত, সূরা বাকারা সূরা নাহল ও সূরা সাফফাত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা যথারীতি আমল করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ কর।"[২২১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তবে অবশ্যই কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে। অতঃপর তিনি চলে গেলেন এবং লোকজন কাঁদতে লাগলো। তখন আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিল করেন, হে মুহাম্মাদ! আমার বান্দাদেরকে কেন নিরাশ করছেন। নবী ﷺ ফিরে এসে বলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, সরল পথ অবলম্বন করো এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে তৎপর হও।"[২২২] আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করা ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেখানে পন্নী বলছে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা অনাবশ্যক। হতে পারে পন্নীর এসলামে এটা অনাবশ্যক কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামে নিঃসন্দেহে এটা আবশ্যক।

২২. ঈসা (আ.) ইহুদী ছিলেন?

পন্নী সাহেব বলেছেন, "ঈসা আ. খাঁটি ইহুদি বংশে জন্মেছিলেন, নিজে ইহুদি ছিলেন, তাঁর প্রত্যেকটি শিষ্য ইহুদি ছিলেন, ইহুদিদের বাইরে তাঁর শিক্ষা প্রচার করা তাঁরই নিষেধ ছিল।"[২২৩]

পন্নী বলছে ঈসা আ. ইহুদী ছিলেন। অথচ কুরআন বলছে, পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলগণ মুসলমান ছিলেন এবং তারা ইসলাম ধর্মের দাওয়াত দিয়েছেন। কুরআনে সকল নবীদের আলোচনা করা হয়নি তবে, যে কয়জন নবীর আলোচনা আসছে, তাদের ধর্ম 'ইসলাম' উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, আদম আলাইহিস সালাম (সূরা বাকারা ৩৮), হযরত নূহ আ. (সূরা ইউনুস ৭২), ইবরাহিম আ. (সূরা আল ইমরান ৬৭), ইসমাঈল আ. ইসহাক আ. ও ইয়াকুব আ. (সূরা বাকারা ১৩৩) তাঁরা সবাই মুসলমান ছিলেন।

হযরত মূসা আ. (সূরা ইউনুস ৮৪), সুলায়মান আ. (সূরা নামল ৪৪), ইউসুফ আ. (সূরা ইউসুফ ১০১), ঈসা আ. ও তাঁর শিষ্যরা (সূরা আল ইমরান ৫২) মুসলমান ছিলেন। নবী-রাসূলগণের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর অনুসারীরাও মুসলমান।[২২৪]

---

২২১. বুখারী, হাদীস নং ৬০৯৯ (صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل)

২২২. আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ২৫৩, ইবনে হিব্বান ১১৩

২২৩. মো'মেন, মুসলিম ও উঃ মোহাম্মদীর আকীদা : পৃষ্ঠা-১৪

২২৪. সূরা আলে ইমরান : আয়াত-২০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঈসা আ. ও তাঁর অনুসারীরা মুসলমান ছিলেন

সূরা শুরা ১৩ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ঈসা আলাইহিস সালাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন অর্থাৎ মুসলমান ছিলেন। সূরা আনআম ৮৫ আয়াতে বলা হয়েছে, ঈসা আ. পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সূরা আলে ইমরান ৫২ আয়াতে বলা হয়েছে, ঈসা আ.-এর শিষ্যগণ মুসলমান ছিলেন। সুতরাং পন্নী সাহেব ও তার অনুসারীদের বিশ্বাস কুরআনের সরাসরি বিপরীত।

২৩. নবীকে তাবলীগের আদেশ দেয়া হয়নি

হেযবুত তওহীদের এমাম লিখেছে, তাবলীগ করে দ্বীনে প্রবেশ করার নির্দেশ আল্লাহ তার রাসূলকে দেননি। "আল্লাহ তার রসুলকে (দঃ) যে দীন জীবন-বিধান দিয়ে পৃথিবীতে পাঠালেন তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য পথ, প্রক্রিয়া, তরিকা স্থির কোরলেন সামরিক। অর্থাৎ **আল্লাহ তার প্রেরিতকে এ নির্দেশ দিলেন না যে, তুমি মানুষকে বক্তৃতা, ওয়ায কোরে যুক্তি দিয়ে এই দীনের মাহাত্ম্য-গুণ বর্ণনা** কোরে মানুষকে এটা গ্রহণ কোরতে আহবান কর। এ নির্দেশেও দিলেন না যে **তবলীগ কোরে পৃথিবীর মানুষকে এই দীনে প্রবেশ করাও।**"[২২৫]

দাওয়াত ও তাবলীগ ছিল মহানবীর অন্যতম একটি কাজ

কোনো ঈমানদার কখনো এমন কথা বলতে পারে না। সকল মুসলিমগণ জানেন, মক্কায় একাধারে তের বছর শুধু দাওয়াত ও তাবলীগ চলছে। মদীনায় যাওয়ার পর জিহাদ ফরয হয়েছে। তখনও জিহাদের কাফেলা পাঠানোর সময় আল্লার নবী বলতেন, তোমরা প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিবে, দ্বিতীয়ত বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া প্রদান করতে বলবে। যদি তারা এ দু'টির কোনোটি স্বীকার না করে, তবে তাদের সঙ্গে জিহাদ করবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে অনেক আয়াতে বলেছেন যে, হে নবী! আমি আপনিকে দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য পাঠিয়েছি। ইরশাদ হচ্ছে–

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

আপনি নিজ প্রতিপালকের পথে মানুষকে ডাকুন (দাওয়াত দিন) হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আর (যদি কখনো বিতর্কের দরকার পড়ে, তবে) তাদের সাথে বিতর্ক করবেন উৎকৃষ্ট পন্থায়। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক যারা তার পথ

---

২২৫. এ ইসলাম ইসলামই নয় : পৃষ্ঠা-৩৩৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন এবং তিনি তাদের সম্পর্কেও পরিপূর্ণ জ্ঞাত, যারা সৎপথে প্রতিষ্ঠিত।[২২৬]

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে আরো বলেছেন,

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

হে রাসূল! আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তার তাবলীগ (প্রচার) করুন। যদি তা না করেন, তবে তার অর্থ হবে আপনি আল্লাহর বার্তা পৌঁছালেন না। আল্লাহ তাআলা আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।[২২৭]

কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "(হে নবী) আমি আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি।"[২২৮]

মহানবীর দায়িত্ব ছিল মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছে দেয়া বা তাবলীগ করা।[২২৯]

কুরআনের এতগুলো আয়াতের বিপরীতে পন্নী বলছে, "আল্লাহ তার রসুলকে নির্দেশ দিলেন না যে, তুমি মানুষকে বক্তৃতা, ওয়ায কোরে যুক্তি দিয়ে এই দীনের মাহাত্ম্য-গুণ বর্ণনা কোরে মানুষকে এটা গ্রহণ কোরতে আহবান কর।" অথচ আল্লাহ তাআলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রাসূলকে ওয়ায করতে বলেছেন।[২৩০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্যকে এনে দেয় আর আমার বাম হাতে চন্দ্রকে এন দেয় এবং এর বিনিময়ে তারা চায় আমি মানুষকে আল্লাহ দিকে দাওয়াত দেয়া ছেড়ে দিই তবে আমি তা কখনোই ছাড়ব না। যতক্ষণ না আল্লাহ এ দীনকে বিজয় দান করেন কিংবা আমি এ পথে আমার জীবন বিলিয়ে দিই।[২৩১]

২৪. কালিমাতুত তাওহীদের বিকৃত অর্থ

পন্নী লিখেছে, "লাইলাহা ইল্লাহ' অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো বিধান দাতা নেই।"[২৩২]

---

২২৬. সূরা নাহল : আয়াত-১২৫
২২৭. সূরা মায়িদা : আয়াত-৬৭
২২৮. সূরা সাবা ২৮, আরো দেখুন, সূরা ফাতির ২৩, আল ইমরান ৪৭, শুআরা ১১৫, মায়িদা ১৯, আরাফ ১৮৪, ১৮৮, হুদ ২, ১২, ২৫, হজ্জ ৪৯, কাসাস ২৮, আনকাবুত ৫০, সাজদাহ ৩, সাবা ৩৪, ৪৪, ৪৬, ফাতির ২৩, ২৪, ৪২, ইয়াসীন ১১, স্বয়াদ ৭০, যুখরুফ ২৩, আহকাফ ৯, যারিআত ৫০, ৫১, নাজম ৫৬, মূলক ৮, ৯, ১৭, নূহ ২
২২৯. সূরা নাহল ৮২, সূরা মায়িদা ৬৭, সূরা আহযাব ৩৯ ও সূরা সাবা ২৮
২৩০. দেখুন, সূরা যারিআত ৫৫, সূরা আলা ৯, সূরা গাশিয়াহ ২১
২৩১. ইবনে হিশাম ১/২৬৬, আর রাহিকুল মাখতুম ৬৯
২৩২. মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর আকীদা : পৃষ্ঠা-৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

"প্রকৃত তওহীদ অর্থাৎ লা-এলাহা এল্লা আল্লাহ হচ্ছে আল্লাহকে ছাড়া আর সমস্ত রকম ক্ষমতাকে অস্বীকার করা; এবং এই অস্বীকার জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্ব অঙ্গনে।"[২৩৩]

"আল্লাহ নিজের সম্বন্ধে যে শব্দটি ব্যবহার কোরেছেন সেটা হলো 'এলাহ'। বর্তমানে এর অনুবাদ করা হয় 'উপাস্য' শব্দ দিয়ে। এই উপাস্য শব্দ দিয়ে এর অনুবাদ হয় না। কিন্তু 'এলাহ' শব্দ আল্লাহ এ অর্থে ব্যবহার করেননি। তিনি যে অর্থে ব্যবহার কোরেছেন তার অর্থ হোল- যার বিধান এবং নির্দেশ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি ব্যাপারে অলংঘনীয়।"[২৩৪]

"সালাহ্ ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরদ অর্থাৎ অবশ্যকরণীয়। কিন্তু সালাহ্, যাকাহ্, হজ্ব, সওম এমনকি জিহাদ পর্যন্ত ইসলামের সকল কাজের পূর্ব শর্ত হচ্ছে আল্লাহকে একমাত্র এলাহ্ (হুকুমদাতা) হিসাবে গ্রহণ করে নেওয়া। এই লা-এলাহা এল্লা আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া হুকুমদাতা নাই অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বা তওহীদের ঘোষণা ছাড়া কেউ মুমিন হতে পারে না। তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, এই তওহীদ বর্তমানের ব্যক্তি জীবনের আংশিক তওহীদ নয়, এ তওহীদ সার্বিক জীবনের তওহীদ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, শিক্ষা ইত্যাদি মানব জীবনের সর্ব অঙ্গনের তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। অর্থাৎ জীবনের সর্ব অঙ্গনে যেখানে আল্লাহ ও তার রসুলের কোনো বক্তব্য আছে সেখানে আর কারও কোনো হুকুম না মানা। যে বা যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিয়ে নবী রসুলদের মাধ্যমে পাঠানো আইন-কানুন, আদেশ-নিষেধকে তাদের সমষ্টিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করবে তাদের আমল তিনি গ্রহণ করবেন, ব্যক্তিগত সমস্ত অপরাধ, গোনাহ মাফ করে তাদের জান্নাতে স্থান দেবেন।"[২৩৫]

কিছুই না মানা। একেই আল্লাহ কোর'আনে বলছেন "সেই ভিত্তিটি হচ্ছে তওহীদ, একমাত্র প্রভু, একমাত্র বিধাতা (বিধানদাতা) আল্লাহ, যার আদেশ, নির্দেশ, আইন-কানুন ছাড়া অন্য কারো আদেশ, নির্দেশ, আইন-কানুন দীনুল কাইয়্যেমা।"[২৩৬]

"দীনের প্রবেশদ্বার হোচ্ছে তওহীদ- 'আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে হুকুমদাতা মানবো না' এই সাক্ষ্য দেওয়া।"[২৩৭]

'ইলাহ' শব্দের অর্থ 'মাবুদ'

আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো বিধানদাতা নেই- এটা সকল মুমিনের বিশ্বাস।

---

২৩৩. ইসলামের প্রকৃত সালাহ, পৃষ্ঠা ৯

২৩৪. এ ইসলাম ইসলামই নয়, পৃষ্ঠা ২২-২৩, ২৪, ৮৬

২৩৫. বজ্রশক্তি, আগষ্ট ২৪, ২০১৫

২৩৬. তওহীদ জান্নাতের চাবি : পৃষ্ঠা-২৬

২৩৭. এসলাম শুধু নামে থাকবে, পৃষ্ঠা ১০৪, এসলামের প্রকৃত রূপরেখা, পৃষ্ঠা ২৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কারণ, আল্লাহ তাআলা একমাত্র স্রষ্টা। সকল সৃষ্টি তাঁর, এজন্য সবকিছুর মালিকানাও তাঁর। যখন মালিকানা তাঁর তখন বিধানও মানতে হবে একমাত্র তাঁর। এ সম্পর্কে কুরআনের সূরা আনআম ৫৮ আয়াতে বলা হয়েছে, 'إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ' "আল্লাহ ছাড়া আর কারোর হুকুম চলে না।" একই কথা সূরা ইউসুফ ৪০ ও ৬৭ আয়াতেও রয়েছে।

বায়াজীদ খান পন্নীর একাধিক বক্তব্য থেকে একটি বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, মানুষ ও আল্লাহ তাআলার মাঝে আসল সম্পর্ক ও বন্ধন হচ্ছে, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক, রাষ্ট্র ও প্রজার সম্পর্ক। পন্নীর সামগ্রিক বক্তব্য এমন- নবী-রাসূলদের প্রেরণ, আসমানী কিতাবসমূহের অবতরণ এবং দাওয়াত-তাবলীগের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ হল, আল্লাহর তাআলার শাসনকর্তৃত্ব ও তাঁর সর্বক্ষমতা স্বীকারের উপর সবার স্বীকৃতি আদায় করা ও সে মোতাবেক জীবন-যাপনের উপর সবাইকে অনুগত করা।

বিজ্ঞ পাঠক! উল্লিখিত বিষয়গুলো যদিও আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনা ও ইসলাম গ্রহণ করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ও ইসলামের স্বাভাবিক দাবী। কিন্তু আল্লাহর মহান সত্ত্বা ও গুণবাচক বিশেষণসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো তাঁর নিজ মাখলুকাতের সাথে সম্পর্ক ও মাখলুকাতের তাঁর সাথে সম্পর্কের অত্যন্ত গৌণ অংশ ও অতি তুচ্ছ একটি বিষয়। প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টা ও সৃষ্টির, বান্দা ও মাবুদের সম্পর্কটি শাসক ও শাসিতের, রাজা ও প্রজার সম্পর্কের চেয়ে অনেক অনেক বিস্তৃত, বেশি গভীর, বেশি পবিত্র ও বেশি সুন্দর।[২৩৮]

আমাদের আলোচ্য বিষয় এটা নয়; এখানে আলোচনার প্রসঙ্গ হলো: 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্যে ব্যবহৃত 'ইলাহ' শব্দের অর্থ। পন্নী ও তার অনুসারীরা বলে, কালিমাতুত তাওহীদের অর্থ হলো, "আল্লাহ ছাড়া কোনো বিধানদাতা নেই।" আমরা বলি, "আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।"

বিষয়টি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ এভাবে বিশ্লেষণ করা যায়-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্যে দু'টি অংশ রয়েছে। 'লাইলাহা' অর্থ: কোনো ইলাহ নেই। 'ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ ছাড়া। কালিমাতুত তাওহীদে ব্যবহৃত 'ইলাহ' শব্দের অর্থ হলো: মাবুদ, উপাস্য বা ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার/প্রকৃত কোনো মাবুদ নেই। ৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান-প্রণেতা আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে ফারিস বলেন-

(اله) الهمزة واللام والهاء أصل واحد، وهو التعبّد. فالإله الله تعالى، وسمّيَ بذلك لأنه معبود. معجم مقاييس اللغة ج١ ص١٢٧

---

২৩৮. عصر حاضر میں دین کی تفہیم وتشریح بقلم أبو الحسن علی ندوي

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হামযা, লাম ও হা মূল অক্ষরবিশিষ্ট 'ইলাহ' শব্দটির একটিই মূল অর্থ। তা হলো: 'ইবাদত' করা। আল্লাহ তাআলা 'ইলাহ'। কারণ, তিনি মাবুদ বা তাঁর ইবাদত করা হয়।

বিখ্যাত অভিধান 'আল মুজামুল ওয়াসীত' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "এমন সকল ব্যক্তি, বস্তু বা দ্রব্যকে 'ইলাহ' বলা হয়- যার ইবাদত করা হয়।"[২৩৯] কুরআন-হাদীসে 'ইলাহ' শব্দটি 'মাবুদ' উপাস্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, কোনো কোনো সম্প্রদায় সূর্যের পূজা করত, সেজন্য সূরা আরাফ ১২৭ আয়াতে সূর্যকে 'ইলাহ' বলা হয়েছে। এভাবে সূরা আম্বিয়া ২১ আয়াতে মূর্তিকে ইলাহ বলা হয়েছে। মক্কার কাফিররা নিজের হাতে মূর্তি তৈরি করত; যারা কথা বলতে পারত না। অথচ কুরআনে ব্যবহৃত শব্দটি হলো 'ইলাহ'। আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন–

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا

অর্থ: মানুষ তাকে [আল্লাহকে] ছেড়ে এমন সব **ইলাহ** গ্রহণ করে নিয়েছে, যারা কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। তাদের নেই নিজেদেরও কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা। আর না আছে কারো মৃত্যু ও জীবন দান কিংবা কাউকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতা।[২৪০]

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

এবং (সেই সময়ের বৃত্তান্ত শুনুন) যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বলেছিল, আপনি কি মূর্তিদেরকে **ইলাহ** বানিয়ে নিয়েছেন? আমি তো দেখছি, আপনি আপনার সম্প্রদায় স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছেন।[২৪১]

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

(মক্কার কাফিররা বলল) সে (মুহাম্মাদ) কি সমস্ত ইলাহকে এক ইলাহে পরিণত করেছে? এটা তো বড় আজব কথা![২৪২]

এভাবে কুরআনের অনেক আয়াতে 'ইলাহ' শব্দটি 'মাবুদ/উপাস্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থাকলাম।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

"إِنَّ الإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ

---

২৩৯. আল মুজামুল ওয়াসীত, বাবুল হামযা, ১ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৫
২৪০. সূরা ফুরকান : আয়াত-৩
২৪১. সূরা আনআম : আয়াত-৭৪
২৪২. সূরা সোয়াদ : আয়াত-৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ " صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত- এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই, সালাত কায়িম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের সাওম পালন করা ও বাইতুল্লাহ্‌র হজ্জ করা।[২৪৩]

ইসলামের সর্বপ্রধান ও প্রথম ভিত্তি যে কালিমা, তার অর্থকে এভাবে বিকৃত করার মাধ্যমে জনাব পন্নী সাহেব উম্মতকে কোন ইসলামের পথে নিয়ে যেতে চান, তা অবশ্যই ভেবে দেখা উচিত।

মূল উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের উপকরণ

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, পাপিষ্ঠ জাহান্নামীদেরকে ফিরিশতা জিজ্ঞাসাবাদ করবে- কোন্ জিনিস তোমাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছে? তারা বলবে, আমার নামাযী ছিলাম না, আমরা মিসকীনদেরকে খাবার দিতাম না। আর যারা অহেতুক আলাপ-আলোচনায় মগ্ন হত, আমরাও তাদের সঙ্গে তাতে মগ্ন হতাম এবং কর্মফল দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতাম।[২৪৪]

"ধ্বংস মুশকিদের জন্য- যারা যাকাত আদায় করে না।"[২৪৫]

সূরা আনফাল শুরুতে মুমিনের পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে, আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর ভীত হয়, কুরআন শ্রবণে তাদের ঈমান বেড়ে যায়, তারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, নামায কায়েম করে এবং দান করে। তারপর বলা হয়েছে, "তারা হলো প্রকৃত মুমিন।"

প্রিয় পাঠক! এ সকল আয়াত থেকে পরিস্কার জানা যায়, নামায, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত দীনী ব্যবস্থাপনার মাঝে মৌলিক ও কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখে; বরং এগুলোই হলো প্রকৃত লক্ষ্য ও প্রকৃত কাম্য। (এগুলো কে যদি কোনো কিছুর অর্জন করার মাধ্যম বলতে হয় তাহলে তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্য অর্জন করারই মাধ্যম বলতে হবে।) এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং জবাবদিহীও করতে হবে। বাকী অন্যান্য বিষয়গুলো যেমন, আল্লাহর শাসন কায়িম করা ও মানবসভ্যতাকে কল্যাণ ও সফলতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা; এগুলো হচ্ছে মূল ইবাদতের মাধ্যম ও উপকরণমাত্র। মূল

২৪৩. মুসলিম : হাদীস-১২৩, বুখারী: হাদীস-৪২৪৩
২৪৪. সূরা মুদ্দাসসির : আয়াত-৪০-৪৬
২৪৫. সূরা হা মীম সিজদাহ : আয়াত-৬-৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হলো, আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।"[২৪৬]

২৫. ছদ্মবেশী জঙ্গী সংগঠন

মূলত হেযবুত তওহীদ একটি ছদ্মবেশী জঙ্গী সংগঠন। সশস্ত্র সন্ত্রাসের মাধ্যমে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলোতে তাদের এই উগ্রবাদী তৎপরতা সম্পর্কে বহু প্রামাণ্য সংবাদ আগেও প্রকাশিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। গণমাধ্যম তথা পত্র-পত্রিকার খোঁজ-খবর রাখেন যারা, তারা নির্দিধায় বিষয়টি স্বীকার করবেন। প্রসঙ্গত আমরা এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন দেখবো।

দৈনিক কালের কণ্ঠ

"ঘটনাটি গত (১৯-২-২০১৫) বৃহস্পতিবারের। রাজধানীর বারডেম হাসপাতালের একজন চিকিৎসকের কক্ষে যান দুই যুবক। তাঁরা নিজেদের হেযবুত তওহীদের মুজাহিদ (সদস্য) পরিচয় দিয়ে ওই চিকিৎসককে দাওয়াতপত্র দেন। এরপর সংগঠনকে সহায়তার জন্য চাঁদা দাবি করেন। সেই অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র পেয়ে বিব্রত হন চিকিৎসক। তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, 'পত্রপত্রিকায় দেখেছিলাম, ওই সংগঠনটি জঙ্গিবাদের অভিযোগে কালো তালিকাভুক্ত। সেই সংগঠন এখন প্রকাশ্যে চাঁদা চাইতে এলো! স্মার্ট দুই যুবক এসে বলছে- তারা দেশের এমন অবস্থায় কিছু করতে চায়। আসলে কী হচ্ছে? এগুলো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জঙ্গিবাদ বিষয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠা এ সংগঠনের বিরুদ্ধেই মৌলবাদী প্রচারণাসহ জঙ্গিবাদের অভিযোগ আছে। হেযবুত তওহীদ বা এর অঙ্গীভূত কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। গত বছরের ২৩ নভেম্বর এ-সংক্রান্ত একটি চিঠি জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। গত ২২ জানুয়ারি জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগে 'কালো তালিকাভুক্ত' সংগঠন হেযবুত তওহীদ বা এর কোনো অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে যোগ না দিতে ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের সতর্ক করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

গোয়েন্দা সূত্র জানায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যেসব 'সন্দেহভাজন' সংগঠন নিষিদ্ধকরণের পর্যালোচনার তালিকায় আছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হেযবুত তওহীদ। এক বছর ধরে সংগঠনটি প্রচারণার নতুন কৌশল গ্রহণ করেছে।

---

২৪৬. সূরা যারিয়াত : আয়াত-৫৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দলীয় পত্রিকাসহ বিভিন্ন নামে সভা-সেমিনার করছে তারা। সরকারি বিভিন্ন দপ্তরসহ গণমাধ্যম অফিসে তারা তাদের প্রচারপত্র বিলি করছে। তারা সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের নিজেদের সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করারও চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছে সূত্র।

হেযবুত তওহীদের ব্যাপারে জানতে চাইলে র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক মুফতি মাহমুদ খান কালের কণ্ঠকে বলেন, **'এ সংগঠনটির বেশ কিছু কর্মীকে আমরা নানা অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছি।'**

গত বছরের ২৩ নভেম্বর হেযবুত তওহীদকে কালো তালিকাভুক্ত করে চিঠি জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। চিঠির বিষয়বস্তুতে বলা হয়েছে, 'কালো তালিকাভুক্ত সংগঠন 'হেযবুত তওহীদ'-এর প্রচারণার নতুন কৌশলের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ'।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সতর্কতা : সূত্র জানায়, গত ২২ জানুয়ারি জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগে অভিযুক্ত 'হেযবুত তওহীদ' বা এর কোনো অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে যোগ না দিতে ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের সতর্ক করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের চিঠির আলোকে ওই নির্দেশনা দেওয়া হয়।"[২৪৭]

দৈনিক যুগান্তর

"কালো তালিকাভুক্তিকে পরোয়া করে না হেজবুত তওহিদ" শিরোনামে বলা হয়েছে: আইন-শৃংখলা বাহিনীর 'কালো তালিকা'ভুক্ত উগ্রপন্থী জঙ্গি সংগঠন হেজবুত তওহিদের তৎপরতা চলছে প্রকাশ্যেই।[২৪৮]

হেযবুত তওহীদের চরমপন্থী অপতৎপরতা রোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের বহু সদস্য, যাদের তারা 'মুজাহিদ/মুজাহিদা' বলে থাকে। রাজবাড়ীতে আটক সদস্যদের সংবাদ পরিবেশন করে অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলানিউজ২৪.কম বলেছে–

"রাজবাড়ীতে পোস্টার লাগানোর সময় জঙ্গি সংগঠন হেযবুত তওহীদের ২ সদস্যকে বৃহস্পতিবার আটক করেছে পুলিশ।"[২৪৯]

নেত্রকোনা জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) খাঁন মোহাম্মদ আবু নাসের জানান, হেযবুত তওহীদের নেত্রকোনা জেলা আমীর মনিরুজ্জামান ও

২৪৭. [দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০১৫, শিরোনাম: "হিজবুত তাওহীদের ছদ্মবেশ" রিপোর্টার: এস এম আজাদ, লিঙ্ক: http://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2015/02/26/192337]

২৪৮. [দৈনিক যুগান্তর, ২৮ আগস্ট ২০১৩, লিঙ্ক: https://www.jugantor.com/old/news/2013/08/28/23972]

২৪৯. [বাংলানিউজ২৪.কম, ২০ জানুয়ারি ২০১১, শিরোনাম: "রাজবাড়ীতে হেযুবত তওহীদের ২ সদস্য আটক", লিঙ্ক: https://www.banglanews24.com/national/news/bd/26092.details]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তার স্ত্রী সুমাইয়ার বিরুদ্ধে শেরপুরের বিভিন্ন থানায় সন্ত্রাস ও মাদক আইনে মামলা রয়েছে। এছাড়াও অন্য দুই আটক পারুল ও সুজনের বিরুদ্ধে জঙ্গি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তথ্য পাওয়া গেছে।[২৫০]

হেযবুত তওহীদ যে মূলত উগ্রবাদী জঙ্গী সংগঠন সে তথ্য আমরা অনলাইনভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া 'উইকিপিডিয়া'য় দেখতে পাই। হেযবুত তওহীদের পরিচয় দিতে গিয়ে সেখানে লেখা হয়েছে–

"হেযবুত তওহীদ বাংলাদেশভিত্তিক একটি ধর্মভিত্তিক সংগঠন যারা বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগে 'কালো তালিকাভুক্ত'।"

এছাড়াও বাংলাদেশের সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ সম্পর্কিত বইয়ে লিখেছেন– "হেযবুত তওহীদ জঙ্গী সংগঠন।"[২৫১]

২৬. বিনীত নিবেদন

প্রিয় ভাই! আমরা সকলে আদম-সন্তান বা আদম আ.-এর বংশধর এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হিসেবে আমরা পরস্পর ভাই ভাই। আপনি আমার ভাই হিসেবে আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন, সত্য জানা ও বুঝার চেষ্টা করুন, দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সবাই বুঝবে কিন্তু সে সময় বুঝে কোনো লাভ হবে না।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী। তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি। তাঁর সকল কথা সত্য ও সঠিক। তিনি নিজ খেয়াল-খুশী থেকে কিছু বলেননি। তিনি বলেছেন, "আমার উম্মাতের একদল লোক সর্বদাই হকের (সত্যের) উপর প্রতিষ্ঠিত (অবিচল) থাকবে।"[২৫২]

১৯৯৫ সালে হেযবুত তওহীদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত এই হাজার বছরে যত মুসলমান এসেছিলেন সবাই ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, গোমরাহ হয়ে গেছে- কথাটি খুবই অযৌক্তিক ও উপরোক্ত হাদীস শরীফের বিপরীত। আপনি প্রতারণাকারী অথবা প্রতারিত হবেন না।

প্রিয় ভাই! কোনো দলের প্রতি কটাক্ষ করা বা কোনো দলকে ছোট করা আমার উদ্দেশ্য নয়; আপনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত, দলীয় কোনো বিদ্বেষও নেই। আপনি আমাকে কোনো কষ্ট দেননি যে, আমি প্রতিশোধ নিব; বরং এটা ধর্মীয় বিষয়। এমনকি ঈমান বাঁচানোর লক্ষ্যে অপরিহার্য কর্তব্যও বটে। তাই

২৫০. [নেত্রকোনা নিউজ২৪, ৩ অক্টোবর ২০১৬, শিরোনাম: "নেত্রকোনায় হেযবুত তওহীদের ৪ সদস্য আটক", লিঙ্ক: netrokonanews24.com/.../নেত্রকোনায়-হেযবুত-তওহীদে]

২৫১. [অঘোষিত যুদ্ধের ব্লু প্রিন্ট, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, পৃষ্ঠা ৬৯, আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ফেব্রুয়ারি ২০০৫।]

২৫২. মুসলিম ১০৩৭, বুখারী ২৭১০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আপনি বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ঈমানী দায়িত্ব পালনে সহায়ক হবেন বলে আমি আশাবাদী। আপনার ভাই হিসেবে আপনাকে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে চাই। শান্তির সহযোগী হতে চাই, নিজে বাঁচতে চাই এবং সকল মানুষকে বাঁচাতে চাই– এজন্যই এই ক্ষুদ্র চেষ্টা। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। আমীন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের স্রষ্টা আর আমরা তাঁর সৃষ্টি। তিনি স্বয়ং আমাদের জীবনে হিসেব নিবেন। তাই যেভাবেই হোক, আমাদের স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করে যেতে হবে, তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলতে হবে। অন্যথায় আমাদের বিপদের শেষ থাকবে না। এজন্য মহান স্রষ্টার ভয়বহ শাস্তি থেকে আমিও বাঁচতে চাই পাশাপাশি সকল মানুষকে বাঁচাতে চাই।

ইসলাম সকল মানুষের, সর্বকালের জন্য নির্ধারিত ধর্ম। এর মাঝে যে ন্যায়-বিচার, উদারতা, ভ্রাতৃত্ববোধ রয়েছে, তা উপস্থাপন করলে যে কোনো স্থান, কাল, গোত্র, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে বিমোহিত করে দেয়। ভিতরের মানবিক সত্তাটিকেই পরাভূত করে। এভাবেই ইসলাম ছড়িয়েছে পুরো বিশ্বে। খোঁজ নিলে দেখবেন, যেসব জায়গায় মুসলিম যায়নি কোনো দিনও, সেসব জায়গাতেও বিশ্বের অন্যান্য জায়গার মতোই ইসলাম তাঁর মানবতা, মহানুভবতা, আর উন্নত নৈতিকতার জোরে মানুষের অন্তরকে জয় করেছে।

করুণাময় প্রভুর ঘোষণা "হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর (বিভিন্ন পাপের মাধ্যমে) অত্যাচার করেছ, তোমরা আমার রহমত, দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না। (যদি ফিরে আস) নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৫৩] অন্যত্র বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশত-মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হলো সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী।"[২৫৪] শুধু ক্ষমা করে শেষ নয়, আল্লাহ তাআলা তাদের সকল পাপকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। ঘোষণা হচ্ছে "যারা কুফ্‌র ও শির্‌ক থেকে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের পাপ সমূহকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৫৫]

সমাপ্ত

৯ জিলকদ ১৪৩৯, ২৩ জুলাই ২০১৮

---

২৫৩. সূরা যুমার : আয়াত-৫৩
২৫৪. সূরা নিসা : আয়াত-১৭
২৫৫. সূরা ফুরকান : আয়াত-৭০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তথ্যনির্দেশ

১. তাওযীহুল কুরআন, শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, মাকতাবাতুল আশরাফ, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, এপ্রিল ২০১০।
২. তাফসীরে মারিফুল কুরআন, মুফতী শাফী রহ. খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মদ্রণ প্রকল্প, পোঃ বক্স নং-৩৫৬১ মদীনা মুনাওয়ারা।
৩. সীরাতুন নবী (সা.), ইবন হিশাম, ইসলামী ফাউন্ডেশন, তৃতীয় সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০১৩।

المكتبة الشاملة

١ صحيح صحيح البخاري، الناشر: دار ابن كثير، اليمامة—بيروت
٢ صحيح صحيح مسلم، الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت
٣ الأدب المفرد، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض
٤ الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت
٥ مسند الإمام أحمد بن حنبل، الناشر: مؤسسة الرسالة
٦ سنن ابن ماجه، الناشر: دار إحياء الكتب العربية
٧ شعب الإيمان، الناشر: دار الكتب العلمية—بيروت
٨ كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال، الناشر: مؤسسة الرسالة
٩ سنن الترمذي، الناشر: دار الغرب الإسلامى - بيروت
١٠ المُنَجَّد فى اللغة (أقدم معجم شامل للمشترك اللفظي)، على بن الحسن الهُنا ئى الأزدي، أبو الحسن الملقب، الناشر: عالم الكتب، القاهرة
١١ المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى. أحمد الزيات. حامد عبد القادر. محمد النجار، دار النشر: دار الدعوة
١٢ معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، الناشر: دار الفكر
١٣ لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري، الناشر: دار صادر—بيروت
١٤ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، عثمان بن على بن محجن البارعى، فخر الدين الزيلحى الحنفى، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
١٥ المبسوط للسرخسى، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسى، لناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان
١٦ الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى البلدحى، مجد الدين أبو الفضل الحنفى، الناشر: مطبعة الحلبى - القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية—بيروت

২০. এ ইসলাম ইসলামই নয়, মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী, প্রকাশক: হিয্বুত তওহীদ, গ্রাম: করটিয়া, জেলা: টাঙ্গাইল, প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৯৬।
২১. ইসলামের প্রকৃত সালাহ, মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী, তওহীদ প্রকাশন, ৩১/৩২, পি.কে. বায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ষষ্ঠ প্রকাশ: মার্চ ২০১৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

২২. মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর আকীদা , মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী, তওহীদ প্রকাশন, ১৩৯/১ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

২৩. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা! মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী, তওহীদ প্রকাশন, ৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা, সপ্তদশতম প্রকাশ মার্চ ২০১৬।

২৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি যামানার এমামের পত্রাবলী, সম্পদনাঃ মোঃ রিয়াদুল হাসান, তওহীদ প্রকাশন ৩১/৩২পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে দ্বিতীয় প্রকাশ নভেম্বর ২০১৩।

২৫. তওহীদ জান্নাতের চাবি, হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম, তওহীদ প্রকাশন ১৩৯/১ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, ফেব্রুয়ারী ২০১৮।

২৬. এসলাম শুধু নামে থাকবে, তওহীদ প্রকাশন, ৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১৩

২৭. এসলামের প্রকৃত রূপরেখা, মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী, তওহীদ প্রকাশন, ৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ত্রয়োদশ প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৬।

২৮. শোষণের হাতিয়ার, হোসাইন মোহম্মাদ সেলিম, তওহীদ প্রকাশন ৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ২০১৫।

২৯. সকল ধর্মের মর্মকথা সবার উর্ধ্বে মানবতা, গোলটেবিল বৈঠক মূল প্রবন্ধ, সেপ্টেম্বর ২০১৪।

৩০. তাকওয়া ও হেদায়াহ, মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী, তওহীদ প্রকাশন ৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৩১. জঙ্গিবাদ সঙ্কট সমাধানের উপায়, হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম, তওহীদ প্রকাশন ৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৬।

৩২. হুলি আর্টিজানের পর, হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম, তওহীদ প্রকাশন ৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা, জুলাই ২০১৭।

৩৩. চলমান সঙ্কট নিরসরে আদর্শিক লড়াই, তওহীদ প্রকাশন ৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৩৪. যুগসন্ধিক্ষণে আমরা, মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী, তওহীদ প্রকাশন ৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৩৫. আল্লাহর মো'জেজা হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা, সম্পাদনাঃ রিয়াদুল হাসান, তওহীদ প্রকাশন ৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ মে ২০১২

৩৬. মহাসত্যের আহ্বান, মূল ধারণাঃ বায়াজীদ খান পন্নী, তওহীদ প্রকাশন ১৩৯/১ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, ডিসেম্বর ২০১৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৩৭. ধর্মব্যবসার ফাঁদে, মূল ধারণা: মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী, অনুলিখন: হোসাইন মোহাম্মদ লেলিম ও রিয়াদুল হাসান, তওহীদ প্রকাশন ১৩৯/১ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০১৮।

৩৮. এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব, মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী, তওহীদ প্রকাশন ৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ আগষ্ট ২০১৩

৩৯. হেযবুত তওহীদের নিজস্ব ওয়েব সাইট, http://www.hezbuttawheed.org/category/faq/page/4/#collapse5

৪০. দেবদেবীর পরিচয় ও বাহন রহস্য, শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, আনন্দ পাবলিশার্স ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, দ্বিতীয় মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর, ২০১০।

৪১. পৌরাণিক অভিধান, সুধীরচন্দ্র সরকার, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রঞ্চম সংস্করণ: ফালগুন ১৩৯২ বাংলা।

৪২. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, অক্ষয় লাইব্রেরী ৭৯/১এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাত।

৪৩. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্, আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০।

৪৪. মার্কণ্ডেয়পুরাণম্, মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত, আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে ১৪২০ বাং সনে পুনর্মুদ্রিত।

৪৫. পদ্মাপুরাণম্, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চনন তর্কনরত্ন সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স ৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭০০ ০০৯ মাঘী পূর্ণিমা ১৪২০

৪৬. শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২৭৩০০৫ ইন্ডিয়া।

৪৭. মহাভারত, কাশীরাম দাস বিরচিত শ্রী বেরীমাধব শীল সম্পাদিত, অক্ষয় লাইব্রেরী ৭৯/১এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০১২ ইং

৪৮. মহাভারত, শ্রীকালীপ্রসন্ন হিংস অনূদিত, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী ১৬৭, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট কোলকাতা-৭০০ ০০১।

৪৯. পবিত্র বাইবেল, (টিকাসহ নুতন নিয়ম) চলতি বাংলা অনুবাদ, (১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি ৩৯০ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১২১৭ প্রকাশিত)

৫০. জ্ঞান মঞ্জরী, শ্রী শিব শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, আনন্দ পাবলিশার্স ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, দ্বিতীয় সংস্করণ আগষ্ট ২০০

৫১. কিতাবুল মোকাদ্দস (২০০৬ সালে প্রকাশিত, Published by: The Bangladesh Bible Society. 390, New Eskaton Road Dhaka-1000.)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৫২. ইঞ্জিল শরীফ (দ্বিতীয় সংস্করণ, Copyright: BBS-1980. 2M, 2005, Published by: The Bangladesh Bible Society. 390, New Eskaton Road Dhaka-1217, Bangladesh.)

৫৩. পবিত্র বাইবেল (BBS-2000. Published by: The Bangladesh Bible Society. 390, New Eskaton Road Dhaka-1217, Bangladesh.)

৫৪. কিতাবুল মোকাদ্দস, বাচিব ঢাকা, বাংলাদেশ ২০১৩ সালে প্রকাশিত

৫৫. অঘোষিত যুদ্ধের ব্লু প্রিন্ট, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশঃ ফাল্গুন ফেব্রুয়ারি ২০০৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা, এমাম বায়াজীদ খান পন্নী

হেযবুত তওহীদের বর্তমান এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

হেযবুত তওহীদের বর্তমান আমীর, মশিউর রহমান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com